بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল-কুরআনে বর্ণিত শপথ: বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য

(The Oaths in the Quran: Diversity and Significance)

(আরবী বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত)

অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন

আরবি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০

গবেষক

নূর মোহাম্মদ

সেশন: ২০১৮-২০১৯

এম.ফিল গবেষক, আরবি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

আগস্ট, ২০২৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র (Certification)

এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক নূর মোহাম্মদ, রেজি: ০২/২০১৮-২০১৯, কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত "আল-কুরআনে বর্ণিত শপথ: বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য (The Oaths in the Quran: Diversity and Significance)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও উক্ত শিরোনামে এম.ফিল বা পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা সন্দর্ভটি চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন)
অধ্যাপক
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আরবি বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র (Declaration)

লাখো কোটি শুকরিয়া পরম করুণাময় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে। অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ +-এর উপর। আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "আল-কুরআনে বর্ণিত শপথ: বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য (The Oaths in the Quran: Diversity and Significance)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। এর পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম এবং এ গবেষণাকর্মটি ইতোপূর্বে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এম.ফিল বা পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়নি। অথবা গবেষণাকর্মটি পূর্ণ বা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

উক্ত অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

(নূর মোহাম্মদ)
এম.ফিল গবেষক
রেজি নং ও শিক্ষাবর্ষ: ০২/২০১৮-২০১৯
আরবি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ

'যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। (সূরা নামল্: ৪০)। রাসূল + বলেন,

لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَّا يَشْكُرُ النَّاسَ

'যে মানুষের প্রতি কতৃজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণকারী নয়' (আল-আদাবুল মুফরাদ: হাদীস- ২১৮)।

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিশ্বজাহানের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা ও সকল জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি, যার অনুগ্রহে "আল-কুরআনে বর্ণিত শপথ: বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য (The Oaths in the Quran: Diversity and Significance)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনা সম্পন্ন হয়েছে। অগণিত দরূদ ও সালাম পেশ করছি আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদ +-এর প্রতি। যাঁর প্রচারিত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে পেরেছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন স্যারের প্রতি, গবেষণা করা যাঁর একমাত্র নেশা ও পেশা। তিনি হাজার ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহসহ সার্বিক বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রদান করেছেন। ফলে আমার এ গবেষণা কর্মটি যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পেরেছি। তাঁর একনিষ্ঠ সহযোগিতা ও আন্তরিক খিদমতকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন এবং তাঁকে এর উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আহমাদ আলী ও মাতা রেনু বেগমের প্রতি, তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টাই ছিলো আমার দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম। তাঁদের দৃঢ়তা, দু'আ ও কল্যাণ কামনা আমাকে সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করে সঠিক পথের দিশা দিয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহা. মিজানুর রহমান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম স্যারের প্রতি। তাঁরা উভয়ে আমার গবেষণা শিরোনাম ঠিক করার কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ ইফতিখারুল আলম মাসঊদ স্যারের প্রতি যিনি আমার উচ্চ শিক্ষালাভের অন্যতম পরামর্শক। তিনি নিয়মিত আমার গবেষণা কর্মের খোঁজ-খবর নিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ নিজাম উদ্দিন স্যার ও সহযোগী অধ্যাপক এবং রাবির সহকারী প্রক্টর ড. মোঃ কামরুজ্জামান স্যারের প্রতি যাঁরা আমার গবেষণা কর্মের খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী ও দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম মওলার প্রতি যাঁদের দ্বারা নানাভাবে গবেষণা সম্পাদনা কাজে উপকৃত হয়েছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. এ.বি.এম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউসুফ, অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল কদির, অধ্যাপক ও বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জুবায়ের মুহাম্মদ এহসানুল হক স্যারসহ আরবী বিভাগের অন্যান্য স্যারদের প্রতি যাঁদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এ গবেষণা কর্মটি দ্রুত সম্পন্ন করতে আমি অনেক সহায়তা পেয়েছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় লাইব্রেরির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রতি যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সেবা দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন।

আরো যারা আমাকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল অন্তরের গভীর থেকে দু'আ। আল□াহ তা'আলা সকলকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য করুন। আমীন।

আগস্ট ২০২৩খ্রি.

বিনীত

(নূর মোহাম্মদ)
এম.ফিল গবেষক
আরবি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণ ও হরকতসমূহের বাংলা উচ্চারণরণ সংকেত

আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণায়ন	আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণায়ন	আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণায়ন
ا	অ	غ	গ	وَا	ওয়া
ب	ব	ف	ফ	وَ	ওয়া
ت	ত	ق	ক/ক্ব	وِي	বী/ভী/ওই
ث	ছ/স	ك	ক	وُ	উ
ج	জ	ل	ল	وُوْ	ঊ
ح	হা	م	ম	يَ	য়া/ইয়া
خ	খা	ن	ন	يَا	য়া/ইয়া
د	দ	و	ও/ওয়া/ব	يِ	য়ি/ই
ذ	য	ه	হ	يِيْ	য়ী/ঈ
ر	র	ء	অ/আ	يُ	য়ু/ইয়ু
ز	য	ى	য়/ই	يُوْ	ইউ/ইঊ
س	স/ছ	◌َ	া	عَ	‘আ
ش	শ/স	◌ِ	ি	عَا	‘আ-
ص	ছ/স	◌ُ	উ/ু	عِ	‘ই
ض	জ/য.দ/দ্ব	◌ُو	ূ	عِيْ	‘ঈ
ط	ত/ত্ব	◌ِي	ী	عُ	‘উ
ظ	য/জ	اَ	ঊ	عُوْ	‘ঊ
ع	‘আ/‘/‘অ	أو	ঊ		

- উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়েছে। কেননা কোনো কোনো বানান অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উলি□খিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।
- বহুল প্রচলিত বাংলা বানানগুলো হুবহু রাখা হয়েছে। যেমন– আরবী, মিসর, কুয়েত, কুরআন মাজীদ ইত্যাদি।

শব্দ সংকেত

অনু.	:	অনুবাদ
ই.ফা.বা.	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আ.	:	‘আলাইহিস সালাম
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

খ্রি. পূ.	:	খ্রিস্টপূর্ব
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তা. বি.	:	তারিখ বিহীন
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
মৃ.	:	মৃত্যু
রা.	:	রাদিয়াল□াহু ‘আনহু/ ‘আনহা
রহ.	:	রহমাতুল□াহি ‘আলাইহি
সম্পা.	:	সম্পাদিত, সম্পাদনা
সং	:	সংস্করণ
হি.	:	হিজরী সন
দা. বা. আ.	:	দামাত বারাকাতুহুমূল ‘আলিয়াহ
মা. জি. আ.	:	মাদ্দা জিল□াহুল ‘আলিয়াহ
ed./ eds	:	Edited by, edition, editor, editions
p.	:	Page
pp.	:	Pages
pub.	:	Published, Publication
Vol.	:	Volume

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র (Content)

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ (Abstract)

সমস্ত প্রশংসা মহান আল-াহ রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি মানব জাতির হিদায়াতের জন্য কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ +-এর উপর, যিনি ছিলেন কুরআনের ধারক ও বাহক।

কসম বা শপথ কুরআনুল কারীমের অন্যতম একটি গুর"ত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং বিধান। ইসলামী শরীয়তের শপথ করার দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আল-াহ তা'আলার নাম কিংবা সিফাত উলে-খ করে শপথকৃত বিষয়টির প্রতি গুর"ত্বারোপ করাই শপথের মূল উদ্দেশ্য। আল-াহ তা'আলা বলেন,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ

অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা কসমের ক্ষেত্রে নিরর্থক কসমের জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐ কসমসমূহের জন্য পাকড়াও করবেন যেগুলোকে তোমরা দৃঢ় করো। (সূরা মায়েদা: ৮৯)

কুরআনুল কারীমে আল-াহ তা'আলা ৩৪টি সূরায় নানা বিষয়ে শপথ করেছেন। সেই শপথগুলো মূলত আল-াহ রাব্বুল আলামীনের কথাকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। জাহেলী আরবে মানুষগণ তাদের কথাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য দেব-দেবীর নামে কসম করতো। আল-াহ তা'আলা কুরআনে নিজ সত্ত্বাসহ সৃষ্টির অনেক বিষয়ে শপথের অবতারণা করেছেন। আল-াহ তা'আলার কথাকে বিশ্বাস করানোর জন্য শপথের প্রয়োজন নেই, কিন্তু মানুষ যেহেতু তাদের জীবনের নানা কর্মকা"ে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে তাই আল-াহ তা'আলা তাঁর বাণীকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে নানা বিষয়ে শপথের অবতারণা করেছেন। আল-াহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে সৃষ্টির নানা বস্তুর শপথ করেছেন কিন্তু মানুষের জন্য আল-াহ ছাড়া কোনো নামে শপথ করা বৈধ নয়। কেননা রাসূল + বলেছেন, যে ব্যক্তি গাইর"ল-াহর নামে শপথ করলো সে শিরক করলো। (সুনান আবূ দাঊদ: হাদীস নং ২৮২৯)

আল-াহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন সূরায় কেন, কী উদ্দেশ্যে শপথের অবতারণা করেছেন। আর শপথের গুর"ত্ব বা তাৎপর্য কী? মানব জীবনে শপথের প্রভাব কী হতে পারে? এই সামগ্রিক বিষয়ে বিস্ড়ৃত গবেষণা কর্ম ইতোপূর্বে আমার জানামতে হয়নি। তাই "আল-কুরআনে বর্ণিত শপথ: বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য (The Oaths in the Quran: Diversity and Significance)" শিরোনামে গবেষণা করতে আগ্রহী হয়েছি। আল-াহ তা'আলা যেন আমার এ কাজটিকে সহজ করে দেন সেই

Dhaka University Institutional Repository

কামনা করছি। অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে যথাক্রমে একটি ভূমিকা, চারটি অধ্যায় ও পনেরটি পরিচ্ছেদ এবং একটি উপসংহারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সর্বশেষে রয়েছে গ্রন্থপঞ্জি।

প্রথম অধ্যায়ে (২–৭৬) আল-কুরআন ও আল-কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞানসমূহের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অত্র অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ সাজানো হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে 'আল-কুরআনের পরিচয়', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'আল-কুরআনুল কারীম-এর অবতরণকাল, সংকলন ও সংরক্ষণ বিষয়ে' এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'উলূমুল কুরআনের' সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৭৭–৯৫) আল-কুরআনের (قسم) শপথ-এর পরিচিতি ও প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে 'আক্বসামুল কুরআনের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'কুরআন মাজীদে শপথের পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু', তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'আল-কুরআনে বর্ণিত শপথের প্রকারভেদ' এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে "ইসলামী শরী'আতে القسم বা শপথের প্রকারভেদ ও বিধান" সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে (৯৬–১৭১) "আল-কুরআনে বর্ণিত শপথের বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য" সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ছয়টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ "আল-াহ তা'আলার নিজ সত্তা ও রাসূল +-কে নিয়ে (قسم) শপথ" দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'কুরআন ও ফিরিশতাদের নিয়ে (قسم) শপথ', তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'কিয়ামত ও প্রতিশ্র"তি দিবস নিয়ে (قسم) শপথ, চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'রাত-দিন ও সকাল-সন্ধ্যা নিয়ে শপথ, পঞ্চম পরিচ্ছেদে 'আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, ধূলি-মেঘমালা, নক্ষত্র, সমুদ্র-নৌযান নিয়ে শপথ এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে "চন্দ্র-সূর্য, উদয়াচল-অস্তাচল, শহর-নগর, সৃষ্টি, আত্মা, পুর"ষ-নারী, ধাবমান অশ্ব, সময় নিয়ে শপথ" সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন উলামায়ে কেরামের মতামত তুলে ধরে গবেষণার শিরোনাম চাহিত মন্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে।

কসমের বিষয়বস্তুর আলোকে কসম সংক্রান্ত যে সমস্ত সূরা ও আয়াতসমূহ নিয়ে আমি আলোচনা করেছি তার পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলো–

ক্রমিক	শপথের বিষয়বস্তু	আয়াত সংখ্যা	সূরা সংখ্যা
১	আল-াহ তা'আলার নিজ সত্ত্বার কসম	৭ টি	৭ টি
২	রাসূল +-এর বিষয়ে কসম	১২ টি	৫ টি
৩	কুরআন নিয়ে শপথ	৮ টি	৫ টি
৪	ফেরেশতাদের নিয়ে শপথ	৯ টি	৩ টি
৫	কিয়ামত ও প্রতিশ্র"তি দিবস নিয়ে শপথ	৩০ টি	৫ টি
৬	রাত-দিন ও সকাল-সন্ধ্যা নিয়ে শপথ	১৫ টি	৬ টি
৭	আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, নক্ষত্র-মেঘমালা, সমুদ্র-নৌযান নিয়ে শপথ	২০ টি	৮ টি
8	চন্দ্র-সূর্য, উদয়াচল-অস্থাচল, শহর-নগর, সৃষ্টি-আত্মা,	১৪ টি	৮ টি

Dhaka University Institutional Repository

	নারী-পুর"ষ, ধাবমান অশ্ব ও সময় নিয়ে শপথ		
মোট		**১১৫ টি**	**৪৭ টি**

বি.দ্রঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই সূরার মধ্যে একাধিক বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে (১৭২–২১৬) আল-কুরআনে বর্ণিত শপথমূলক শব্দাবলীর ভাষা বিশে□ষণ ও ভাষালংকার। এ অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে 'আল-কুরআনে বর্ণিত শপথমূলক শব্দাবলীর ভাষা বিশে□ষণ' এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'আল-কুরআনে বর্ণিত শপথমূলক আয়াতের বালাগাত বা ভাষালংকার' সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

আমি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি এ অভিসন্দর্ভটি আল-কুরআনে বর্ণিত শপথের পরিচয়, শপথমূলক আয়াতের বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে গুর"ত্বপূর্ণ পর্যালোচনা করেছি। যা দ্বারা আমরা কুরআনে কারীমের শপথমূলক আয়াত সংক্রান্ত বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান অর্জন করতে সচেষ্ট হবো, যা পাঠক, লেখক ও গবেষকসহ সর্বস্তরের মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে এ কথা সুস্পষ্ট করে বলা যায় যে, এই অভিসন্দর্ভ হতে কুরআনে কারীমে শপথ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সহজতর হবে। মহান মুনীব সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে ক্ববূল কর"ন, আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين

কসম বা শপথ কুরআনুল কারীমের গুর"ত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কুরআনে নানা বিষয়ে শপথের অবতারণা করা হয়েছে আল-াহ তা'আলার কথাকে সৌন্দর্যম"িত, বলিষ্ঠ ও মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে। কুরআনুল কারীমে আহ্বান যেহেতু মানব জাতিকে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা। সেহেতু কুরআনের আয়াতসমূহে হিদায়াতের বাণীকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাড় করানোই শপথের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই উক্ত গবেষণাকর্মে শপথের আয়াতসমূহের সুচার" বিশে-ষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। কেননা কুরআনুল কারীমের শপথের উপর গবেষণা নিতান্তই অপ্রতুল। বিষয়টি অনুধাবন করত: উক্ত বিষয়ে গবেষণা করার মনস্থ হয়েছি।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া চারটি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত করেছি। প্রতিটি অধ্যায়ের একাধিক বিষয়ভিত্তিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। যাতে শপথমূলক আযাতসমূহের অনুবাদ করার সাথে সাথে আয়াতের ক্বিরাত পদ্ধতি, ব্যাকরণ, তাফসীর, উলে-খযোগ্য মুফাস্সিরগণের মতামত ও জওয়াবে কসমের আলোচনা-পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। সাথে সাথে মানব জীবনে কসমের প্রভাব, গুর"ত্ব ও তাৎপর্য এবং শরীয়তে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়েছে।

উক্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভটির প্রথম অধ্যায়ে কুরআনুল কারীমের পরিচয় ও উলূমুল কুরআন বা কুরআনের সাথে সংশি-ষ্ট জ্ঞানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআনের অবতরণ, সংকলন, সংরক্ষণ, নুযূলুল কুরআন, নাসিখ-মানসুখ, ইযাজুল কুরআন ও আমসালুল কুরআন এর বিশদ বিবরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কসম বা শপথের পরিচিতি, প্রকারভেদ আলোচনা করার সাথে সাথে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে শপথ করার হুকুম ও আহকাম আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত শপথের বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য। অত্র অধ্যায়ে কুরআনে কারীমে বর্ণিত শপথের ধরণ, বিষয়বস্তু, শপথ সংক্রান্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ, ব্যাখ্যা, ব্যাকরণগত দিক ও জওয়াবে কসম আলোচনার সাথে সাথে মানব জীবনে শপথের আয়াতসমূহের উপকারিতা সুচার"ভাবে বিশে-ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

সর্বশেষ চতুর্থ অধ্যায়কে দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। যার পরিচ্ছেদে শপথমূলক আয়াতসমূহের খুবই গুর"ত্বপূর্ণ শব্দসমূহের শাব্দিক বিশে-ষণ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শপথমূলক আয়াতের বালাগাত বা ভাষালংকার আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষে রয়েছে গ্রন্থপঞ্জি। যে সকল গ্রন্থাবলী হতে তথ্য সংগ্রহ করে অত্র অভিসন্দর্ভটি লিপিবদ্ধ করেছি, সে গ্রন্থের তালিকা রচয়িতাগণের নামসহ সংযোজন করেছি।

আল-াহ তা'আলা এ অভিসন্দর্ভটিকে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে কবুল কর"ন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
আল-কুরআন ও আল-কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞানসমূহ

আল-কুরআন মহান স্রষ্টা আল□াহ তা'আলার কালাম, মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং শাশ্বত একটি মুজিযা। এটি মানুষের পার্থিব ও পরলৌকিক জীবনের সকল দিক-নির্দেশনার প্রধান উৎস এবং সর্বকালের যুগ সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আল□াহ তা'আলা এই মহাগ্রন্থকে সত্যজ্ঞান, প্রজ্ঞা, হিকমত, বিজ্ঞানময় এবং জ্ঞানের বিশাল ভা◌ার হিসেবে বিশ্ব মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। পৃথিবীতে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত বহু জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে।[1] কিন্তু কুরআনের সমকক্ষ বহুবিদ জ্ঞানের সমাহার কিতাব আর আসবে না। মানব জাতির জন্য এমন কোনো কল্যাণের বস্তু নেই যা কুরআনে বর্ণিত হয়নি।

যে কারণে আল-াহ তা'আলা এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক নীতিমালা তার কিতাবে আমানত রেখেছেন অতি সযত্নে। যুগ যুগ ধরে মানুষ এগুলি খুঁজে বের করবে আল-কুরআন থেকে। যেমন আল-াহ তা'আলা বলেন,

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ

অর্থাৎ আমি কিতাবে (কুরআনে) কোন বস্তুর বর্ণনা ছেড়ে দেইনি।[২]

রাসূল +-এর হাদীস থেকেই প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত ও সামগ্রিক বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

রাসূল + বলেন,

ستكون فتن قيل وما المخرج منها. قال كتاب الله. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم.

অর্থাৎ ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে বহু বিপর্যয়, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এগুলো থেকে বহির্গমনের ও নিস্তার লাভের উপায় কি? তিনি বলেন, আল-াহর কিতাব। তাতে রয়েছে তোমাদের পূর্বের সংবাদ এবং তোমাদের পরে সংঘটিত হবে এমন সংবাদ। আর তোমাদের পরস্পরের মাঝে সৃষ্ট বিষয়সমূহের বিধান।[৩]

---

১ Avdxd ÔAvãyj dvZ&Zvn Zveevivn, *i“û`-`xwbj Bmjvgx* (`ei“Z: `vi“j Bjg wjj-gvjvCb, 1985 wL^{a}.), 25Zg ms¯‹iY, c„. 50-64|

২ আল-কুরআন, *সূরা আল-আনআম*, আয়াত: ৩৮।

৩ মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *জামিউত্-তিরমিযী*, ২য় খ◌ (ভারত: মুখতার এন্ড কোম্পানি, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনুল কারীমে সব ধরনের জ্ঞানের সমাবেশ রয়েছে। সেজন্য আবূ বকর আল-জাযাইরী (১৯২১-২০১৮ খ্রি.) বলেন,

العلوم الكونية. العلوم التاريخية العلوم التشريعة والقانونية، والعلوم الحربية والسياسية. فاشتماله على هذه العلوم المختلفة دليل قوى على انه كلام الله تعالى ووحى منه.

সৃষ্টিজগতের জ্ঞান, ঐতিহাসিক জ্ঞান, শরীআত ও আইন সম্পর্কিত জ্ঞান এবং যুদ্ধ ও রাজনৈতিক জ্ঞান, কুরআন এ বিভিন্ন জ্ঞানকে ধারণ করার কারণে এ দলীল আরো শক্তিশালী হয়েছে যে, এটি আল-াহ তা'আলার কালাম ও তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওয়াহী।[৪]

কুরআনুল কারীম মানব জাতির হিদায়াতের জন্য সত্যজ্ঞান, প্রজ্ঞা, হিকমত ও বিজ্ঞানময় গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর পূর্ণাঙ্গ পরিচিত, নাযিলের ইতিহাস, কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস, কুরআনের সত্যতা, কুরআনুল কারীমের বিষয়বস্তু এবং এর তাফসীরের মূলনীতি জানা আবশ্যক। আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়া আর কুরআনুল কারীমের যোগ্যতা অর্জন করা এক বিষয় নয়। বরং কুরআন তাফসীরের অনেকগুলো শর্তের মধ্যে আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়া একটিমাত্র শর্ত। বিধায় কুরআন ব্যাখ্যার জন্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করাও প্রত্যেক কুরআন গবেষকের জন্য অপরিহার্য।

তাই সকল বস্তুই কুরআন থেকে বের করা এমন ব্যক্তির জন্য সম্ভব, যাকে আল-াহ সে উপলব্ধি দান করেছেন। অত্র অধ্যায়ে আমরা কুরআনুল কারীমের পরিচিতি, অবতরণ, সংকলন এবং উলূমুল কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাআল-াহ।

৪ আবূ বকর জাবির আল-জাযাইরী, *মিনহাজ আল-মুসলিম* (কায়রো: মাকতাবাতুর-রিহাব, ১৪১৮হি./২০০৭খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনের পরিচয়

আল-কুরআন হলো ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী। আরবী ভাষায় কুরআন (قران) শব্দটি মাসদার তথা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি قراء ক্রিয়ার বাবে يفتح. فتح-এর মাসদার। এর মাসদার তিনভাবে পড়া যায়। যেমন–

(১) قَرْءٌ (২) قِرَاءَةٌ (৩) قُرْاٰنٌ।

নিম্নে তিনটির বিশে-ষণ তুলে ধরা হলো:

(১) قرء: القران শব্দটি যদি قرء থেকে নির্গত হয় তবে তার অর্থ হবে পাঠ করা। যেমন– قَرَأَ الْقُرْاٰنُ (সে কুরআন পাঠ করেছে) যেহেতু কুরআনের প্রতিটি আয়াত নামায ও নামাযের বাহিরে পাঠ করা, তাই তাকে قران বলা হয়। শব্দমূল থেকে নির্গত বিভিন্ন فعل-এর সাথে অন্য اسم যুক্ত হলে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, যেমন– اقرأ القران সে কুরআন পাঠ করল।[৫]

قران শব্দটি قرء শব্দ শব্দমূল থেকে فعلان-এর ওযনে গঠিত হলে এর অর্থ হবে একত্র করা, যেমন– আরবরা যখন কোনো কিছু একত্র করে তখন তারা বলে وكل شيئ جمعته فقد قرأته। যেহেতু কুরআনে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থের সার নির্যাস বর্ণিত হয়েছে সেজন্য একে قران নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৬]

(২) قراءةٌ: কুরআন (قران) শব্দটি قراءةٌ শব্দের মতোই পাঠ করার অর্থে মূল ধাতুর অন্তর্গত একটি রূপ্ যেমন– সূরা কিয়ামায় এসেছে:

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾

অর্থ: কুরআনের সংরক্ষণ এবং পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ করবে।[৭] আরবী ব্যাকরণের মূলনীতি অনুসারে শব্দের মূল ধাতুর রূপ অনেক সময় কর্মবাচক বিশেষ্যের (اسم مفعول) অর্থ প্রদান করে। সেজন্য আল-ামা যারকানী বলেন, قران শব্দটি প্রকৃতপক্ষে قِرَاءَةٌ শব্দের মতোই পাঠ করার অর্থে মূল ধাতুর অন্তর্গত একটি রূপ। এ অর্থেই এ গ্রন্থের জন্য قران শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এ অনুযায়ী قران শব্দের অর্থ পঠিত গ্রন্থ।[৮]

(৩) قران: শব্দটি পঠিত (مقروء = مفعول) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় এর অর্থ হয়– সেই গ্রন্থ, যা পাঠ করা হয়। قران শব্দটি قرن শব্দমূল থেকেও উদ্ভুত হয়। قرن শব্দটির অর্থ হলো সংযুক্তি

---

৫ আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৪খ্রি.), খ. ২য়, পৃ. ৩২৯।
৬ মান্না আল-কাত্তান, মাবাহিছ ফি উলুমুল কুরআন (কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ২০০৭খ্রি.), পৃ. ১৯।
৭ সূরা ক্বিয়ামাহ: ১৭-১৮
৮ ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১১ খ্রি.), খ. ১ম, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

বা সংশ্লে-ষণ। যেহেতু কুরআনের একটি আয়াত অপর আয়াতের সাথে পারস্পরিক সংশে-ষক। এজন্য একে কুরআন বলা হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে,

القران اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ولكنه واسم لكتاب الله

অর্থাৎ কুরআন শব্দটি হামযাযুক্তও নয় এবং قرأت শব্দ থেকেও গৃহিত হয়নি। এটি হলো আল-াহর কিতাবের নাম।[৯]

ইমাম শাফেয়ী আরও বলেন,

ان لفظ القران مرتجل جامد غير مشتق فهو اسم علم غير مهموز خاص بكلام الله مثل التوراة والانجيل وليس ماخوذا من لفظ قرأ لامصدر ولا وحفا بدليل انه لا يسمى كل مقروء قرأنا الا كلام الله

অর্থাৎ কুরআন শব্দটিকে যদি قرأة ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভুত ধরে নেয়া হয় তাহলে পাঠ করা হয় এমন সব বিষয়কে কুরআন নামে অভিহিত করতে হবে। কিন্তু তা ঠিক নয়। সুতরাং তাওরাত, যাবূর, ইনজীল যেমন মহান আল-াহর অবতীর্ণ বাণী, তেমনি কুরআনও আল-াহর বাণী।[১০]

আলিমগণের বৃহৎ দল قران শব্দটিকে হামযাসহ قرءان পাঠ করেন। আয-যাজ্জাজের মতে এটি বাবে نصر ينصر-এর মাসদার। قرأن শব্দটি فعلان-এর সম ওযনের। যেমন– غفران، رجحان ইত্যাদি এবং قرأ হতে উদ্ভূত।[১১]

বিখ্যাত আরবী ব্যকরণবিদ আল-ফাররার (মৃত্যু: ২০৭হি.) মতে আল-কুরআন শব্দটি القرائن থেকে থেকে নিস্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ সাদৃশ্য বা অনুরূপ। কেননা কুরআনের আয়াতগুলো একে অপরকে সত্যায়নকারী এবং পারস্পরিক সাদৃশ্য ও সাযুজ্যপূর্ণ। এজন্য একে কুরআন বলা হয়।[১২]

আল-লিহয়ানীর মতে,

انه مصدر مهموز بوزن الغفران، مشتق من قرأ بمعنى تلا، سمى به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر والاخير اقوى الاراء وارجعها. فالقران فى اللغة مصدر مرادف للقراعة.

অর্থাৎ কুরআন শব্দটি মাসদার, হামযাযুক্ত, الغفران-এর ওযনে গঠিত এবং قرأ থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ পাঠ করেছে। মাসদারকে مفعول-এর অর্থে গ্রহণ করতঃ এখানে কুরআনকে مقروء অর্থাৎ পঠিত

৯ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *তুলনামূলক ধর্ম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৪৬৮

১০ তদেব

১১ প্রাগুক্ত

১২ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *তুলনামূলক ধর্ম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৪৬৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। উলে-খিত মতগুলোর মধ্যে শেষ মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। অতএব, আভিধানিক অর্থে القران শব্দ قراءة-এর সমার্থবোধক।[১৩]

ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগে আরবগণ قرء শব্দ তিলাওয়াতের অর্থে ব্যবহার না করে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতো। যেমন তারা বলতো–

هذه الناقة لم تقرأ سلى قط.

অর্থাৎ এই উষ্ট্রীটি কখনো গর্ভবতী হয়নি এবং বাচ্চা জন্ম দেয়নি। আমর ইবন কুলসুমের কবিতায়ও শব্দটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৪]

هجان اللون لم تقرأ جنينًا –অর্থাৎ নিম্নমানের ঘোড়া বাচ্চা প্রসব করেনি। অতঃপর আরবগণ قرأ শব্দটিকে আরবী ভাষা থেকে تلاوة (পাঠ করেছে) অর্থে গ্রহণ করে এবং এ অর্থেই শব্দটি তাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়ে।[১৫]

কুরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞা: বিজ্ঞ আলিমগণ কুরআনকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তবে কুরআন যিনি নাযিল করেছেন সেই আল-াহ তা'আলা কুরআনকে প্রথম সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন আল-াহ বলেন,

وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۹۲﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿۱۹۳﴾ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿۱۹۴﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿۱۹۵﴾

অর্থাৎ আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ। জিবরাঈল (আ.) তা নিয়ে অবতীর্ণ করেছেন আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন। এটা নাযিল করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।[১৬]

রাসূল + কুরআন মাজীদের সংজ্ঞায় বলেন,

كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه

---

১৩ ড. সুবহী সালেহ, *মাবাহিছ ফি উলূমিল কুরআন*, (বৈর"ত: দার"ল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৫খ্রি.), পৃ. ১৯।
১৪ ইবন মানজুর, *লিসানুল আরাব*, (বৈর"ত: মুআসসাসাতুত তারীখিল আরাবী, ১৪১৩হি.), খ" ১ম, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১২৬।
১৫ ড. মুহাম্মদ শফিকুল াহ, *উলূমুল কুরআন* (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২০০২খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১০।
১৬ আল-কুরআন, *সূরা আশ-শু'আরা*, আয়াত: ১৯২-১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدى إلى الرشد فامنا به. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم.

অর্থাৎ আল-াহর কিতাব তাতে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদ রয়েছে। তোমাদের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ আছে। তোমাদের পার্থিব জীবনের হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ের নির্দেশ আছে। তা হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্যকারী। তাতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু নেই। অহংকারবশতঃ যে ব্যক্তি এটিকে পরিত্যাগ করবে, আল-াহ তা'আলা তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন যে এটা ভিন্ন অন্য কিছুতে হিদায়াত খোঁজ করবে আল-াহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দেবেন। এটি আল-াহ প্রদত্ত মজবুত রজ্জু। এটি বিজ্ঞপূর্ণ স্মরণিকা এবং একটি সহজ সরল পথ। প্রবৃত্তির অনুসারীরা এটিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না। অন্য কিছু এর সাথে সংমিশ্রিত হবে না। এর অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণে আলিমগণ পরিতৃপ্ত হবে না। পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াতে এর স্বাদ হ্রাস পাবে না। এর অভিনবত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। জিনগণ যখন এ কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা থেমে থাকেনি। বরং তারা বলে উঠে: আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করছি। যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।[১৭] যে ব্যক্তি এ কুরআন অনুসারে কথা বলবে, আর যে এর অনুসারে আমল করবে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। যে এর অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করবে সে ন্যায়বিচার করবে। আর যে এর প্রতি আহ্বান জানাবে সে সঠিক পথের দিশাপ্রাপ্ত হবে।[১৮]

কুরআনের সংজ্ঞায় মান্না আল-কাত্তান বলেন,

كلام الله المنزل على محمد ﷺ المتعبد بتلاوته.

অর্থাৎ কুরআন মাজীদ আল-াহ তা'আলার কালাম। হযরত মুহাম্মাদ +-এর উপর ইহা অবতীর্ণ। এর তিলাওয়াত করা ইবাদত।[১৯]

এ সংজ্ঞায় উলি-খিত الكلام শব্দটি সকল প্রকার বাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু পরবর্তী শব্দ الله দ্বারা মানুষ, জিন এবং ফিরিশতাগণের কথা কালামের আওতা থেকে বহির্ভুত হয়ে যায়। المنزل অবতীর্ণ শব্দটি আল-াহর এমন সব কালামকে কুরআন হওয়া থেকে খারিজ করে দেয়, যে সকল কালাম তিনি

---

১৭ আল-কুরআন, *সূরা জিন*, আয়াত: ১-২।

১৮ মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামে তিরমিযী*, (ভারত: মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৫খ্রি.), ২য় খ, পৃ. ১১৮।

১৯ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফি উলুমুল কুরআন* (বের: মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪০৬হি./ ১৯৮৩খ্রি.), ১৯তম সংস্করণ, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

তার নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আর আল-াহ তা'আলার এ ধরনের কালাম সীমাহীন।[২০] যেমন আল-াহ বলেন,

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا

অর্থাৎ বলুন, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যিদ কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কালাম শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র আনলেও।[২১]

কুরআনের সংজ্ঞায় আহমাদ মোল-া জিওন বলেন,

اما الكتاب فالقران المنزل على الرسولﷺ المكتوب فى المصاحف المنقول عنه نقلا بلا شبهة.

কিতাব বলতে এমন কুরআনকে বুঝায়, যা রাসূলুল-াহ +-এর উপর নাযিল করা হয়েছে। এটি মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি রাসূল +-এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে নিঃসন্দেহভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[২২]

কুরআনের নামকরণঃ

ব্যবহারিক অর্থে কুরআন হচ্ছে আল-াহ তা'আলার ঐ মহাগ্রন্থ, যা তিনি তার রাসূল মুহাম্মাদ +-এর উপর নাযিল করেছেন। কুরআনকে কুরআন বলে নামকরণের কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। ১) এটি আয়াত ও বহু সূরার সমষ্টি ২) পূর্ববর্তী নবীগণের অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফাসমূহে যে সকল শিক্ষণীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছিল, এ গ্রন্থে তার সারসংক্ষেপ সন্নিবেশিত হয়েছে। ৩) এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী উম্মতগণের বিভিন্ন গুর"ত্বপূর্ণ অবস্থা ও ঘটনাবলী, আদেশ-নিষেধ, অঙ্গীকার, সতর্কীকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যথোচিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। ৪) এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি শ্রেষ্ঠ সংকলন।[২৩]

আল-ামা আবুল মা'আলী (রহ.)[২৪] তার 'আল-বুরহান ফী মুশকিলাতিল কুরআন' গ্রন্থে কুরআন মাজীদের ৫৫টি নাম তুলে ধরেছেন।[২৫] কোন কোন আলিম কুরআনের নাম ৯০-এর অধিক বলেছেন।

---

২০ ড. মুহাম্মদ শফিকুল াহ, *উলূমুল কুরআন* (রাজশাহী): আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২য় মুদ্রণ ২০০২খ্রি.), পৃ. ১১।

২১ আল-কুরআন, *সূরা আল-কাহাফ*, আয়াত: ১০৯।

২২ আহমদ মোল া জিওন, *নুর"ল আনওয়ার*, পৃ. ৩০।

২৩ মাজদুদ্দীন আল-ফিরোজাবাদী, *বাসাইর"যাবিত তাময়ীয ফী লাতাইফি কিতাবিল আযীম*, খ". ৪, পৃ. ২৬৩।

২৪ তার পূর্ণ নাম আযীযী ইবন আব্দুল মালিক এবং উপনাম আবুল মা'আলী, উপাধি- শাইযানলাহ্। তিনি হিজরী ৫ম শতকের শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী একজন বিজ্ঞ আলিম। তিনি ৪৯৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। আল ামা যারকাশী এবং সুয়ূতী (রহ.) অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার রচিত গ্রন্থ *আল-বুরহান* ফী মুশকিলাতিল কুরআন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তবে এ সকল আলিমগণ কুরআনের সিফাত (গুণবাচক) নামকেও তার নাম হিসেবে গণনা করেছেন। ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী তাঁর 'তাফসীর জামিউল বায়ান'-এ কুরআনের চারটি নাম উলে-খ করেছেন।[২৬]

যথা– القران، الفرقان، الكتاب، الذكر। তবে প্রকৃতপক্ষে কুরআনের নাম পাঁচটি।[২৭] যার শেষটি হলো: التنزيل।

১) القران: আল-াহ তা'আলা বলেন,

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۚ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ

আমি আপনার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, ওহীর মাধ্যমে আপনার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করে; যদিও এর আগে আপনি ছিলেন অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।[২৮]

২) الفرقان: আল-াহ তা'আলা বলেন,

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا

কত মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরক্বান অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।[২৯]

৩) الكتاب: আল-াহ তা'আলা বলেন,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

এটি সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই।[৩০]

৪) الذكر: আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ اِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ

এবং নিশ্চয়ই কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য সদুপদেশ।[৩১]

---

২৫ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, (কায়রো: মাতবাআ হিজাবী, ১৩৬৮ হি.), খ. ১, পৃ. ৫১।
২৬ *আল-কুরআন বিশ্বকোষ*, পৃ. ২।
২৭ মুফতী তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, অনুবাদ মুফতী হায়াত মাহমুদ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৮খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২১।
২৮ আল-কুরআন, *সূরা ইউসুফ*, আয়াত: ৩।
২৯ আল-কুরআন, *সূরা ফুরক্বান*, আয়াত: ১।
৩০ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ২।
৩১ আল-কুরআন, *সূরা যুখরুফ*, আয়াত: ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫) التنزيل: আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হতে অবতীর্ণ।[৩২]

কুরআনের সূরা ও আয়াতঃ

কুরআনুল কারীম সকল স্তরের মানুষের পথপ্রদর্শক। একজন আল-াহর পথে আহ্বানকারীর জন্য কুরআনের সূরা ও আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অতীব জর"রি। কুরআনের সূরাসমূহের মধ্যে কোনটি মাক্কী, কোনটি মাদানী জানা যেমন অপরিহার্য, তেমনি কোন কোন আয়াত নাসিখ-মানসুখ সেটিও জর"রি। আবদুল-াহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন,

والله الذى لا اله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وانا اعلم أين نزلت ولا نزلت اٰية من كتاب الله إلا وانا أعلم فيم نزلت. ولو أعلم ان أحداً اعلم منى بكتاب الله تبلغه الابل لركبت اليه.

অর্থাৎ সেই আল-াহর শপথ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আল-াহর কিতাবের এমন কোন আয়াত নাযিল হয়নি যা আমি জানি না, যে সেটি কোথায় নাযিল হয়েছে এবং কোথায় হয়নি। আর আল-াহর কিতাবের কোন আয়াত নাযিল হয়নি, তবে আমি জানি তা কি ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আমি যদি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতাম যিনি আল-াহর কিতাব সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন আর উষ্ট্রের উপর সওয়ার হয়ে তার নিকট পৌঁছা যাবে, তবে অবশ্যই আমি তার নিকট সফর করতাম।[৩৩]

কুরআনুল কারীমের সূরার সংখ্যা ১১৪টি তার মধ্যে ৮৬টি মাক্কী ও ২৮টি মাদানী।[৩৪] আবুল কাসিম হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাবীব নাইসাপুরী তাঁর التنبيه على فضل علوم القران গ্রন্থে বলেন,[৩৫]

من أشرف علوم القرآن: علم نزوله وجهاته، وترتيب ما نزل بمكة ابتداء ووسطا وانتهاء، وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك، ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أهل مكة، ثم يشبه نزول المكي، ثم ما نزل بالجحفة، وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، ثم ما نزل ليلا وما نزل نهارًا، وما نزل مشيعا وما نزل مفردا، ثم الآيات المدنيات في السور المكية، والآيات المكية في السور المدنية، ثم ما حمل من

৩২ আল-কুরআন, *সূরা শু'আরা*, আয়াত: ১৯২।
৩৩ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, উদ্ধৃতি: মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৫৯।
৩৪ আল□ামা যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, খ". ১, পৃ. ১৯৩-১৯৪।
৩৫ তদেব, পৃ. ২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، ثم ما نزل مجملا، وما نزل مفسرًا، وما نزل مرموزًا. ثم ما اختلفوا فيه. فقال بعضهم مدنى.

অর্থাৎ উলূমুল কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে–

১. তার অবতরণ ও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকের জ্ঞান, যেমন– মাক্কী জীবনের সূচনালগ্নে, মধ্যম স্তরে ও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ অংশের পর্যায়ক্রমিক সন্নিবেশ

২. মদীনার এমন স্তরসমূহের অবতীর্ণ অংশের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ

৩. মক্কায় অবতীর্ণ কিন্তু মাদানী হুকুম সম্বলিত

৪. মদীনায় অবতীর্ণ কিন্তু মাক্কী হুকুম সম্বলিত

৫. মক্কায় মদীনাবাসীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ

৬. মক্কাবাসীদের সম্পর্কে মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত

৭. মদীনায় মাক্কী আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের অবতরণ

৮. মক্কায় মাদানী আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের অবতরণ

৯. জুহফা

১০. বাইতুল মুক্বাদ্দাস

১১. তাইফ

১২. হুদাইবিয়াতে অবতীর্ণ আয়াত

১৩. রাতের বেলায়

১৪. দিবাভাগে অবতীর্ণ আয়াত

১৫. নাযিলের সময় ফেরেশতাম"লী কর্তৃক বেষ্টিত অবস্থায়

১৬. একাকীভাবে অবতীর্ণ আয়াত

১৭. মাক্কী সূরাসমূহে মাদানী আয়াতসমূহ

১৮. মাদানী আয়াতসমূহে মাক্কী আয়াতসমূহ

১৯. মক্কা থেকে মদীনায় বহনকৃত

২০. মদীনা থেকে মক্কায় বহনকৃত

২১. মদীনা থেকে আবিসিনিয়ায় বহনকৃত

২২. মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত আয়াত

২৩. বিস্তারিত হুকুম সম্বলিত

২৪. ইঙ্গিতবহ আয়াত

Dhaka University Institutional Repository

২৫. অবতরণের স্থান সম্পর্কিত জ্ঞান।

যে ব্যক্তি এই পঁচিশটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না এবং এগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম নয়, আল-াহ তা'আলার কিতাব সম্পর্কে তার কথা বলা অবৈধ। সম্পূর্ণ কুরআনে ত্রিশ পারা, ১১৪টি সূরা, সাতটি মনযিল, ১৪টি সিজদা এবং হযরত আলী ও আবদুল-াহ ইবন মাসউদের মতে ৬২১৮টি আয়াত রয়েছে। তবে আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ আছে। এ মতভেদের কারণ, রাসূল + কোন কোন সময় কিছু কিছু আয়াত শেষে থামতেন, আবার কখনো মিলিয়ে পড়তেন। তাই কেউ সে সব আয়াতকে পৃথক ধরেছেন আবার কেউ কেউ মিলিয়ে হিসাব করেছেন, ফলে আয়াতের সংখ্যায় তারতম্য ঘটেছে। তাবিঈন, তাবে তাবিঈন ও অন্যান্য আলিম পবিত্র কুরআনে ৭৭,৭৩৭টি শব্দ এবং ৩,২৩,৬৭১টি বর্ণ রয়েছে বলে উলে-খ করেছেন। যেমন কুরআনে ওয়াদা সম্পর্কিত আয়াত ১০০০, সতর্কীকরণ ও শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত ১০০০, নিষেধসূচক আয়াত ১০০০, আদেশসূচক আয়াত ১০০০, উপমাসূচক আয়াত ১০০০, কাহিনীমূলক আয়াত ১০০০, হালাল সংক্রান্ত আয়াত ২৫০, হারাম সংক্রান্ত আয়াত ২৫০, তাসবীহ সংক্রান্ত ১০০ এবং রহিত (মানসুখ) আয়াতক সংখ্যা ৬৬টি।[৩৬]

কুরআনে বিক্ষিপ্ত বর্ণসমূহ (حروف المقطعات):

পবিত্র কুরআন মুক্বাত্তা'আত বর্ণমালার ব্যবহার একটি খুবই গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়। حروف المقطعات-এর অপর নাম حروف المتشابهات বা অস্পষ্ট তাৎপর্যমূলক বর্ণমালাও বলা যেতে পারে। বিভিন্ন সূরার শুর"তে যে সব মুক্বাত্তা'আত বর্ণমালার উলে-খ রয়েছে সেগুলো হলো:

الٓمٓ. الٓمٓصٓ . الٓرٰ. الٓمٓرٰ. كٓهٰيٰعٓصٓ. طٰهٰ . طٰسٓمٓ . طٰسٓ. يٰسٓ . صٓ. حٰمٓ . عٓسٓقٓ . قٓ. نٓ.

এগুলিতে মোট ১৪টি বর্ণমালা রয়েছে। ঊনত্রিশটি সূরার শুর"তে এসব مقطعات বর্ণমালার উলে-খ রয়েছে। ك ও ن বর্ণটি একবার,

ع .ى .০ .ق বর্ণ দুইবার, ص বর্ণ তিনবার, ط বর্ণ চারবার, س বর্ণ পাঁচবার, ر বর্ণ ছয়বার, ح বর্ণ সাতবার, ل বর্ণ তেরবার, م বর্ণ মোট সতেরবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ সবের কি উদ্দেশ্য এবং মর্মার্থ আল-াহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানতেন। তবে নিম্নে এসব কয়েকটি মত তুলে ধরা হলো:

৩৬ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ". ১, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

১. حروف المقطعات দ্বারা রাসূল +-এর বিরুদ্ধবাদীদেরকে পরোক্ষভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যে, তোমরা কুরআনকে আল-াহর কালামরূপে স্বীকার কর না বরং একে রাসূল +-এর স্বরচিত বলে মনে কর। তোমাদের মধ্যে তো অনেক ভাষাবিদ, পণ্ডিত ও কবি সাহিত্যিক রয়েছে, তোমাদের মতে কুরআন যদি রাসূল +-এর চিন্তাপ্রসূত নিজস্ব রচনা হয়ে থাকে, তাহলে কুরআনের অনুরূপ বাক্য গঠন করে দেখাও। কেননা কুরআনের বাক্যগুলোতে ম، ل ইত্যাদি বর্ণমালার সমন্বয়ে গঠিত। আর তোমরা তো অহরহরই তোমাদের কথাবার্তায় এসব বর্ণ ব্যবহার করছো। রাসূল + যদি এরূপ বাক্য ব্যবহার করতে পারেন তাহলে তোমরা পারবে না কেন?

২. حروف المقطعات আল-াহর সম্মানসূচক নাম। যেমন– نٓ . حٰمٓ .الٓمّٓرٰ. ইত্যাদি পৃথক বর্ণমালা। এগুলি যদি একটির সাথে অপরটি সংযুক্ত করা হয় তবে الرحمٰن শব্দ গঠিত হয়, যা আল-াহর একটি গুণবাচক নাম।

৩. এসব বর্ণমালা এক একটি বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন– الٓمّٓ সম্পূর্ণ বাক্য ان الله اعلم যখন বলা হয় যে, الٓمّٓ. ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ তখন এর অর্থ দাড়ায়

اِنَّا اللهُ اَعْلَمُ. ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

আমি সর্বজ্ঞ আল-াহ ঘোষণা করছি, এ গ্রন্থের সত্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

৪. এসব বর্ণমালা রাসূল +-এর সত্যতার সমর্থক। কুরআন রূপে তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে অপূর্ব ভাণ্ডার প্রদান করা হয়েছে তা এসব বর্ণমালার সমন্বয়ে গঠিত। এছাড়া ক্বিরাআত, তাজবীদ ও মাখরাজের বিচারেও এসব বর্ণমালার মাহাত্ম্য ও রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। অধিকন্তু উলূমে কুরআনে সুবিজ্ঞ আলিমগণ সূরার বিষয়বস্তুর সাথে বর্ণমালাগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন।[৩৭]

সাত হরফে কুরআন নাযিল (سبعة احرف): বা সপ্তপ্রকরণ বা ক্বিরাআত। আল-কুরআনের আলোচনা প্রসঙ্গে سبعة احرف একটি উলে-খযোগ্য বিষয়। রাসূল + বলেন,

ان هذا القران انزل على سبعة احرف. فاقرؤوا ما تيسر منها.

৩৭ আল□ামা যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, খণ্ড. ১, পৃ. ১৬৮-১৭৭।

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হয়েছে। তোমাদের নিকট যেটি সহজ বলে মনে হয় সেটি অনুসারেই পাঠ কর।[৩৮]

অতএব প্রশ্ন উঠে, এই সাত হরফ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এ সম্পর্কে আলিমগণের অভিমত তুলে ধরা হলো:

১. পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় আরব দেশে আরবী ভাষায় বিশুদ্ধতা ও অলংকার শাস্ত্রে সাতটি গোত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। যে গোত্রগুলো হলো– ১) কুরাইশ ২) বানূ সাদ ৩) বানূ আযদ ৪) বানূ তামীম। এ গোত্রগুলোর আরবী শব্দসমূহের উচ্চারণভঙ্গি ও পঠনরীতি সঠিক বলে গ্রহণ করা হবে।

২. সাহাবাদের মধ্যে সাতজন ক্বারী– বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুরআন তিলাওয়াতে উক্ত সাতজন ক্বারী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাদের ক্বিরাআত ও পঠনরীতিকে আদর্শ হিসাবে মনে করা হতো। তারা হলেন: ১) হযরত উসমান ইবন আফ্ফান ২) আলী ইবন আবূ তালিব ৩) উবাই ইবন কাব ৪) আবদুল-াহ ইবন মাসঊদ ৫) যায়দ ইবন সাবিত ৬) আবূ মূসা আল-আশ'আরী ৭. আবূ-দারদা (রা.) রাসূল +-এর উক্তি "সাবআতু আ'হর"ফিন" দ্বারা উক্ত সাতজন সাহাবী ক্বারীর ক্বিরাআত বুঝানো হয়েছে।

৩. سبعة احرف-এর একটি ব্যাখ্যা এও দেয়া হয় যে, পবিত্র কুরআনে সাত প্রকার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেমন– (১) আদেশ (২) তিরস্কার (৩) ধর্মীয় অনুপ্রেরণা (৪) সতর্কীকরণ (৫) বির"দ্ধ মতবাদ খ"ন (৬) ঐতিহাসিক কাহিনী (৭) উপমা।

৪. আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় সাতটি। (১) অসৎ কর্মের ভৎর্সনা (২) সৎকাজের আদেশ (৩) হালাল (৪) হারাম (৫) সুস্পষ্ট অর্থ জ্ঞাপক (৬) অস্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক (৭) উপমা।

৫. পবিত্র কুরআনে যেসব বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি সাতটি। আর سبعة احرف দ্বারা এ বিষয়সমূহ বুঝানো হয়েছে। (১) ঐতিহাসিক কাহিনী ও ঘটনাবলী (২) তাওহীদ (৩) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা (৪) নির্দেশাবলী (৫) নিষেধাবলী (৬) ইবাদাত (৭) পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।[৩৯]

---

৩৮ আবু আবদুল াহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, উদ্ধৃতি: *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ১৬৪।
৩৯ আবু আবদুল াহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, উদ্ধৃতি: *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ১৬৫-১৭৫।

৬. আল-কুরআনের মানযিল (منزل): পবিত্র কুরআনে ১১৪টি সূরায় মোট ৭টি মানযিল রয়েছে। প্রথম মানযিলে ৩টি সূরা, যথা– সূরা বাক্বারা, আলে ইমরান ও নিসা। দ্বিতীয় মানযিলে পাঁচটি সূরা, যথা– সূরা আল-মায়িদা, আল-আন'আম, আল-আ'রাফ, আল-আনফাল, আত-তাওবা। তৃতীয় মানযিলে ৭টি সূরা, যথা– সূরা ইউনুস, ইউসুফ, আর-রা'দ, ইবরাহীম, আল-'হিজর, আন-নাহল। চতুর্থ মানযিলে ৯টি সূরা, যথা– সূরা বানী ইসরাঈল, আল-কাহফ, মারইয়াম, ত্ব-হা, আল-আম্বিয়া, আল-'হাজ্জ, আল-মুমিনূন, আন-নূর, আল-ফুরক্বান। পঞ্চম মানযিলে সূরার সংখ্যা ১১টি, যথা– সূরা আশ-শু'আরা, আন-নামল, আল-ক্বাসাস, আল-'আনকাবূত, আর-রূম, লুক্বমান, আস-সাজদা, আল-আ'হযাব, সাবা, ফাতির ও ইয়াসীন। ষষ্ঠ মানযিলে সূরার সংখ্যা ১৩টি, যথা– সূরা আস-সফ্ফাত, স-দ, আয-যুমার, আল-মুমিন, 'হা-মীম আস-সাজদা, আশ-শূরা, আয-যুখরুফ, আদ-দুখান, আল-জাসিয়া, আল-আ'হক্বাফ, মু'হাম্মাদ, আল-ফাত'হ ও সূরা হুজরাত। সূরা কাফ থেকে আল-কুরআনের সর্বশেষ সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো সপ্তম মানযিলের অন্তর্ভুক্ত। এ সূরাসমূহকে مفصل বলা হয়ে থাকে।

উলি-খিত বর্ণনা দ্বারা আল-কুরআনের সাতটি মানযিলের প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূল +-এর সময় কুরআনের যেমন বিন্যাস ছিল আজও ঠিক একই বিন্যাস বিদ্যমান রয়েছে। সে সময় সাহাবীগণ কুরআন পাঠে এ ক্রমধারাই অনুসরণ করতেন। হযরত আওস ইবন হুযাইফা একজন সাহাবী ছিলেন। তাবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরীর রামাদান মাসে তাইফ থেকে সাকীফ গোত্রের যে প্রতিনিধি দল মদীনায় এসেছিলেন, তিনি সে দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসূল + প্রতিরাতে তাদের কাছে আসতেন এবং আলাপ-আলোচনা করতেন। কিছুদিন মদীনায় অবস্থানের পর দলটি আবার তাইফে ফিরে যায়। রাসূল +-এর জীবদ্দশায় আওস ইবন হুযাইফা (রা.) আর মদীনায় আগমন করতে পারেন নি। রাসূল +-এর জীবদ্দশায় মদীনায় অবস্থানের সময়ই তিনি সাহাবীদের নিকট থেকে কুরআনের মানযিল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন।[৪০]

আল-কুরআনের ফযীলত:

আল-কুরআন আল-াহ তা'আলার অবতীর্ণ অতি মাহাত্ম্যপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা বড় ফযীলত এই যে, এটা নাযিলের উদ্দেশ্য মানুষের অন্তরের দৃঢ়তা, চিন্তা-ভাবনা, স্থিরতা এবং হিদায়াতের সুসংবাদ দ্বারা মানুষকে উপকৃত করে। আল-াহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

৪০ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ বলুন, আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছে– যারা মুমিন, তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং পথনির্দেশ ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদের জন্য।[৪১]

কুরআনের একটি ফযীলত হচ্ছে যে, চিন্তা-গবেষণা এবং সাহিত্যের বিচারেও আল-কুরআন অনুত্তম বিষয়সমূহের একটি মহত্তম সংকলন এবং এর তিলাওয়াতের প্রভাব এতই গভীর যে, এর দ্বারা সরাসরি আল-াহর সাথে মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের হৃদয়-মন জাগ্রত হয় এবং অন্তরে আল-াহর প্রেমও উদয় হয়।

যেমন আল-াহ বলেন,

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ

অর্থাৎ আল-াহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব– যা সুসমঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তার প্রতিপালকে ভয় করে তাদের গা রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আল-াহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে; এটাই আল-াহর পথ-নির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। আল-াহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।[৪২]

আল-কুরআনের একটি উলে-খযোগ্য ফযীলত এই যে, কিতাবীদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ছিল তারা কুরআন শ্রবণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আল-াহর উদ্দেশ্য মাথা নত করে। কুরআন পাঠে তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে এবং তাদের মধ্যে গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।

আল-াহ বলেন,

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَ يَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾

৪১ *সূরা নাহল*, আয়াত: ১০২।
৪২ *সূরা যুমার*, আয়াত: ২৩।

অর্থাৎ বলুন, তোমরা কুরআন বিশ্বাস কর বা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটি পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।[৪৩]

আল-াহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে কুরআনের অসংখ্য ফযীলতের বর্ণনা দিয়েছেন এবং এটিকে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও বড় ইবাদাত বলে উলে-খ করেছেন।

যেমন আল-াহ বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٣٠﴾

অর্থাৎ যারা আল-াহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই। এজন্য যে, আল-াহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফলন দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশি দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও গুনগ্রাহী।[৪৪]

আল-কুরআন মানব ইতিহাসে প্রতিটি যুগের ও কালের এবং অনাগত ভবিষ্যতের হিদায়াতকারী। তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ কুরআন পথ দেখায়।[৪৫]

রাসূল + বলেন,

عن ابى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذى يقرأ القران ويعمل به كما لاترجه طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذى لا يقرأ القران ويعمل به كما لتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ القران كما لريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذى يا يقرأ القران كما لحنظلة طعمها مراو خبيث وريحها من.

হযরত আবূ মূসা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম + বলেছেন, ঐ মুমিন যে কুরআন অধ্যায়ন করে এবং সে অনুসারে আমল করে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ লেবুর মতো যা খেতেও সুস্বাদু এবং যার ঘ্রাণও মন মাতানো সুগন্ধিযুক্ত। আর ঐ মুমিন যে, কুরআন অধ্যয়ন করে না কিন্তু কুরআন অনুযায়ী আমল

৪৩ *সূরা বনী ইসরাঈল*, আয়াত: ১০৭-১০৯।
৪৪ *সূরা ফাতির*, আয়াত: ২৯-৩০।
৪৫ ড. মুহাম্মদ শফিকুল াহ, *উলূমুল কুরআন* (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২য় মুদ্রণ ২০০২খ্রি.), পৃ. ৩।

করে তার উপমা হচ্ছে ঐ খেজুরের ন্যায়, যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু কোন সুগন্ধ নেই। আর ঐ সব মুনাফিক যারা কুরআন পাঠ করে (অথচ আমল করে না) তাদের উপমা হচ্ছে ঐ রায়হানার (এক ধরনের সুগন্ধিযুক্ত গুল্ম) ন্যায়, যার মন মাতানো সুগন্ধি আছে অথচ খেতে একেবারে বিস্বাদ। আর ঐ মুনাফিক যে কুরআনের তিলাওয়াত করে না তার উপমা হচ্ছে ঐ হাঞ্জালা (মাকাল জাতীয় ফল) ফলের ন্যায় যা খেতেও বিস্বাদ এবং দুর্গন্ধযুক্ত।[৪৬]

যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে এত বিভোর থাকে যে, আল-াহর কাছে নিজের জন্য কোন কিছু প্রার্থনা করারও অবকাশ ঘটে না। তাহলে আল-াহ নিজেই তার উপর খুশি হয়ে তাকে সে সব জিনিস দান করেন, যার জন্য সে আল-াহর কাছে প্রার্থনা করতো। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল + বলেন,

يقول الرب عز وجل: من شغله القران وذكرى عن مسئلتى اعطيته افضل ما احطى السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.

অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত ও আমার স্মরণে এত গভীরভাবে বিভোর থাকে যে, আমার কাছে কোন কিছুর প্রার্থনা জানাতে অবকাশ পায় না, তাহলে তাকে আমি সকল প্রার্থীদের অপেক্ষা বেশি দান করি। সকল কালামের উপর আল-াহর কালামের ফযীলত এত অধিক, যত অধিক ফযীলত সকল সৃষ্টিজীবের উপর আল-াহর।[৪৭]

কুরআন তিলাওয়াত মহা সওয়াবের কাজ। এর এক একটি অক্ষর পাঠ করলে দশটি করে সাওয়াব পাওয়া যায়। একটি আয়াত পাঠ করলে অধিক নেকীর অধিকারী হওয়া যায়।

যেমন হাদীসে এসেছে,

عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى صفة فقال: أيُّكم يُحبُّ أن يغدو كلَّ يومٍ إلى بطحان، أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثمٍ ولا قطيعة رحمٍ؟ فقلنا: يا رسول الله، نُحبُّ ذلك. قال: أفلا يغدو أحدُكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خيرٌ له من ناقتين، وثلاثٌ خيرٌ له من ثلاثٍ، وأربعٌ خيرٌ له من أربعٍ، ومن أعدادهنَّ من الإبل

৪৬ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, (করাচী: কারিখানাত তিজারাতু কুতুব, ১৩৮১হি./১৯৬১খ্রি.), ১ম খ, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৭৫৭।

৪৭ আবূ ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনান তিরমিযী*, *আবওয়াবু সাওয়াবিল কুরআন*, সবশেষ হাদীস, উদ্ধৃতি: *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ইফা, খ. ১, পৃ. ২৫।

উকবা ইবন আমির (রা.) বলেন: আমরা একদিন সুফ্ফায় ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূল + বের হয়ে আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, অতি প্রত্যুষে বুহতান অথবা আকীক বাজারে যাওয়া পছন্দ করে, সেখান থেকে কোন পাপাচার কিংবা সম্প্রীতি নষ্ট না করে উচ্চ কুজ বিশিষ্ট দুটি উট নিয়ে আসবে? সাহাবীগণ আরয করেন, আমাদের সবাই তা পছন্দ করি। রাসূল + বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অতি প্রত্যুষে মসজিদে গমন করে আল-কুরআনের দুটি আয়াত পাঠ করে অথবা অপরকে শিক্ষা দেয় তাহলে এটা তার জন্য দুটি উটের চেয়ে উত্তম, তিন আয়াত পাঠ করলে তিনটি উট, চার আয়াত পাঠ করলে চারটি উটের চেয়ে উত্তম। এভাবে পঠিত আয়াতের বৃদ্ধির সাথে সাথে উটের সংখ্যাও বাড়তে থাকে।[৪৮]

কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত, অর্থ ও ভাব উপলব্ধি এবং তার উপর আমল করার ফযীলত সম্পর্কে রাসূল +-এর বহু হাদীস রয়েছে। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ কুরআনকে কেন্দ্র করে বহু বিষয়ের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। এ সকল বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে উলূমুল কুরআন।[৪৯]

৪৮ মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নাইসাবুরী, *সহীহ মুসলিম* (লাহোর: শায়খ গোলাম আলী আইনাদ সানজী পাবলিশার, তা.বি), খ. ১ম, পৃ. ২৯০।

৪৯ ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ৫।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনুল কারীম-এর অবতরণ, সংকলন ও সংরক্ষণ

রাসূল +-এর উপর এবং কুরআনের উপর ঈমান অনেকাংশে নুযুলুল কুরআনকে মেনে নেওয়ার উপর নির্ভরশীল। সৃষ্টির সূচনা থেকেই এ কুরআন লাওহে মাহফূজে সংরক্ষিত। প্রথম পর্যায়ে কুরআন লাওহে মাহফূজ থেকে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান বাইতুল ইয্যতে, এরপর রাসূল +-এর নবুওয়তী ২৩ বছর যাবৎ ধীরে ধীরে নাযিল হয়ে এর পূর্ণতা পেয়েছে। আল-াহ তা'আলা বলেন,[৫০]

وَ قُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّ نَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾

অর্থাৎ আমি কুরআনকে খন্ড খন্ড করে অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের কাছে তা আস্তে আস্তে পাঠ করেন এবং আমি একে অল্প অল্প করে ক্রমান্বয়ে নাযিল করেছি।

কুরআন কারীমে انزال (ইনযাল) ও تنزيل (তানযীল) এ দুটি শব্দের ব্যবহার এসেছে। প্রথমটির অর্থ হচ্ছে– সমগ্রকে একই সাথে নাযিল করা, আর تنزيل-এর অর্থ হলো– ক্রমান্বয়ে নাযিল করা। সুতরাং প্রথম শব্দটির উদ্দেশ্য যে, কুরআন লাওহে মাহফূজ থেকে দুনিয়ার আসমানে এবং দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য হলো– দুনিয়ার আসমান থেকে ধীরে ধীরে মুহাম্মাদ +-এর উপর নবুওয়তী জীবনে প্রয়োজন অনুসারে নাযিল হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ের অবতরণ; প্রথম পর্যায়ে লাইলাতুল ক্বদরে পূর্ণ কুরআন একসাথে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয়।

আল-াহ বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ

অর্থাৎ রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্য পথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।[৫১]

আল-াহ আরো বলেন,

---

৫০ আল-কুরআন, *সূরা বনী ইসরাঈল*, আয়াত: ১০৬।
৫১ *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ১৮৫।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ﴿٣﴾

অর্থাৎ আমি একে নাযিল করেছি শবে ক্বদর রাতে।[৫২]

উপরোক্ত দুটি দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কুরআন মাজীদ রমযান মাসে এবং সেটি লাইলাতুল ক্বদরে নাযিল হয়েছে। আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

انزل القران جملة واحدة الى سماء الدنيا ليلة القدر. ثم انزل بعد ذالك فى عشرين سنة. ثم قرأ: ولا يأتونك بمثل الا جئنك بالحق واحسن تفسيرًا. وقرانا فرقنه لتقراه على الناس على مكث ونزلنه تنزيلا.

সম্পূর্ণ কুরআন এক সাথে লাইলাতুল ক্বদরে দুনিয়ার আকাশে নাযিল করা হয়েছে। এরপর তা বিশ বছরে নাযিল করা হয়েছে। ইবন আব্বাস (রা.) অতঃপর পাঠ করেন তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খ- খ-ভাবে, যাতে আপনি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পারেন ক্রমে ক্রমে, আর আমি তা ক্রমশ অবতীর্ণ করেছি।[৫৩]

হযরত আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) হতে এ বিষয়ে আরও তিনটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসগুলো হলো:

عن ابن عباس قال انزل القران ليلة القدر فى شهر رمضان الى سماء الدنيا جملة واحدة ثم انزل نجوما. اخرجه الطبرني.

১. ইমাম তাবরানী স্বীয় সনদে আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কুরআন রমযান মাসে লাইলাতুল ক্বদরে একত্রিতভাবে দুনিয়ার আসমানে নাযিল হয়। অতঃপর তা খ-াকারে নাযিল করা হয়।[৫৪]

২. হাকিম স্বীয় সনদের মাধ্যমে ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন,

عن ابن عباس ؓ قال فصل القران من الذكر فوضع فى بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبى ﷺ.

৫২ *সূরা আল-ক্বাদর*, আয়াত: ১।
৫৩ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান*, ১ম খ-, পৃ. ৪০।
৫৪ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান*, ১ম খ-, পৃ. ৪০।

ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, কুরআনের উপদেশ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর ওটাকে দুনিয়ার আসমানে বাইতুল ইয্যাহ নামক স্থানে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে জিবরাঈল (আ.) নবী কারীম +-এর উপর অবতীর্ণ করতে থাকেন।[৫৫]

৩. বাইহাকী ও হাকিম নিজ সনদে ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন,

عن ابن عباس ؓ قال انزل القران فى ليلة القدر جملة واحدة الى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله ينزله على رسوله ﷺ بعضه فى اثر بعض. اخرجه الحاكم والبيهقى.

ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, পূর্ণ কুরআন একত্রিতভাবে দুনিয়ার আসমানে নাযিল করা হয়। এ অবতরণ প্রক্রিয়া ছিল মাওয়াকি নুজুম-এর ন্যায়। অতঃপর আল-াহ স্বীয় নবীর উপর এর একটি অংশ অপর অংশের পর নাযিল করতে থাকেন।[৫৬] আল-ামা সুয়ূতী হাদীসগুলো বর্ণনা করে বলেন, এ হাদীসগুলোর সনদ বিশুদ্ধ। তিনি আরো বলেন, এগুলো মাওকুফ হাদীস। তবে এগুলো মারফু হাদীসের হুকুম বহন করে। কারণ সাহাবী থেকে বর্ণিত যে হাদীসে ব্যক্তিগত মতামতের অবকাশ নেই এবং ইসরাঈলে বর্ণনা গ্রহণে প্রসিদ্ধও নন, তার হাদীস মারফুর হুকুম রাখে। কুরআন মাজীদ বাইতুল ইয্যাতে নাযিল হওয়ার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে একটি গায়েব বিষয়। এটা রাসূল + থেকে জানা ছাড়া কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আর ইবন আব্বাস (রা.) ইসরাঈলী বর্ণনা গ্রহণ করতেন না। কাজেই তার বর্ণিত হাদীস একটি স্পষ্ট দলীল।[৫৭] কুরআন নাযিলের পদ্ধতি আল-াহ তা'আলার রহস্যের বিষয়। এর মাঝে আর কি কি রহস্য রয়েছে তার সঠিক তথ্য তিনিই জানেন। এ ব্যাপারে গবেষণা করাও আমাদের প্রয়োজন নেই। তবে আমরা এতটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি যে, এই কুরআন প্রথম পর্যায়ে, লাওহে মাহফূজ থেকে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশ বাইতুল ইয্যতে রমযান মাসে বরকতপূর্ণ ক্বদরের রজনীতে নাযিল করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল-ামা কুরতুবী (রহ.) আলিমগণের ইজমা বর্ণনা করেছেন।[৫৮] প্রথম আকাশে সমগ্র কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ছিল ফিরিশতাগণের নিকট বনী আদমের মর্যাদা প্রকাশ করা এবং তাদের প্রতি আল-াহর বিশেষ দয়া ও কর"ণার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। আর এ কারণেই সূরা আল-আন'আম অবতীর্ণের সময় আল-াহ ৭০ হাজার ফিরিশতাকে এ সূরার সম্মান প্রদর্শনার্থে একে নিয়ে যমীনে আসার হুকুম দেন।[৫৯]

---

৫৫ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান*, ১ম খ", পৃ. ৪০।
৫৬ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী, *আত-তিবয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৩২-৩৩।
৫৭ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী, *আত-তিবয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৩২-৩৩।
৫৮ *আত-তিবয়ান*, পৃ. ৩৩।
৫৯ *আল-ইতকান*, খ" ১ম, পৃ. ৪১।

ইমাম ফখর—দ্দীন রাযী (রহ.) বলেন, কুরআন বিশটি অথবা তেইশটি অথবা পঁচিশটি লাইলাতুল ক্বদরে নাযিল হয়েছে। প্রত্যেক লাইলাতুল ক্বদরে ওই পরিমাণ কুরআনের অংশ নাযিল হয়, যা সে বছর খ—াকারে নাযিল হতে থাকে।[৬০]

অতএব প্রথম আসমানে পূর্ণ কুরআন একত্রিতভাবে নাযিল করা আল-াহ তা'আলার একান্তই নিজস্ব হিকমতের বিষয়।

কুরআনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অবতরণ:

কুরআনুল কারীম পর্যায়ক্রমিক অবতরণ শর— হওয়ার সময় রাসূল +-এর বয়স ছিল ৪০ বছর। এর অবতরণ শুর— হয়েছিল লাইলাতুল ক্বদরে, যেটা ছিল বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার তারিখ।[৬১] আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ مَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ

আর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যে দিন সম্মুখীন হয়েছিল উভয় সেনাদল।[৬২] দ্বিতীয় পর্যায়ে কুরআনুল কারীম দুনিয়ার আসমান থেকে মুহাম্মাদ +-এর নবুওয়তী ২৩ বছরের জীবনে অল্প অল্প করে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে।

আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۛ ۚ كَذٰلِكَ ۛ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿۳۲﴾

অর্থাৎ কাফিররা বলে, এ ব্যক্তির উপর সমস্ত কুরআন একসাথে নাযিল করা হলো না কেন? হ্যাঁ এরূপ করা হয়েছে এজন্য যে, আমরা ওটাকে খুব ভালভাবে তোমার মন-মগজে বদ্ধমূল করছিলাম, আর এ উদ্দেশ্যেই আমরা ওটাকে ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।[৬৩]

উপরোক্ত আয়াত থেকে দুটি জিনিস প্রমাণিত হয় ১) কুরআন নবী করীম +-এর উপর খ—াকারে অবতীর্ণ হয়। ২) কুরআনের পূর্বে সকল আসমানী কিতাব একত্রিতভাবে অবতীর্ণ হয়। কারণ তারা

৬০ *আল-ইতকান*, খ— ১ম, পৃ. ৪১।
৬১ আল□ামা মুফতী তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন* (অনূদিত), পৃ. ৪৭।
৬২ *সূরা আনফাল*, আয়াত: ৪১।
৬৩ *সূরা ফুরক্বান*, আয়াত: ৩২।

দাবী করেছে যে, পূর্ববর্তী সকল কিতাব একসাথে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

قالت اليهود يا ابا القاسم لولا انزل هذ القران جملة واحدة كما انزلت التوراة على موسٰى.

একদা ইহুদীরা বলল, হে আবুল কাসেম! এ কুরআন কেন একত্রিতভাবে নাযিল করা হয়নি? যেমন তাওরাত মূসা (আ.)-এর উপর একত্রিতভাবে নাযিল করা হয়েছে।[৬৪]

আল-াহ তাদের এক দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেননি বরং কুরআনকে খ-াকারে নাযিল করার হিকমত বর্ণনা করে তিনি তাদের জবাব দিয়েছেন।

অপরাপর আসমানী কিতাবও যদি কুরআনের মতো খ-াকারে অবতীর্ণ হতো তবে তিনি তাদের দাবীকে অবশ্যই মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেন এবং ঘোষণা করতেন যে, কুরআনের পূর্বে নবীদের উপর অন্যান্য গ্রন্থও খ-াকারে নাযিল করাই ছিল আল-াহর অনুসৃত নীতি ও অবধারিত পদ্ধতি।[৬৫]

খ-াকারে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার হিকমত (حكمة نزول القران منجمًا): কুরআনুল কারীম খ- খ-ভাবে অবতীর্ণ হওয়ার রহস্য বা হিকমত সম্পর্কে আল-াহই সর্বাধিক জ্ঞাত। তবে আমরা কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে যে সমস্ত কারণ থাকার সম্ভাব্যতা রয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. **تثبيت فؤاد رسول বা রাসূল +-এর মনকে শান্ত রাখা:** রাসূল +-এর উপর মুশরিকদের নানামুখী ষড়যন্ত্র, উৎপীড়ন, নিপীড়ন, নির্যাতনের কারণে রাসূল +-এর অন্তরকণ যাতে অশান্ত না হয় এবং তার অন্তর মজবুত করার জন্য আল-াহ তা'আলা কুরআন খ- খ-ভাবে নবুওয়তী প্রয়োজ অনুসারে নাযিল করেছেন, যেমন আল-াহ বলেন,

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا﴿٦﴾

অর্থাৎ যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন।[৬৬]

---

৬৪ *আল-ইতকান*, ১ম খ-, পৃ. ৪২।

৬৫ আব্দুল আযীয আল-যারক্বানী, *মানাহিলুল ইরফান* (বৈর-ত: দার-ল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭হি./১৯৯৭খ্রি.), খ-. ১ম, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৫৪।

৬৬ *সূরা কাহাফ*, আয়াত: ৬।

২. **تيسير حفظه وفهمه বা কুরআন মুখস্ত ও বুঝা সহজকরণ:** কুরআনুল কারীম বুঝা, মুখস্তকরণ এবং তদানুযায়ী আমল করা যাতে সহজসাধ্য হয় সেই জন্যও এই কুরআন খন্ড খন্ডভাবে নাযিল হয়েছে। যেমন আল-াহ বলেন,

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ * وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ(٢)

তিনিই (আল-াহ) নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।[৬৭]

৩. **উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে ধৈয্যধারণ করেন:** কাফির ও মুশরিকদের ছুঁড়ে দেয়া সমস্যা ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাসূল +-কে সমাধানের জন্য ধৈর্য্যধারণ করতে বলেছেন, আর সেই কারণেই কুরআন স্থান, কাল, পাত্রভেদে খন্ড খন্ডভাবে নাযিল হয়েছে। আল-াহ বলেন,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

অতঃএব আপনি ধৈর্য্য ধরুন, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।[৬৮] আর সেজন্য রাসূল +-কে আল-াহ অভয় দিয়ে বলেন,

وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا

আপনি আপনার প্রতিপালকের চূড়ান্ত ফায়সালা না আসা পর্যন্ত সবর এখতিয়ার করুন, কেননা আপনি আমার চোখের সামনে রয়েছেন।[৬৯]

৪. **শরী'আতের আহকাম ও নির্দেশ পর্যায়ক্রমে নাযিল করা:** কুরআনুল কারীম খন্ড খন্ডভাবে নাযিল হওয়ার এটিও একটি কারণ যে, শরী'আতের আহকাম সম্পর্কে প্রথমত সতর্ক করা। এরপর সতর্কগুলো মুসলমানগণ পালন না করলে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করা। যেমন আল-াহ বলেন,

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ اِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ

৬৭ *সূরা জুমআহ*, আয়াত: ২।
৬৮ *সূরা আহকাফ*, আয়াত: ৩৫।
৬৯ *সূরা তূর*, আয়াত: ৪৮।

তারা জিজ্ঞেস করছে, মদ ও জুয়া সম্পর্কে কি নির্দেশ? বলে দিন দুটি জিনিসেই বড় পাপ রয়েছে। যদিও এটাতে মানুষের জন্য কিছুটা উপকারিতা আছে! কিন্তু উভয় দুস্কৃতির পাপ উপকারিতার তুলনায় অনেক বেশি।[৭০]

উলে-খিত আয়াতে মদের উপকারিতাকে অতি নগণ্য আকারে এবং ক্ষয়-ক্ষতি বিরাট আকারে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মদ পানকারীদের অন্তর এটা ঘৃণার উদ্রেক ঘটানোই উদ্দেশ্য। এ আয়াতে মদকে হারাম করা হয়নি।[৭১] পরবর্তীতে মদ আংশিক হারাম করে আয়াত নাযিল হয়:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা মদমত্ত হয়ে সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পারো যে, তোমরা কি বলছ।[৭২] এ আয়াতে সালাতের পূর্ব মুহূর্তে মদ পান নিষেধ করা হয়েছে। এরপর মুসলমানগণ রাতে এবং নামাযের সময় ছাড়া অন্য সময় মদপান করতেন। একদা আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা.) সাহাবীগণকে ওয়ালীমার দাওয়াত দেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, ইতোমধ্যে সালাতের সময় উপস্থিত হয় এবং আমাকে ইমাম নিয়োগ করা হয়। আলী (রা.) বলেন, আমি সালাতে সূরা কাফিরূন পড়তে গিয়ে পড়ি:

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ. اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا عَبَدْتُّمْ.

অর্থাৎ বলুন হে কাফিররা! আমি ইবাদাত করি ওই বস্তুর যে বস্তুর তোমরা ইবাদাত কর। আর আমরা ইবাদাত করি ঐ বস্তুর, যে বস্তুর তোমরা ব্যবহার করছ (নাঊযুবিল-াহ)। আলী (রা.) মদ মত্ততার কারণে সূরাটিকে এভাবে বিকৃত করে তিলাওয়াত করেন। অতঃপর উপরোলি-খিত আয়াতটি নাযিল হয়।[৭৩]

সর্বশেষে মদকে হারাম ঘোষণা করে অবতীর্ণ হয়:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

অর্থাৎ হে ঈমানদার লোকেরা! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক করে এসবই নাপাক শয়তানী কাজ-কর্ম, তোমরা এটা পরিহার কর। আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে

---

৭০ *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ২১৯।
৭১ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী, *আত-তিবওয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৩৯।
৭২ *সূরা নিসা*, আয়াত: ৪৩।
৭৩ *আত-তিবওয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৩৯-৪০।

পারবে।[৭৪] এরপর থেকে মদকে হারাম করে দেয়া হলো। উপরোক্ত কারণগুলো দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, কুরআনুল কারীম খ- খ-ভাবে রাসূল +-এর নবুয়তী ২৩ বছর যাবৎ সময় ও প্রয়োজন মাফিক নাযিল হওয়ার হিকমত বা তাৎপর্য রয়েছে।

কুরআনুল কারীমের সংকলনঃ

সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার, মানব জীবনের পথপ্রদর্শক, কুরআনুল কারীম ইসলামী শরী'আতের প্রথম ও প্রধান উৎস। কুরআন অবতরণ ও সংশি-ষ্ট আলোচনা করার সাথে সাথে কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস অবগত হওয়া প্রয়োজন। কুরআনুল কারীমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল-াহ তা'আলা কুরআনকে অন্যান্য আসমানী কিতাবের মত শুধু কাগজ-কলমে হিফাযত করেননি বরং হাফিজদের সিনায় সংরক্ষণ করেছেন। সেজন্য আল-াহ বলেন[৭৫],

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَ قُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾

অর্থাৎ আপনার প্রতি আল-াহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পাঠে তাড়াতাড়ি করবেন না। আর আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর-ন। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল-াহ তা'আলা বলেন, [৭৬]

انزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء.

আমি আপনার উপর এমন এক কিতাব নাযিল করেছি যাকে পানি ধৌত করে মুছে ফেলতে পারবে না। দুনিয়ার অন্যান্য আসমানী কিতাব ও সহীফাগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিনষ্ট হয়ে গেলেও কুরআনুল কারীম মানুষের অন্তরে এমনভাবে সংরক্ষিত আছে যে, তা ধ্বংসের কোন আশংকা নেই। সে কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরআন মুখস্ত করার প্রতি বেশি গুর-ত্ব দেয়া হতো।[৭৭] কুরআন নাযিল হলেই মুহাম্মাদ + তৎক্ষণাৎ শব্দগুলোকে বারবার উচ্চারণ করতেন, যাতে ভালভাবে আয়ত্ব থাকে। এ বিষয়ে আল-াহ বলেন,

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿١٦﴾ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾

আপনি তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য করার জন্য আপনার যবানকে বেশি মাত্রায় সঞ্চালন করবেন না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করবার দায়িত্ব আমারই। অতএব যখন আমি কুরআনকে পাঠ করি

---

৭৪ *সূরা মায়িদা*, আয়াত: ৯০।
৭৫ আল-কুরআন, *সূরা ত্বহা*, আয়াত: ১১৪।
৭৬ আল□ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৪৭।
৭৭ তদেব।

আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন।[৭৮] এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় কুরআন আয়ত্ত করার জন্য রাসূল +-এর মাঝে এমন তীক্ষ্ণ স্মৃতি আল-াহ তৈরি করে দিবেন যে, একবার ওহী অবতরণ হওঃয়ার পর তিনি সেটাকে আর ভুলবেন না। রাসূল + কুরআন মুখস্ত করে বক্ষে ধারণ করতেন এবং বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করাতেন। তার ইন্তিকালের পর প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.) কুরআন মাজীদকে গ্রন্থাবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এরপর উসমান গনী (রা.) তার খিলাফতকালে পুনরায় কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কুরআন সংকলনের দুটি ধারা ছিল ১) মুখস্ত ও কণ্ঠস্থ করণের মাধ্যমে বক্ষে ধারণ করে সংরক্ষন ২) লিপিবদ্ধ ও অংকনের মাধ্যমে কাগজে সন্নিবেশ করা। সাহাবীগণের নিকট কুরআনুল কারীম ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। তারা গভীর রাতের নিদ্রার স্বাদ, শেষ রাতের ঘুমের মোহ ত্যাগ করে কুরআন তিলাওয়াতে আত্মনিয়োগ করতেন। রাতের বেলায় সাহাবীদের গৃহের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় গুনগুন রবের ন্যায় তিলাওয়াতের শব্দ শোনা যেত।[৭৯] এমনকি মহানবী + কোন কোন সাহাবীর বাড়ির পার্শ্বে গিয়ে দাঁয়মান হতেন এবং রাতের অন্ধকারে তাদের তিলাওয়াত কান পেতে শুনতেন।[৮০] মূসা আশআরী (রা.) বলেন,

ان رسول الله ﷺ قال له: لو رأيتنى بالابرحة وانا استمع لقرائتك لقد اعطيت مزمارًا مزامير ال داؤد.

রাসূল + তাকে বলেন, গত রাতে যদি তুমি আমাকে দেখতে পেতে যখন আমি কান পেতে তোমার কিরাআত শুনছিলাম? তোমাকে দাঊদ (আ.)-এর পরিবারের সঙ্গীত যন্ত্রের মধ্য থেকে একটি যন্ত্র (সুললিত কণ্ঠ) দান করা হয়েছে।[৮১]

রাসূল +-এর যুগে কুরআন সংকলনঃ

রাসূল +-এর যুগে কুরআন সংকলনের রীতি দুটি ছিল মুখস্ড় করে সংরক্ষণ ও লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ। সহীহ বুখারীর তিনটি বর্ণনায় রাসূল +-এর যামানায় সাতজন কুরআনের হাফিজ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১. আব্দুল-াহ বিন মাসঊদ, ২. সালাম (রা.) ৩. মুআয বিন জাবাল (রা.) ৪. উবাই ইবন কাব ৫. যায়েদ বিন সাবেত ৬. আবূ যায়েদ বিন সিক্কীন এবং ৭. আবূ দারদা (রা.)। তবে উপরোক্ত ৭জনের মধ্যে চারজন হাফিজ বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসছে,

---

৭৮ আল-কুরআন, *সূরা ক্বিয়ামাহ*, আয়াতঃ ১৬-১৮।
৭৯ যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, ১ম খ, পৃ. ২৪১-২৪২।
৮০ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৫১।
৮১ মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী, *আল-জামি লিল বুখারী*, ২য় খ, পৃ. ৭৫৫।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: خذوا اقران من اربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وابئ بن كعب.

আব্দুল-াহ বিন আমর বিন আস (রা.) বলেন, আমি রাসূল +-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, তোমরা চারজনের কাছ থেকে কুরআন গ্রহণ কর ১. আব্দুল-াহ বিন মাসঊদ ২. সালেম ৩. মুআয ৪. উবাই বিন কা'ব (রা.)।[৮২]

উপরোক্ত চারজনের মধ্যে প্রথম দুজন মুহাজির এবং পরের দুজন সাহাবী আনসার ছিলেন।

এছাড়াও রাসূল + প্রতি বছর রমযান মাসে জিবরাঈল (আ.)-কে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন। ওফাতের বছর দুইবার কুরআন মাজীদ জিবরাঈলকে পড়ে শুনিয়েছেন। হযরত ফাতিমা (রা.) বলেন,

اسر الى النبى ﷺ ان جبرئيل يعارضنى بالقران كد سنة وانه عارضنى العام مرتين. ولا اراه الاحضر اجلى.

রাসূল + আমার নিকট গোপনে বলেছেন, জিবরাঈল (আ.) আমার সাথে প্রতি বছর একবার কুরআনের দাওর করতেন। আর তিনি এ বছর আমার সাথে দুইবার কুরআনের দাওর করেন। আমার ধারণা এটা এজন্যই হয়েছে যে, আমার মৃত্যু এসে গেছে।[৮৩] রাসূল +-এর জীবদ্দশায় বহুসংখ্যক সাহাবী হাফিজ-ই-কুরআন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। রাসূল + তাদেরকে কুরআন হিফজ করার উৎসাহ দিতেন। তিনি শহর ও প্রত্যন্ড় অঞ্চলে কুরআন মুখস্থকরণ ও তা'লীমের জন্য সাহাবীদের পাঠাতেন। হিজরতের পূর্বে তিনি মুসআব ইবন উমাইর এবং আব্দুল-াহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা.)-কে মদীনায় পাঠান। আর হিজরতের পর হিফজ করার উদ্দেশ্যে হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা.)-কে মক্কায় পাঠান।[৮৪]

ان الاعتماد فى نقل القران على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب. وهذه خصيصة من الله تعالى لهذه الامة.

---

৮২ *সহীহ বুখারী*, উদ্ধৃতি: মান্না আল-কাত্তান, *মাহবাহিস ফী উলূমিল কুরআন*, (বৈরূত: মাকতাবাতু দার‍্স সুন্নাহ, ২০১৬ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১২৬।
৮৩ *সহীহ বুখারী*, ২য় খ', পৃ. ৭৪৮।
৮৪ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৫১।

অর্থাৎ কুরআন নকলের (সংরক্ষণ) ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা হচ্ছে, অন্ড়র ও বক্ষের সংরক্ষণের উপর। মুসহাফ ও গ্রন্থে লিপিবদ্ধের উপর নয়। আর এ পদ্ধতি আল-াহ তা'আলার বক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য একটি বিশেষ সম্মানজনক বৈশিষ্ট্য।[৮৫]

রাসূল +-এর যুগে কুরআন লিখনঃ

কুরআনুল কারীম সাহাবীদের বক্ষে সংরক্ষণের পাশাপাশি কুরআন লিপিবদ্ধ করাও বিশেষ ব্যবস্থা রাসূল + করেছিলেন। লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি বর্ণনা করে যায়েদ ইবন সাবিত (রা.) বলেন,

كنت اكتب الوحى لرسول الله ﷺ وكان اذا نزل عليه الوحى اخذته برجاء شديدة وعرقا مثل الجمان ثم سرى عنه. فكنت ادخل عليه بقطعة الكتف او كسوةٍ. فاكتب وهو يملى على فما افرغ حتى كتاد رجلى تنكسر من نقل القران حتى اقول لا امشى على رجلى ابدا. فاذا فرغت قال اقرأ فاقرأه. فان كان فيه سقط اقامه ثم اخرج به الى الناس.

আমি রাসূল +-এর হয়ে ওহী লিপিবদ্ধ করতাম। যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো, তখন তাঁর খুব তাপ বোধ হতো এবং মুক্তাবিন্দুর মতো ঘাম দেখা দিত। এ অবস্থা শেষ হবার পর আমি দুম্বার চওড়া হাড় অথবা লেখার জন্য অন্য কোন উপকরণ নিয়ে হাজির হতাম। তিনি বলতেন আর আমি লিখতাম। লেখা শেষ হওয়ার পর কুরআন লিখনের চাপে আমার এমন মনে হতো যেন আমার পা ভেঙ্গে যাবে। যেন আমি আর চলতে পারবো না। লেখা শেষ হলে রাসূল + বলতেন, যা লিখেছ তা আমাকে পড়ে শুনাও। আমি লিখিত অংশ পড়ে শুনাতাম। কোথাও কোন ভুল-ত্র"টি থাকলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা সংশোধন করে দিতেন। এরপর সংশি-ষ্ট অংশটুকু অন্যদের সামনে তিলাওয়াত করতেন। ওহী লিপিবদ্ধকরণের কাজে শুধু যায়দ ইবন সাবিত (রা.) একাই নিযুক্ত ছিলেন না; বরং অনেক সাহাবী এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তারা প্রয়োজন অনুযায়ী ওহী লিপিবদ্ধকরণের কাজ সম্পন্ন করতেন। এই ওহী লিপিবদ্ধকরণ কাজে ৪০ জন সাহাবীর নাম পাওয়া যায়[৮৬] হযরত উসমান (রা.) বলেন, রাসূল +-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন কুরআনুল কারীমের কোন অংশ অবতীর্ণ হতো তখন তিনি ওহী লেখকদের এ নির্দেশনা দিতেন যে, এটিকে অমুক সূরার অমুক আয়াতের পর লিপিবদ্ধ কর।[৮৭] আর এভাবেই তারা রাসূল +-এর নির্দেশনা অনুযায়ী লিখে নিতেন। সে যুগে যেহেতু আরব দেশে কাগজ দুষ্প্রাপ্য ছিল, তাই কুরআনের আয়াত পাথরের গায়ে, চামড়ার কাগজে, খেজুরের

৮৫ ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, (বৈরূত: দার"ল ইলম্ লিল মালাঈন, ১৯৮৫খ্রি.), পৃ. ৬৮।
৮৬ আল□ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৫১।
৮৭ আল□ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৫২।

শাখায়, বাঁশের চটিতে, গাছের পাতায় ও জানোয়ারের হাড়ের উপর লেখা হতো। অবশ্য কখনো কখনো কাগজের টুকরাও ব্যবহার হতো।[৮৮] এছাড়াও অনেক সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে কুরআনুল কারীমের সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ কপি লিখে নিজেদের সংরক্ষণে রেখেছিলেন। যেমন আব্দুল-াহ ইবন উমর (রা.) বলেন,

ان رسول الله ﷺ نهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو.

রাসূল + কুরআন কারীমকে নিয়ে শত্র"র ভূমিতে সফর করতে নিষেধ করেছেন।[৮৯] মু'জামে তাবরানীতে এসেছে,

قراءة الرجل فى غير المصحف الف درجة وقراءته فى المصحف تفاعف على ذلك اكفى درجة.

যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীমের কপি না দেখে তিলাওয়াত করে তার সওয়াব এক হাজার। এর যে দেখে দেখে তিলাওয়াত করে তার সাওয়াব দুহাজার।[৯০] উপরোক্ত বর্ণনা দুটি দ্বারা বুঝা গেল যে, নবী +-এর যুগেই সাহাবায়ে কিরামের নিকট কুরআনুল কারীমের পা"ুলিপি বিদ্যমান ছিল। অন্যথায় কুরআনুল কারীম দেখে তিলাওয়াত করা এবং তা শত্র"র ভূমিতে সফর করার কোন প্রশ্নই আসে না।[৯১]

আবূ বকর (রা.)-এর সময়ে কুরআন সংকলন (جمع القران فى عهد وابى بكرؓ): হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০-এর অধিক কুরআনের হাফিজ শহীদ হন। এছাড়াও বীরে মাওনাতেও ৭০ জন হাফিজ শহীদ হন। এ থেকেই দেখা যায়, এ দুটি যুদ্ধেই ১৪০ জন হাফিজে কুরআন শহীদ হন।[৯২] কেউ কেউ বলেন, এ যুদ্ধে শহীদ হাফিজগণের সংখ্যা ছিল ৫০০জন।[৯৩] এ ঘটনায় হযরত উমর (রা.)-এর অন"ড়ের চিন"ড় জাগ্রত হয়, কুরআন সংরক্ষেণে একটি মাত্র মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল থাকা সংগত নয়। শুধু বক্ষের মধ্যে কুরআন মাজীদ অংকিত থাকলে হবে না। তাকে লিখিত সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। হযরত উমর (রা.) খলীফা আবূ বকর (রা.)-এর কাছে

---

৮৮ আল□ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৫২।

৮৯ *সহীহ বুখারী*, প্রথম খ", পৃ. ৪২০।

৯০ আল□ামা হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদে হাদীসটি এনেছেন। হাইসামী বলেন, ইমাম তাবরানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসের রাবীদের মধ্যে আবূ সাঈদ ইবন আওন এককজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। এ বর্ণনা অনুযায়ী ইবন মাবদ তাকে সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। অন্য বর্ণনানুযায়ী তাকে ضيف (দুর্বল) বলা হয়েছে। তবে হাদীসের অন্য সব রাবীগণ সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য: আল□ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৫৩।

৯১ তদেব

৯২ মুহাম্মদ আলী সাবূনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৫১।

৯৩ ড. মুহাম্মাদ শফীকুল□াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১০৬।

বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। প্রথমে আবূ বকর (রা.) রাজী না হলেও পরবর্তীতে চিন্ড়া-ভাবনা করে হযরত উমরের সাথে একমত হন।[৯৪]

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) বর্ণনা করেন, যখন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক লোক নিহত হলেন সে সময় হযরত আবূ বকর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন উমর (রা.) সেখানে ছিলেন। তখন আবূ বকর (রা.) বলেন, উমার আমার কাছে এসে বলেছেন, শাহাদাতপ্রাপ্তদের মধ্যে ক্বারীগণের সংখ্যা অনেক। আমি আশংকা করছি (ভবিষ্যতের যুদ্ধ বিগ্রহে) আরও হাফিজে কুরআন শাহাদাত লাভ করবেন। আর এভাবে কুরআনের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব আমি আপনাকে পরমার্শ দিচ্ছি, আপনি কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার নির্দেশ দিন। এর উত্তরে আমি উমরকে বললাম, যে কাজ আল-াহর রাসূল + করেননি, সে কাজ আমি কিভাবে করব? উমর (রা.) উত্তরে বলেন, আল-াহর কসম! এটা হচ্ছে একটা উত্তম কাজ। উমর (রা.) এ ব্যাপারে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন, যতক্ষণ না আল-াহ এ কাজ করার জন্য আমার অন্ড়র খুলে দিলেন। আর আমি এর কার্যকারিতার কল্যাণকর দিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম। এরপর আবূ বকর (রা.) আমাকে বললেন, তুমি একজন বিজ্ঞ যুবক। তোমার সম্পর্কে আমাদের কোন সংশয় নেই। এছাড়া তুমি নবী +-এর ওহী লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআন অনুসন্ধান কর এবং এর সবগুলো একত্রে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশ কর। আল-াহর কসম! যদি তারা আমাকে একটি পাহাড় এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন তাও আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চেয়ে কঠিন হতো না। সুতরাং আমি কুরআনের (লিখিত অংশসমূহ) সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম, যা খেজুর, ডাল, প্রস্ড়রখ ে এবং লোকদের অন্ড়করণ থেকে সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি আমি সূরা তাওবার শেষ অংশ আবূ খুযাইমা আল-আনসারীর নিকট থেকে সংগ্রহ করলাম এবং আমি এ অংশ তিনি ব্যতিত আর কারো কাছে পাইনি। আয়াতের অর্থ এই– লক্ষ্য কর তোমাদের নিকট রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের মধ্যেই একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তার পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণই তার কাম্য। ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ও কর ণাসিক্ত। গ্রন্থাবদ্ধ এ কুরআন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট গচ্ছিত ছিল। এরপর এ কুরআন হযরত উমরের কাছে গচ্ছিত থাকে। তারপর উমর তনয়া উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.)-এর কাছে ছিল।[৯৫] হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) নিজেই হাফিজে কুরআন ছিলেন। সুতরাং তার স্মৃতি থেকেই সম্পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম ছিলেন। এছাড়া শত শত হাফিজে কুরআন বিদ্যমান

৯৪ ড. মুহাম্মাদ শফীকুল াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১০৬।
৯৫ মুহাম্মদ ইসমাঈল আল-বুখারী, ১ম খ ে, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

ছিলেন। তাদেরকে একত্র করেও সমগ্র কুরআন লিপিবদ্ধ করা সহজ ছিল না। বিশেষ করে রাসূল +-এর তত্ত্বাবধানে যে পা ুলিপিটি তৈরি হয়েছিল, সেটি থেকেও তিনি নকল করে নিতে পারতেন। কিন্তু অধিক সতর্কতাবশত এ পদ্ধতি অনুসরণ না করে বরং সবগুলো উপকরণ একত্র করেই এ কাজ সম্পাদন করেন। প্রতিটি আয়াতের ক্ষেত্রেই তিনি নিজের স্মৃতি, লিখিত দলীল, অন্যান্য হাফিজদের তিলাওয়াত প্রভৃতি সবগুলোর সাথে যাচাই করে সর্বসম্মত বর্ণনার ভিত্তিতেই তার পা ুলিপি করেন। এছাড়াও সাহাবীদের নিকট যে সব আয়াতের পা ুলিপি ছিল সেগুলিও হযরত যায়েদ একত্রিত করলেন। এমনকি ব্যাপকভাবে ঘোষণা করে দেয়া হল যে, তোমাদের যার নিকট সূরা বা আয়াতের লিখিত পা ুলিপি রয়েছে, সব যায়েদ ইবন সাবিত (রা.)-এর নিকট জমা দাও। যে সব পা ুলিপি সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক হযরত যায়েদ ইবন সাবিত (রা.)-এর নিকট জমা দেয়া হলো, সেগুলো যাচাই করার জন্য চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করলেন।

ক. সর্বপ্রথম তিনি তার স্মৃতিতে রক্ষিত কুরআনের সাথে সেগুলো যাচাই করতেন।

খ. হযরত উমর (রা.) হাফিজে কুরআন ছিলেন বিধায় হযরত আবূ বকর তাকেও এ কাজে নিযুক্ত করেন। তারা যৌথভাবে লিখিত কাজগুলো যাচাই করতেন এবং একজনের পর একজন নিজ নিজ স্মৃতির সাথে যাচাই করতেন।

গ. এমন কোন লিখিত আয়াতই গ্রহণ করতেন না, যে পর্যন্ত অন্তত দুজন বিশ্বস্ত সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য না দিতেন যে, এগুলো রাসূল +-এর সামনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

ঘ. অতঃপর লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক লিখিত পা ুলিপির সাথে সুষ্ঠুভাবে যাচাই করে মূল পা ুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা হতো। ইমাম আবূ শামাহ বলেন, কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতার জন্যই এত সূক্ষ্ম পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যা শুধু স্মৃতিশক্তির উপরই নির্ভর না করে ঐ কপির সাথে আয়াতগুলো মিলানো হয়েছে। যা খোদ রাসূল +-এর তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছি।[৯৬] মোট কথা হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) অসাধারণ সাবধানতার সাথে কুরআনুল কারীম পরিপূর্ণ কপি তৈরি করে ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করেন।[৯৭] গোটা উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনুল কারীমের যে

৯৬ আল ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৫৬।

৯৭ কোন বর্ণনায় রয়েছে. আবূ বকর (রা.)-এর আমলে উক্ত কপিটি চামড়ার পর্চায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) এ মতটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। দ্রঃ আল ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৫৭।

মানদ–মূলক পা–ুলিপি সংকলন করা হয়েছে, সর্বপ্রথম তা হযরত আবূ বকর (রা.) প্রস্তুত করিয়েছিলেন।[৯৮]

কুরআনুল কারীম সংকলন করার ব্যবস্থা করায় হযরত আলী (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর প্রশংসায় বলেন,

اعظم الناس من المصاحف اجرا ابو بكر رحمة الله على ابى بكر هو اول من جمع كتاب الله.

মুসাহিফের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রতিদানের অধিকারী হচ্ছেন আবূ বকর (রা.)। তাঁর উপর আল-াহর কর–ণা বর্ষিত হোক। তিনিই সর্বপ্রথম আল-াহর কিতাব গ্রন্থাবদ্ধ করেন।[৯৯]

৬. **উসমান (রা.)-এর আমলে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণ (جمع القران في عهد عثمان):** হযরত উসমান (রা.) যখন মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা হিসাবে বাইআত গ্রহণ করেন ততক্ষণে ইসলাম আরবের সীমা অতিক্রম করে রোম ও পারস্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি বিজিত এলাকায় মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সে সব এলাকার মুসলিমগণ ইসলামের মুজাহিদ কিংবা বণিকদের কুরআনুল কারীম শিক্ষা করতেন। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, কুরআনুল কারীম সাত হরফে অবতীর্ণ হয়েছিল। সাহাবীগণ রাসূল + থেকে বিভিন্ন ক্বিরাআতেই কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করেছিলেন। তাই প্রত্যেক সাহাবীই সে ক্বিরাআতে কুরআন শিক্ষা করেছিলেন, সে ক্বিরাআতেই নিজ নিজ শাগরিদগণকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। যেমন সিরিয়ার অধিবাসীগণ হযরত উবাই ইবন কাব (রা.)-এর তিলাওয়াত, কুফাবাসীগণ আবদুল-াহ ইবন মাসঊদ (রা.)-এর ক্বিরাআত এবং অন্যান্যগণ আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর ক্বিরাআত অনুযায়ী কুরআন পাঠ করতেন। অক্ষর আদায় এবং পঠন পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে তিলাওয়াতের পদ্ধতি নিয়ে ক্বারীগণের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে এ বিভেদ কঠিন আকার ধারণ করে। এমনকি একজন তিলাওয়াতকারী অপর তিলাওয়াতকারীকে কাফির অবহিত করতেও দ্বিধাবোধ করতো না।[১০০] এ প্রসঙ্গে আবূ কালাবা (রা.) বর্ণনা করেন,

---

৯৮ আল⎕ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৫৮।
৯৯ বদর–দ্দীন যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খ–, পৃ. ৩০২।
১০০ মুহাম্মদ আলী সাবূনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৫৯-৬০।

لما كانت خلافة عثمان. جعل المعلم يعلم قرائة الرجل. والمعلم يعلم قراء الرجل. فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذالك الى المعلمين. حتى كفر بعضهم بعضا. فبلغ ذالك عثمان. فخطب فقال: انتم عندى تختلفون. فمن نأى عنى من الامصار فهم اشد اختلافا.

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে একজন শিক্ষক তার ছাত্রদের একজন নির্দিষ্ট ক্বারীর পঠন পদ্ধতি অনুযায়ী ক্বিরাআত শিক্ষা দিতেন। অপর একজন শিক্ষক তার ছাত্রদের অপর ব্যক্তির পঠন পদ্ধতি অনুযায়ী ক্বিরাআত শিক্ষা দিতেন। বালকরা যখন পরস্পর মিলিত হতো তখন তারা কুরআনের পাঠ নিয়ে বিরোধ করতো। আর এ বিরোধ শিক্ষকগণের নিকট উত্থাপিত হতো। এমনকি এতে একজন অপরজনকে কাফির বলে অভিহিত করতেন। বিষয়টি হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট পৌঁছে যায়, তখন তিনি একটি ভাষন দেন এবং বলেন, তোমরা আমার নিকট অবস্থান করা সত্ত্বেও পরস্পর বিরোধ করছ! যারা আমার থেকে দূরে অবস্থান করছে তারাতো আরও কঠিন বিরোধে নিপতিত হবে।[১০১] এরপর হযরত উসমান (রা.) কুরআনুল কারীমের সকল শুদ্ধ বর্ণনা একত্র করে এমন একটি সর্বসম্মত কপি তৈরি করার কথা ব্যক্ত করলেন, যাতে ক্বিরাআতের পদ্ধতির মধ্যেও কোন মতভেদের অবকাশ না থাকে। সাহাবীগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রা.)-এর অভিমত সমর্থন করলেন এবং এ ব্যাপারে সর্বোতভাবে সহযোগিতা প্রদান করার অঙ্গীকার করলেন। এ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শটি ইতিপূর্বে হযরত হুযাইফা ইবন ইয়ামান (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারীতে হাদীস এসেছে, ইবন শিহাব জুহরী (রহ.) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন উসমান (রা.)-এর নিকট হযরত হুযাইফা ইবন ইয়ামান (রা.) আগমন করেন। তিনি আর্মেনিয়া ও আযারবাইযান যুদ্ধে ইরাক অধিবাসীদেরসহ সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সময় তাদের কুরআন তিলাওয়াতে মতানৈক্য হয়, এতে হযরত হুযাইফা (রা.)-কে শংকিত করে তোলে। তখন হুযাইফা (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ উম্মত তাদের কুরআনের ব্যাপারে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মত মতানৈক্য হওয়ার পূর্বে আপনি তাদের রক্ষা করুন। তখন উসমান (রা.) হাফসা (রা.)-এর নিকট বার্তা প্রেরণ করেন বলেন, আপনি আমাদের নিকট সহীফাগুলো হস্তান্তর করুন। আমরা সেটা থেকে কুরআনের কপি তৈরি করবো। এরপর তা আমরা আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব। তখন হাফসা (রা.) কুরআনের সহীফাটি খলীফা উসমান (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তখন উসমান (রা.) কুরআনের কপি করার জন্য যায়েদ ইবন সাবিত (রা.), আবদুল-াহ ইবন যুবায়ের (রা), সাঈদ ইবনুল আস এবং আব্দুর

১০১ মুহাম্মদ আলী সাবূনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৬০।

রহমান ইবনুল হারিস ইবন হিশামকে এ কাজের নির্দেশ দেন। তারা তা বিভিন্ন মুসহাফে রূপান্তরিত করেন। উসমান (রা.) (এ কমিটির) তিনজন কুরাইশীকে বলেন, তোমরা এবং যায়েদ ইবন সাবিত (রা.) যখন কুরআনের কোন কিছু সম্পর্কে মতানৈক্যে পতিত হবে, তখন তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কেননা কুরআন মাজীদ (প্রথমে) কুরাইশদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। তারা এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন। তারা যখন সহীফাগুলোকে বিভিন্ন মুসহাফে রূপান্তরিত করেন তখন হযরত উসমান (রা.) হাফসা (রা.)-এর সহীহাসমূহ তাকে ফেরত দেন। আর লিপিবদ্ধ সহীফাগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। এ সকল কপি ছাড়া কুরআন মাজীদের অন্যান্য সহীফাকে তিনি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দান করেন।[১০২]

যেমন বুখারীতে এসেছে,

سمعت على ابن ابى طالب كرم الله وجهه يقول: يا معشر الناس! اتقوا الله واياكم والغلو فى عثمان وقولكم: حراق مصاحف فو الله ما حرفها الا عن ملا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

আমি আলী ইবন আবী তালিব (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, হে জনম□লী! তোমরা আল-াহকে ভয় কর। তোমরা উসমান (রা.) সম্পর্কে সীমা অতিক্রম করা থেকে নিজেদের রক্ষা কর। আর এ মন্তব্য থেকেও বিরত থাক যে, তিনি মুসহাফসমূহের দাহনকারী। আল-াহর শপথ! তিনি তা জ্বালাননি, তবে তিনি আমাদের অর্থাৎ রাসূল +-এর সাহাবীগণের পরামর্শেই এ কাজ করেছেন।[১০৩]

হাফিজ ইবন কাসীর (রহ.) বলেন, উসমান (রা.)-এর যুগের এ মুসহাফগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত মুসহাফটি সিরিয়ার জামে মসজিদের দক্ষিণ স্তরের সন্নিকটের কক্ষে সংরক্ষিত আছে। এটি প্রথম তবাবিয়া শহরে ছিল। সেখান থেকে ৫১৮ হিজরীর দিকে এটি সিরিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। ইবন কাসীর (রা.) আরও বলেন, আমি এ মহান গ্রন্থটিকে মোটা অক্ষরে অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে, উজ্জ্বল কালিতে এবং সম্ভবত উটের চামড়ায় লিপিবদ্ধ দেখেছি। গ্রন্থটি অত্যন্ত পুর□।[১০৪] হযরত উসমান (রা.)-এর যুগের অপর একটি কপি বর্তমানে ইস্তাম্বুলের রাজকীয় মিউমিয়ামে সংরক্ষিত আছে।[১০৫]

মাসহাফে উসমানীর বৈশিষ্ট্যঃ

---

১০২ *সহীহ বুখারী*, ১ম খ□, পৃ. ৭৪৬।
১০৩ ড. মুহাম্মাদ শফীকুল□াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১১৫।
১০৪ ড. মুহাম্মাদ শফীকুল□াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১১৭।
১০৫ ড. মুহাম্মাদ শফীকুল□াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১১৭।

মাসহাফে উসমানীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হয়:

ক) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর উদ্যোগে লিখিত যে কপিগুলো তৈরি করা হয়েছিল তাতে সুরাগুলোর বিন্যাস ছিল না বরং সূরাগুলো পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। তারা সবগুলো সূরাকে ক্রমানুপাতে একই কপিতে সুবিন্যাস্ত করে লিপিবদ্ধ করেন।[১০৬]

খ) আয়াতগুলো এমন এক লিখন পদ্ধতির অনুসরণে লেখা হয়, যাতে সবগুলো শুদ্ধ ক্বিরাআত পদ্ধতিতেই তা পাঠ করা যায়। এ কারণেই এতে নুকতা, যের, যবর ও পেশ সংযুক্ত হয়নি। যেমন, ننشر ها লেখা হয়েছে। যাতে نَنْشُرُ هَا এবং نُنْشِزُ هَا উভয়ভাবে পড়া যায়। কেননা এতে উভয় ক্বিরাআতই শুদ্ধ।[১০৭]

গ) যে সকল ক্ষেত্রে শব্দের রূপ ভিন্ন ভিন্ন সেসব ক্ষেত্রে একটি মুসহাফে একটি রূপে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং অপর মুসহাফে অপর রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়, যাতে দুটি ক্বিরাআতেই ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্দিষ্ট করা যায়। যেমন আল-াহ বলেন,[১০৮]

وَ وَصّٰی بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِیْهِ وَ یَعْقُوْبُ ؕ

আয়াতে একটি মুসহাফে وصی শব্দকে تشديد-এর সাথে লেখা হয়। আর অপর মুসহাফে اوصی লেখা হয়। এ পদ্ধতি গ্রহণ করার কারণ ছিল এই যে, একই স্থানে পাশাপাশি দুটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখা হলে এ সন্দেহের সৃষ্টি হতো যে, শব্দটি দুবার দু'ধরনে নাযিল হয়েছে। অনুরূপভাবে একটি ক্বিরাআত মূল কুরআনে এবং অপর ক্বিরাআত পাদটীকায় লেখাও তারা সঠিক মনে করেননি। কারণ এতে কেউ ধারণা করতে পারে যে, দ্বিতীয়টি প্রথমটির বিশুদ্ধকরণ। এছাড়া কারণ বিহীনভাবে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্যও দেয়া যায় না।[১০৯]

ঘ) সাহাবীগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ মুসহাফে কোথাও কোথাও আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশে-ষণ অথবা নাসিখ মানসুখের বর্ণনা লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু মাসহাফে উসমানীতে কুরআন ছাড়া কোন ব্যাখ্যা বিশে-ষণ স্থান পায়নি।[১১০]

কুরআনে নুকতা ও হরকত সংযোজন:

---

১০৬ আল□ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৬১।
১০৭ আল□ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৬১।
১০৮ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ১৩২।
১০৯ যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, ১ম খ, পৃ. ২৫৮।
১১০ যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, ১ম খ, পৃ. ২৬১।

পূর্বকালে আরবে নুকতার প্রচলন ছিল না আর তাতে আরবদের কোন অসুবিধাও হতো না। বিষয়বস্তু ও চিহ্ন দেখেই তারা বাক্যের মর্ম অনুধাবন করতে পারতো। বরং অধিকাংশ সময় লিপিতে নুকতা ব্যবহারকে দোষণীয় মনে করতেন।

মাসহাফে উসমানীও নুকতাবিহীন ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে স্বল্পশিক্ষিত ও অনারবদের নিকট সহজ করার জন্য কুরআন মাজীদে নুকতার প্রচলন করা হয়। বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী (জন্ম ৬০৩ ঈ.- মৃত্যু- ৬৮৮ ঈ.; ১৬-৬৯ হি.) নুকতার প্রচলন করেন। এ ব্যাপারে আলী (রা.) তাকে নির্দেশ দান করেন। কারো মতে, কুফার শাসনকর্তা যিয়াদ ইবন আবূ সুফিয়ানের তত্ত্বাবধানে এটি করা হয়। কেউ বলেন, এ কাজ আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের নির্দেশে সম্পাদিত হয়। অন্য বর্ণনায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ কাজটি হাসান বসরী (রহ.), ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামার এবং নাসর ইবন আসিম লাইসী-এর মাধ্যমে সম্পাদন করেন। অন্য বর্ণনায় আবূ সুফিয়ান ইবন হারব-এর দাদা আবূ সুফিয়ান ইবন উমাইয়্যা সর্বপ্রথম নুকতা ব্যবহার করেন। সুতরাং বুঝা গেল, নুকতার উদ্ভাবন অনেক পূর্বেই হয়েছিল। তবে একাধিক বিশেষ কল্যাণার্থে কুরআন মাজীদকে নুকতাযুক্ত রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে যিনি কুরআন কারীমে নুকতার সংযোজন করেছেন, তিনি নুকতার উদ্ধাবক নন, বরং তিনি শুধু কুরআনে নুকতার প্রথম সংযোজক।[১১১]

আর হরকতের বিষয়ে বলা যায়, কুরআনুল কারীমে সর্বপ্রথম বিশিষ্ট তাবিঈ আবুল আসওয়াদ দু-আলীই হরকত আবিস্কার করেছিলেন। কিন্তু তার আবিস্কৃত হরকতগুলো আজকাল প্রচজলিত হরকতের মতো ছিল না বরং যবর দিতে হলে হরফের উপরিভাবে নুকতা (ـ) এবং যের দিতে হলে নিচে একটা নুকতা (ـ) দেওয়া হতো। অনুরূপ 'পেশ'-এর উচ্চারণ করার জন্য সামনে একটি নুকতা ـ ও তানওয়ীনের জন্য দুটি নুকতা (ـً) অথবা (ـ) অথবা (ـ ـ) ব্যবহার করা হতো। আরো পর খলীল ইবন আহমদ (রহ.) হামযাহ ও তাশদীদের চিহ্ন তৈরি করেন।[১১২] এরপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উদ্যোগী হয়ে হযরত হাসান বসরী (রহ.), ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামার (রহ.) এবং নসর ইবন আসেম লাইদী (রহ.) প্রমুখকে কুরআনুল কারীমে নুকতা ও হরকত প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। হরকতগুলোকে আরো সহজবোধ্য করার জন্য উপরে, নিচে ও পাশে অতিরিক্ত নুকতা

১১১ আল□ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৬৫।
১১২ আল□ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৬৬।

ব্যবহারের স্থলে বর্তমান আকারের হরকত (ـُ ـِ ـَ) প্রবর্তন করা হয়। যাতে হরফের নুকতার সাথে হরকতের নুকতার সংমিশ্রণে জটিলতার সৃষ্টি না হয়।[১১৩]

১১৩ আল□ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৬৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনের সাথে সংশি-ষ্ট জ্ঞানসমূহ

আল-কুরআনের সাথে সংশি-ষ্ট জ্ঞানসমূহকে উলূমুল কুরআন বলা হয়। উলূমুল কুরআনের অনেকগুলো মূলনীতি রয়েছে। ইবন বুরহান বলেন, নবী + যা বলেছেন, তা কুরআনে রয়েছে অথবা তার মূলনীতি কুরআনে রয়েছে; যে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে সে উপলব্ধি করেছে, আর যে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি সে তা বুঝতে বঞ্চিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি যে হুকুম দিয়েছেন অথবা ফায়সালা করেছেন তাও কুরআনে রয়েছে। অবশ্য অন্বেষণকারী তার প্রচেষ্টা, ইজতিহাদ ও শক্তি-সামর্থকে যে পরিমাণ প্রয়োগ করেছে সে পরিমাণেই সে লাভ করেছে।[১১৪] কুরআনুল কারীমে আল-াহ তা'আলা সকল বিষয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান সন্নিবেশ করেছেন। আল-াহ বলেন,[১১৫]

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ

অর্থাৎ আমি (কুরআনে) কিতাবে কোন বস্তুর বর্ণনা ছেড়ে দেইনি। সেজন্য জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) বহু বিষয় উলূমুল কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি প্রকৌশলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রকেও উলূমুল কুরআনে যুক্ত করেছেন। কুরআনুল মাজীদে প্রত্যেক কালিমার একটি যাহিরী বা প্রকাশ্য, একটি বাতিনী বা অপ্রকাশ্য, একটি প্রান্তসীমা এবং অনুভূতি এক সংখ্যা এক কালিমার অপর কালিমার সাথে জোড় (تركيب) এবং সংযোগের দৃষ্টিতে নয়। কেননা কালিমার পরস্পরের জোড় এবং সংযোগ দিক থেকে বিবেচনা করা হলে কুরআনে বর্ণিত জ্ঞানের সংখ্যা হবে অসংখ্য এবং গণনা আল-াহ ছাড়া আর কেউই জানে না।[১১৬] আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ﴿۴۴﴾

অর্থাৎ আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।[১১৭] আল-ামা যারকাশী (রহ.) বলেন,

فاَمَّ علوم القران ثلاثة اقسام: توحيد وتذكير واحكام.

---

১১৪ গবেষণা পত্রিকা, কলা অনুষদ (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিয়ম ১৬, নভেম্বর ২০১০খ্রি.), পৃ. ৬৭।

১১৫ আল-কুরআন, *সূরা আনআম*, আয়াত: ৩৮।

১১৬ মুহাম্মদ ইবন আবদুল াহ আয-যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খ (বৈরূত: দার ল ফিকর, ১৪০৮ হি./১৯৮৮খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৮।

১১৭ আল-কুরআন, *সূরা নাহল*, আয়াত: ৪৪।

উলূমুল কুরআনের মূল বিষয়গুলো তিনভাবে বিভক্ত। তাওহীদ, তাযকীর, আহকাম। আল-াহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান, তার নাম ও গুণাবলী এবং তার সকল কর্ম তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত। আল-াহ তা'আলার প্রদত্ত প্রতিশ্র"তি, ভয় প্রদর্শন, জান্নাত, জাহান্নাম, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন স্বচ্ছতা অর্জন সম্পর্কিত নির্দেশাবলী তাযকীরের অন্তর্ভুক্ত। আর শরী'আতের সকল বিধান, নির্দেশ ও নিষেধাবলী আহকামের অন্তর্ভুক্ত।[১১৮] উলূমুল কুরআনের চর্চা সাহাবীদের যুগে থাকলেও সে সময় এ বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে এ বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা শুর" হয়। কিন্তু এ সময়ে রচিত গ্রন্থসমূহ মূলত তাফসীরের উপর সীমাবদ্ধ থাকে। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শায়খ আলী ইবন মাদীনী (মৃত: ২৩৪হি.) اسباب النزول এবং আবূ উবাইদ কাসেম ইবন সাল-াম الناسخ والمنسوخ-এর উপর গ্রন্থ রচনা করেন। চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে আবূ বকর সিজিস্তানী (মৃ. ৩৩০ হি.) غريب القران-এর উপর কিতাব রচনা করেন। পঞ্চম হিজরী শতাব্দীতে আবূ বকর আল-বাকিল-ানী (মৃ. ৪০৩হি.) اعجاز القران রচনা করেন। আর এ সময়েই আলী ইবন ইবরাহীন ইবন সাঈদ আল-হাওফী (৪৩০হি. মৃত) البرهان فى علوم القران রচনা করেন।

ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে ইবনুল জাওযী (মৃত. ৫৯৭ হি.) দুটি গ্রন্থ রচনা করেন:

১. فنون الافنان فى علوم القران

২. المجتبى فى علوم تتعلق بالقران

সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে আল-ামা সারখাসী (রহ.) (মৃ. ৬৪১হি.) جمال القراء রচনা করেন।

অষ্টম হিজরী শতাব্দীতে ইবন কায়্যিম আল জাওযী التبيان فى اقسام القران রচনা করেন। নবম হিজরী শতাব্দীকে উলূমুল কুরআনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে রচিত জালালুদ্দীন আল বুলকায়নীর রচিত– مواقع العلوم من مواقع النجوم-এর পরবর্তী كتاب الاتقان فى علوم القران গ্রন্থটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বর্তমান যুগে উলূমুল কুরআন বিষয়ের গ্রন্থগুলি হলো–

১) শহীদ সাইয়্যিদ কুতুব লিখিত– التصوير فى القران ومشاهد القيامة فى القران

২) শায়খ তাহির আল-জাযাইরী (রহ.) রচিত– التبيان فى علوم القران

৩) শায়খ মুহাম্মদ আলী মালাতাহ রচিত– منهج الفرقان فى علوم القران

৪) মুহাম্মাদ আব্দুল আযীম যারকানী (রহ.) রচিত– مناهل العرفان فى علوم القران

---

১১৮ *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খ", পৃ. ৩৮।

৫) ড. সুবহী সালেহ রচিত রচিত– مباحث فى علوم القران

৬) ড. আলী সাবুনী রচিত– التبيان فى علوم القران

এছাড়া মান্না আল-কাত্তান রচিত– مباحث فى علوم القران

(মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন)।[১১৯]

উলূমুল কুরআন হলো কুরআনের সাথে সম্পর্কিত ঐসব বিষয় যা কুরআনকে বুঝাতে সহায়তা করে। যেমন– কুরআন অনুধাবন, ব্যাখ্যা বিশে-ষণ এবং কুরআনের সঠিক অর্থ নির্ধারণ। বাহ্যত উলূমুল কুরআন হচ্ছে– অতি ব্যাপক ও বিস্ড়ৃত এক শাস্ত্র, যার আলোচ্য বিষয় হলো– ইলমে তাফসীরের বিষয়াদি ও মূলনীতিমালা, ওহী, হাকীকত এবং ওহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতি। কুরআন অবতরণের সময়কাল, মাক্কী ও মাদানী সূরা, আসবাবুন নুযূল, আকসামুল কুরআন, ইযাযুল কুরআন, ইলমুল ক্বিরাআত, নাসিখ মানসুখ, কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ, জাদুল কুরআন ইত্যাদি। ইতোমধ্যে আমরা পূর্বের পরিচ্ছেদে কলেবরে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা শুধু খুবই গুর"ত্বপূর্ণ ও পূর্বে বাদ পড়া বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল-াহ। সবৃপ্রথম আমরা নুযূলুল কুরআন দিয়ে আলোচনা শুর" করবো।

সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত (اول ما نزل): সর্ব প্রথম আল-কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়েছে এ নিয়ে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মতে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতই কুরআনুল কারীমের সর্বপথম নাযিলকৃত আয়াত। এ বিষয়ে আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীস সহীহ বুখারীতে এসেছে,[১২০]

اول ما بدى به رسول الله ﷺ من الوحى الرؤية الصالحة فى النوم: فكان لا يرى رؤيا الاجائت مثل فلق الصبح ثم جبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنك فيه. وهو التتعبد الليالى ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذالك ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ: فقال فقلت ما انا بقارى. قال فاخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلنى فقال اقرأ فقلت ما انا بقارى فاخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلنى فقال اقرأ فقلت ما انا بقارى. قال فاخذنى فغطنى الثالثة. ثم ارسلنى فقال اقرأ باسم ربك الذى خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم.

---

১১৯ ড. মোহাম্মদ শফিকুল□াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ৫-৭।

১২০ মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী, *আল-জামিউস সহীহ*, ১ম খ", পৃ. ২-৩।

অর্থাৎ প্রথমে যে ওহী রাসূল +-এর নিকট আসতো, তা হলো– ঘুমের মধ্যে তাঁর সত্য স্বপ্ন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের আলোর মতোই স্পষ্ট হতো। এরপর তার নিকট নির্জন জীবন-যাপন ভাল লাগল। তাই তিনি একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত নিজ পরিবারের নিকট না গিয়ে হেরা গুহায় আল-াহর ইবাদাতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। এভাবে হেরা গুহায় থাকাকালে তাঁর নিকট সত্য (ওহী) এল। জিবরাঈল ফিরিশতা সেখানে এসে তাঁকে বললেন, পড়ুন! রাসূল + বললেন, আমি পড়তে জানি না। রাসূল বলেন, ফিরিশতা তখন আমাকে ধরে এত জোরে আলিঙ্গন করলেন যে, এতে আমি চরম কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর ফিরিশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না। তখন তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গ করলেন, তাতে আমার অত্যন্ত কষ্টবোধ হল। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না। রাসূল + বলেন, ফিরিশতা তৃতীয়বার আমাকে ধরে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করায় আমার ভীষণ কষ্ট হল। এবার তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, ১) আপনার রবের নামে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন। ২) জরায়ুতে লেগে থাকা বস্তু থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ৩) পড়ুন আপনার রব সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, সূরা আলাকের প্রথম কয়েকটি আয়াতই রাসূল +-এর উপর সর্বপ্রথম নাযিল হয়। সহীহ বুখারীতে একই ঘটনার বর্ণনাতে হযরত জাবির (রা.) হতে আরেকটি হাদীস বর্ণিত। যেমন,[১২১]

فاذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملونى زملونى فدثرونى. فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر. وربك فكبر. ثيابك فطهر. والرجز فاهجر.

অর্থাৎ আমি মাথা উপরে তুলতেই দেখতে পেলাম যে ফিরিশতা হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন তিনি আসমান ও যমীনের মাঝখানে পাতা একটি চেয়ারে বসে আছেন। তাকে দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমি তখন খাদিজার কাছে ফিরে গিয়ে বললাম, আমাকে চাঁদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাঁদর জড়িয়ে দাও। সবাই আমাকে চাঁদর দিয়ে জড়িয়ে দিল। আল-াহ তা'আলা তখন নাযিল করলেন ১) হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর। ২) এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর। ৩) তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। ৪) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। বুখারীর কিতাবুত তাফসীরের অত্র হাদীস থেকে বাহ্যত বুঝা যায় রাসূল +-এর উপর সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয়। উপরোক্ত উভয় হাদীসের বিভ্রান্তি নিরসন করে বলেন যে, বুখারী শরীফের কিতাবুত

১২১ মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী, *আল-জামিউস সহীহ*, ১ম খ, পৃ. ৩।

তাফসীরে বর্ণিত জাবির (রা.)-এর রিওয়ায়াতটি সংক্ষিপ্ত, তাতে দুটি বাক্য বর্ণনা করা হয়নি। 'ওহীর সূচনা' অধ্যায়ে ইমাম জুহরী সূত্রে ইমাম বুখারী (রহ.) একই রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন তাতে হযরত জাবির (রা.) সূরা মুদ্দাস্সির অবতরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল +-এর এ উক্তি সুস্পষ্টভাবে উলে-খ করেছেন:

واذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى

হঠাৎ আমি দেখি যে, হেরা গুহায় যে ফিরিশতা আমার কাছে এসেছিলেন তিনি এক কুরসীতে উপবিষ্ট।

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সর্বপ্রথম সূরা আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। তারপর সূরা মুদ্দাস্সির নাযিল হয়। অবশ্য এ কথা বললেও ভুল হবে না যে, ফাতরাতুল ওয়াহী (বা ওহীর সাময়িক স্থগিতের) পর সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্সির নাযিল হয়। সুতরাং হযরত জাবির (রা.) যে রিওয়ায়াতের মাঝে يا ايها المدثر সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে বলে উলে-খ করেছেন। এখানে এ উদ্দেশ্য হবে যে, ফাতরাতুল ওহীর পর এটাই ছিল সর্বপ্রথম আয়াত অথবা এটাও বলা যেতে পারে যে, সর্বপ্রথম পূর্ণভাবে যে সূরাটি নাযিল হয় সেটি ছিল সূরা মুদ্দাস্সির। কেননা সূরা আলাক পরিপূর্ণভাবে একবারে নাযিল হয়নি।[১২২]

কারও কারও মতে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ ওহী সূরা ফাতিহা। এ মতের অনুসারীগণ আবূ ইসহাকের সনদে বর্ণিত আবূ মাইসারার হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করে থাকে। হাদীসটি হলো:[১২৩]

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع الصوت انطلق هاربا. وذكر نزول الملك عليه وقوله قل: الحمد لله رب العالمين، الى اخرها.

তিনি (রাবী) বলেন, রাসূল + যখন শব্দ শ্রবণ করলেন তখন তিনি সেখান থেকে দ্রুত কদমে চলে গেলেন। আর এরপরই তাঁর নিকট ফিরিশতার আগমন ঘটে এবং তিনি তাঁকে বলেন পড়ুন! সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল-াহরই প্রাপ্ত। এভাবে সূরাটি শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়।

আল-ামা আনওয়ার শাহ কাশমিরী (রহ.) বলেন, হতে পারে অন্যান্য আয়াতের মতো সূরা ফাতিহাও দু'বার অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আলাক অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে একবার এবং পরে আবার অবতীর্ণ হয়েছে। তখন এ কথা মেনে নিতে হবে যে, সূরা ফাতিহা প্রথমবার কুরআনের অংশ হিসেবে অবতীর্ণ হয়নি বরং একজন ফিরিশতা রাসূল +-কে তা শ্রবণ করে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয়বার কুরআনুল

১২২ আল□ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ৫০।
১২৩ আবদুল□াহ আয-যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খ, পৃ. ২৬৪-২৬৫।

কারীমের অংশের মর্যাদা নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অবতীর্ণ হয়েছে।[১২৪] এছাড়া কাজী আবূ বকর তার الانتصار গ্রন্থে উপরোক্ত আবূ মাইসার হাদীসটিকে منقطع বলেছেন।[১২৫]

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনাগুলো দ্বারা বুঝা গেল যে, সূরা আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলোই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে, এটিই অধিকাংশের মতে শক্তিশালী রিওয়ায়াত।

সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত (اخر ما نزل):

সর্বশেষ কোন আয়াত নাযিল হয়েছে এ নিয়ে বিভিন্ন হাদীসের রিওয়ায়াত অনুযায়ী ১০টিরও বেশি মত পাওয়া যায়। এর মধ্যে কয়েকটি উলে-খ করা যেতে পারে।

ক) বুখারী ও মুসলিম (রহ.) বারা ইবন আযিব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

اخر اية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة.

অর্থাৎ লোকে আপনার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন– পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে আল-াহ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন।[১২৬]

খ) ইমাম মুসলিম (রহ.) ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন,

اخر سورة نزلت: اذا جاء نصر الله والفتح

নাযিলের দিক থেকে শেষ সূরা হচ্ছে, যখন আসবে আল-াহর সাহায্য ও বিজয়।[১২৭] এ সূরাটি রাসূল +-এর ওফাতের প্রতি ইঙ্গিতবহ সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। অথবা এটি সর্বশেষ অবতীর্ণ একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা।[১২৮]

গ) কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত,

اخر اية نزلت: لقد جاءكم رسول من انفسكم الى اخر السورة.

সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত, তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন।[১২৯] এ মতের খ-ন বলা যায় যে, এ আয়াত দুটি সূরা তাওবার সর্বশেষ অবতীর্ণ

১২৪ আল-ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ৫১।
১২৫ *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খ-, পৃ. ২৬৪-২৬৫।
১২৬ আল-কুরআন, *সূরা নিসা*, আয়াত: ১৭৬।
১২৭ আল-কুরআন, *সূরা নাসর*, আয়াত: ১।
১২৮ *মানাহিলুল ইরফান*, ১ম খ-, পৃ. ১০০।
১২৯ আল-কুরআন, *সূরা তাওবা*, আয়াত: ১২৮-১২৯।

আয়াত। এমনকি কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে, এ আয়াত দুটি মাক্কী। আর পূর্ণ সূরাটি মাদানী। অতএব এটিই সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হতে পারে না।[১৩০]

ঘ) ইমাম বুখারী (রহ.) ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন,[১৩১]

اخر اية نزلت اية الربا

সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতহচ্ছে সুদ বা রিবার আয়াত।

আল-াহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল-াহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও।[১৩২]

সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত,

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ * ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾

তোমরা সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল-াহর দিকে ফিরে যাবে। এরপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না।[১৩৩] ইমাম নাসাঈ তার সনদে ইবন আব্বাস (রা.) এবং ইবন উমর (রা.) থেকে এ মত বর্ণনা করেছেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল + ৮১ দিন বেঁচে ছিলেন। কোন বর্ণনায় ৯ দিন বেঁচে ছিলেন।[১৩৪]

ঙ) কেউ কেউ বলেন, সূরা মায়িদার আয়াত[১৩৫]

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।

---

১৩০ *মানাহিলুল ইরফান*, ১ম খ, পৃ. ১০০।
১৩১ জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খ, পৃ. ২৬।
১৩২ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ২৭৮।
১৩৩ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ২৮১।
১৩৪ *আল-বুরহান*, ১ম খ, পৃ. ২৬৬।
১৩৫ আল-কুরআন, *সূরা মায়িদা*, আয়াত: ৩।

এ প্রশ্নের জওয়াব হলো– উক্ত আয়াত হিজরতের দশম বর্ষের যিলহজ্জ মাসের আরাফার দিনে নাযিল হয়েছে। রাসূল + এরপর আরও দুই মাসের অধিক জীবিত ছিলেন। এ সময়ে কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াত নাযিল হয়। যেমন সূরা বাক্বারার ২৮১নং আয়াত:

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ*

এটি নবী +-এর ইন্তিকালের ৯ দিন পূর্বে নাযিল হয়। কাজেই দ্বীনের পূর্ণতা লাভের সাথে সাথে কুরআন মাজীদের আয়াত নাযিল হওয়া বন্ধ হয়নি। এখানে দ্বীনের পূর্ণতা লাভের অর্থ কুফর ও শিরকের উপর ইসলামের বিজয় লাভ। কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের উপর মুসলমানদের প্রাধান্য বিস্তার। মুসলমানদের নিজস্ব আবাসভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ।[১৩৬]

কাজী আবূ বকর তার الانتصار গ্রন্থে اخر ما نزل আলিমগণের বিভিন্ন মত উলে-খ করার পর বলেন,

وهذه الا قوال ليس فى شيئ منها ما رفع الى النى ﷺ

অর্থাৎ এ সকল মতের মধ্যে কোনটিই নবী + থেকে শ্রবণকৃত বর্ণনা নয়।[১৩৭]

নাসিখ ও মানসুখ (ناسغ ومنسوخ):

উলূমুল কুরআনের গুর“ত্বপূর্ণ ও বহুমুখী আলোচনা হলো নাসিখ ও মানসুখ্ ইসলামী শরীয়তকে বুঝাতে নাসিখ ও মানসুখের জ্ঞান সাহায্য করে। যা দ্বারা শরী'আতের পরস্পর বিপরীত বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় করা যায়। আল-াহ তা'আলা বলেন,

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا ؕ

অর্থাৎ আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।[১৩৮]

النسخ অর্থ হলো التبديل মানে পরিবর্তন করা। যেমন আল-াহ বলেন,

وَ اِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ

১৩৬ ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ৬৭।
১৩৭ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খ–, পৃ. ২৭।
১৩৮ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ১০৬।

আর যখন আমি এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য আয়াত উপস্থিত করি।[১৩৯] নুসখ-এর সংজ্ঞায় ইমাম যারকানী উলে-খ করেছেন:

رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى

অর্থাৎ শরী'আতের কোন হুকুম কোন দলীলের ভিত্তিতে তুলে নেয়াকে النسخ বলে।[১৪০] এর তাৎপর্য হলো আল-াহ তা'আলা কখনো কখনো কোন যুগের চাহিদানুযায়ী একটি শরঈ হুকুম জারী করেন। অতঃপর অন্য এক যুগে স্বীয় প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে সে হুকুমকে বিলুপ্ত করে এর স্থলাভিষিক্ত অন্য একটি হুকুম জারী করেন। এ ধরনের হুকুম পরিবর্তনকে 'নসখ' বলা হয়। এভাবে যে হুকুম বিলুপ্ত করা হয় সেটাকে মানসুখ এবং যে নতুন হুকুম প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেটাকে নাসিখ বলা হয়।[১৪১] সে কারণে কুরআন থেকে মানুষকে উপদেশ প্রদানের পূর্বে বক্তাকে অবশ্যই কুরআনের নাসিখ ও মানসুখ আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অপরিহার্য।

হযরত আলী (রা.) একদিন মসজিদে প্রবেশ করে এমন এক লোককে দেখতে পান যে তিনি মানুষকে ভয় প্রদর্শন করছেন। তখন আলী (রা.) বলেন, এই বক্তি মানুষদের উপদেশ দানকারী নয়। বরং সে বলে, আমি অমুকের পুত্র অমুক। অতএব তোমরা আমাকে চিনে নাও। এরপর আলী (রা.) উক্ত বক্তাকে নিকটে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কি জান কোনটি নাসিখ আর কোনটি মানসুখ? লোকটি বলল– না। তখন আলী (রা.) বললেন, তাহলে তুমি আমাদের মসজিদ থেকে বের হয়ে যাও। তুমি এখানে উপদেশ দিও না। হযরত আলী (রা.)-এর এ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, উপদেশ দানকারী ব্যক্তির জন্য নাসিখ এবং মানসুখের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।[১৪২]

নাসিখ-মানসুখের আয়াতের সংখ্যা কত তা নিয়ে উলামায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর মতে, মানসুখ আয়াতের সংখা ২০টি। শাহ ওয়ালী উল-াহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর মতে মানসুখ আয়াতের সংখ্যা ৫টি। ইবন সালামের মতে ২৩৮টি।

নিম্নে উদাহরণস্বরূপ নাসিখ-মানসুখের দুটি করে মোট চারটি আয়াত তুলে ধরা হলো:

১) আল-াহ তা'আলা বলেন,

---

১৩৯ আল-কুরআন, *সূরা নাহল*, আয়াত: ১০১।
১৪০ যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, ২য় খ, পৃ. ১৯১।
১৪১ আল□ামা তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৩৫।
১৪২ ড. মুহাম্মদ শফিকুল□াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১১৯।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾

অর্থাৎ তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে তার জন্য ওসিয়্যত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরি।[১৪৩] মীরাসের হুকুম আসার পূর্বে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয করা হয়েছিল যে, সে মৃত্যুর পূর্বে তার পরিত্যাক্ত সম্পদের ব্যাপারে অসিয়ত করে যাবে যে, তার পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে কতটুকু করে সম্পদ বণ্ট করবে? পরবর্তীতে মীরাসের আয়াত নাযিল হয়, সেটি হলো:

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ *...

আল-াহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন....[১৪৪] এ আয়াতটি উপরোক্ত অসিয়তের আয়াতকে মানসুখ করে দেয় এবং সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের মাঝে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভাগ বণ্টনের জন্য আল-াহ তা'আলা আইন-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে কারণে এখন আর মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত করা কোন ব্যক্তির জন্য ফরয নয়।[১৪৫]

২) আল-াহ তা'আলা বলেন,[১৪৬]

وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ * فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

অর্থাৎ পূর্ব এবং পশ্চিম আল-াহরই। অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও, সেদিকেই আল-াহ আছেন। নিশ্চয়ই আল-াহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। মুসলমানগণ পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করতেন পরবর্তীতে ক্বিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাযিল হয় এবং কাবা শরীফকে নতুন ক্বিবলা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে আল-াহ বলেন,[১৪৭]

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ....

অর্থাৎ এখন আপনি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ কর। অত্র আয়াত দ্বারা পূর্বোক্ত আয়াতটি মানসুখ হল। যার দ্বারা বাইতুল

১৪৩ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ১৮০।
১৪৪ আল-কুরআন, *সূরা নিসা*, আয়াত: ১১।
১৪৫ তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৪৩।
১৪৬ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ১১৫।
১৪৭ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ১৪৪।

মুকাদ্দাসের বদলে মাসজিদুল হরামকে নতুন ক্বিবলা নির্ধারণ করা হলো। নিম্নলিখিত ছকের মাধ্যমে নাসিখ ও মানসুখের সূরা ও আয়াত নং তুলে ধরা হলো। যা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) কাব্যিক রূপে উলে-খ করেছেন:[১৪৮]

ক্রঃ	মানসুখ বা রহিত আয়াত	নাসিখ বা রহিতকারী নতুন আয়াত
১.	সূরা বাক্বারা : ১১৫	সূরা বাক্বারা : ১৪৪
২.	সূরা বাক্বারা : ১৮০	সূরা নিসা : ৭
৩.	সূরা বাক্বারা : ১৮৩	সূরা বাক্বারা : ১৮৭
৪.	সূরা বাক্বারা : ১৮৪	সূরা বাক্বারা : ১৮৫
৫.	সূরা বাক্বারা : ২১৭	সূরা তাওবা : ৩৬
৬.	সূরা বাক্বারা : ২৪০	সূরা বাক্বারা : ২৩৪
৭.	সূরা বাক্বারা : ২৮৪	সূরা বাক্বারা : ২৮৬
৮.	সূরা আলে ইমরান : ১০২	সূরা তাগাবুন : ৩৬
৯.	সূরা নিসা : ১৫	সূরা নূর : ২
১০.	সূরা নিসা : ৩৩	সূরা আনফাল : ৭৫
১১.	সূরা মায়িদাহ : ২	সূরা তাওবা : ৩৬
১২.	সূরা মায়িদাহ : ১০৬	সূরা তালাক্ব : ২
১৩.	সূরা আনফাল : ৬৫	সূরা আনফাল : ৬৬
১৪.	সূরা তাওবাহ : ৪১	সূরা তাওবাহ : ৯১, ১২২; সূরা নূর : ৬১
১৫.	সূরা নূর : ৩	সূরা নূর : ৩২
১৬.	সূরা মুজাদালাহ : ১২	সূরা মুজাদালাহ : ১৩
১৭.	সূরা মায়িদাহ : ৪২	সূরা মায়িদাহ : ৪৯
১৮.	সূরা মুমতাহিনা : ১০	সূরা তাওবাহ : ৫
১৯.	সূরা মুয্যাম্মিল : ২	সূরা মুয্যাম্মিল : ২০
২০.	সূরা আহযাব : ৫২	সূরা আহযাব : ৫০

১৪৮ জালালুদ্দিন আবদুর রহমান আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, (কায়রো: দার ল হাদীস, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৫৫

নাসিখ-মানসুখের ব্যাপারে মতানৈক্যঃ

নুসখ বৈধ বা অবৈধ হওয়ার মাঝে মুসলিম এবং অমুসলিমদের মাঝে বিতর্ক রয়েছে। যেমন আবূ মুসলিম ইস্পাহানীর মতে, যুক্তির আলোকে নুসখ বৈধ হলেও শরী'আতের দৃষ্টিতে নুসখ অবৈধ। কোন কোন বর্ণনামতে তিনি শুধু কুরআনে নুসখ সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করেন, তারা দলীল দেন। যেমন আল-াহ বলেন,

لَّا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿۴۲﴾

অর্থাৎ (এ কুরআনের) সামনের দিক অথবা পেছনের দিক থেকে কোন বাতিল আগমন করে না। এটা প্রজ্ঞাময় ও প্রসংসিতের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।[১৪৯] এই উপস্থাপিত দলীলের জবাবে বলা যায় যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো কুরআনের পূর্বে এমন কোন গ্রন্থ আসেনি যা তাকে বাতিল করে। আর তার আগমনের পরেও এমন কোন গ্রন্থ আসবে না যা তাকে বাতিল করবে।[১৫০]

ইহুদীদের ধারণা হলো, আল-াহ তা'আলার আহকামের মাঝে 'নসখ' হতে পারে না। কেননা তাদের ধারণা অনুযায়ী 'নসখ' মেনে নেয়ার অর্থ হলো এ কথা স্বীকার করা যে, আল-াহ তা'আলাও সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন (নাঊযুবিল-াহ)। অর্থাৎ আল-াহ প্রথমে একটি বিধান উত্তম মনে করে জারী করেছেন, পরে তার ভুল বুঝতে পেরে অন্য হুকুম জারী করেছেন। পরিভাষায় যাকে বলে بُدَاء বা বোধদয়। ইহুদীদের এই মত মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় এই জন্য যে, বাইবেলে এসেছে, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর শরী'আতে একই সময়ে দুই বোনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা বৈধ ছিল যে কারণে হযরত ইয়াকুব (আ.) দুই স্ত্রী 'লাইয়্যা' ও 'রাহিল' পরস্পর সহদোরা বোন ছিলেন। কিন্তু মুসা (আ.)-এর শরী'আতে এটাকে অবৈধ করা হয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর শরী'আতে বিচরণকারী যে কোন প্রাণীই হালাল ছিল। কিন্তু মুসা (আ.)-এর যুগে অনেক প্রাণী হারাম করা হয়েছে। মুসা (আ.)-এর শরী'আতে তালাকের সাধারণ অনুমতি ছিল। কিন্তু ঈসা (আ.)-এর শরী'আতে যিনার অপরাধ ব্যতিত অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অনুমতি ছিল না। মোট কথা বাইবেলের নতুন ও পুরাতন অঙ্গীকারপত্রে এরকম বিশটি উদাহরণ পাওয়া যায়, যেগুলোতে নতুন হুকুম দ্বারা পুরাতন হুকুম মানসুখ (রহিত) করা হয়েছে।[১৫১] সুতরাং ইহুদীদের এ দাবী শুধু ভ্রান্তই নয় বরং হাস্যকর।

---

১৪৯ আল-কুরআন, *সূরা ফুস্সিলাত*, আয়াত: ৪২।
১৫০ ড. মুহাম্মদ শফিকুল াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১২৪।
১৫১ তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৩৫-১৩৭।

অপরদিকে রাফেযী সম্প্রদায় আল-াহর জন্য البَدَاء বা বোধদয় হওয়া বৈধ মনে করার সাথে সাথে নুসখও বৈধ মনে করে, যে কারণে তারা নুসখ ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রমকারী। কেননা তারা নুসখ-এর ক্ষেত্রে ইহুদীদের সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণকারী।[১৫২]

তারা দলীল দেন যেমন আল-াহ বলেন,

يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ ۚۖ وَ عِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿٣٩﴾

অর্থাৎ আল-াহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন। আর মূল গ্রন্থ তার কাছেই রয়েছে।[১৫৩] এ আয়াত দ্বারা রাফেযীরা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আল-াহ তা'আলার নিকট যখন কোন হুকুম রহিত করে দেওয়ার হিকমত প্রকাশিত হয় তখন তা বাতিল করেন। আবার যখন বহাল রাখার পক্ষে হিকমত প্রকাশিত হয় তখন তিনি তা বহাল রাখেন।[১৫৪] রাফেযী সম্প্রদায়ের কথার জবাব এভাবে দেয়া যায় যে, উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল-াহ তা'আলা তার ইচ্ছা, জ্ঞান এবং হিকমত অনুসারে তার শরী'আতের পরিবর্তন সাধন করে থাকেন। এ পরিবর্তন বাহ্যিকভাবে হয়ে থাকে, আল-াহ তা'আলার জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয় না। কেননা এ আয়াতেই আল-াহ বলেন,

وَ عِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿٣٩﴾

অর্থাৎ উম্মুল কিতাব তথা মূল গ্রন্থের কোন পরিবর্তন হয় না।[১৫৫]

নুসখ-এর ক্ষেত্রে অধিকাংশ (جمهور-এর) মতামতঃ

جمهور বা অধিকাংশ আলিমদের মতে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে نسخ বৈধ।[১৫৬] যেমন আল-াহ বলেন,

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا ؕ

অর্থাৎ আমি কোন আয়াত রহিত করে দিলে অথবা বিস্মৃত করে দিলে তদপেক্ষ উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।[১৫৭] আল-াহ আরো বলেন,

وَ اِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ

---

১৫২ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ২৩৪।
১৫৩ আল-কুরআন, *সূরা রাআদ*, আয়াত: ৩৯।
১৫৪ ড. মুহাম্মদ শফিকুল াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১২২।
১৫৫ যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, ২য় খ, পৃ. ১৯৯-২০০।
১৫৬ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ২৩৬।
১৫৭ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ২৩৬।

আর যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি।[১৫৮] নুসখ বৈধ না হলে হযরত মুহাম্মাদ +-এর সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির জন্য প্রবর্তিত হতো না। আর অন্যান্য শরীয়তকে মানসুখ করাও বৈধ হতো না। অথচ বিষয়টি অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত।[১৫৯]

আল-াহ তা'আলার উপর কোন কাজ আবশ্যক নয়। তিনি তাঁর ইচ্ছায় স্বাধীন ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যখন যা ইচ্ছা তাই করেন। বান্দাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী আদেশ-নিষেধ করতে পারেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন বিষয়ের নির্দেশ করতে পারেন আবার অবস্থার পরিবর্তন সাপেক্ষে তা নিষেধও করতে পারেন।[১৬০]

اعجاز القران বা কুরআনের মু'জিযা:

উলূমুল কুরআনের গুর"ত্বপূর্ণ আরেকটি পাঠ হলো اعجاز القران বা কুরআনের অলৌকিকতা। বহুবিধ জ্ঞানের সমাহার এই কুরআনুল কারীম মুহাম্মাদ +-এর উপর অবতীর্ণ চিরন্তন মু'জিযা। মু'জিযা এমন বস্তু, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বা সমবেতভাবে যার অনুরূপ বস্তু তৈরি করতে অক্ষম। অথবা মু'জিযা এমন বস্তু, যা প্রকৃতির চিরন্তন নীতির বহির্ভুত। আল-াহ তা'আলা তার নবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য তার নবীর হাতে মু'জিযা দান করেন।[১৬১] যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী রাসূলের আগমন ঘটবে না, তাই কুরআনুল কারীম চিরন্তন মু'জিযা হিসাবে পৃথিবীর মানুষের সামগ্রিক ও বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিবে। আল-াহ তা'আলা বলেন,

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٣﴾ فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

অর্থাৎ তারা (কাফিরা) কি বলে, তিনি (মুহাম্মদ) এই কুরআন নিজে রচনা করেছেন? বলুন, তোমরা কাফিররা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমরা এ কুরআনের মতো দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং আল-াহ ব্যতিত অপর যাকে পার ডেকে আন। (হে মুহাম্মাদ) যদি তারা (কাফিররা) আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখুন, এটা আল-াহরই ইলম হতে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নেই।[১৬২]

রাসূল + বলেন,

---

১৫৮ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ২৩৬।
১৫৯ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ২৩৬।
১৬০ ড. মুহাম্মদ শফিকুল াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১২৪।
১৬১ ড. মুহাম্মদ শফিকুল াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১২৮।
১৬২ আল-কুরআন, *সূরা হূদ*, আয়াত: ১৩-১৪।

ما من الانبياء من نبى الا قد اعطى من الايات ما مثله امن عليه البشر. وانما كان الذى او تيته وحيا اوحى الله الى فارجو ان اكون اكثرهم تابعًا يوم القيامة.

প্রত্যেক নবীকে এমন মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে যা সে যুগের বা পূর্ববর্তী নবীর মু'জিযার অনুরূপ ছিল। তার উপর সে যুগের মানুষ ঈমান গ্রহণ করে। আর আমাকে যা প্রদান করা হয়েছে, তা হচ্ছে ওহী। আল-াহ আমার নিকট এ ওহী প্রেরণ করেন। এজন্য আমি প্রত্যাশা করি, কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে তুলনায় অধিক।[১৬৩]

اعجار এবং معجزة শব্দদ্বয় عجر ধাতু হতে উৎপন্ন। যার অর্থ হলো– কোন কিছুকে অপরাগর করা বা অক্ষম করা।[১৬৪]

আল-ামা যারকানী বলেন,

إعجاز القرآن مركب إضافي، معناه بحسب أصل اللغة: إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به. فهو من إضافة المصدر لفاعله والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف للعلم به والتقدير: إعجاز القرآن خلق الله عن الإتيان بما تحداهم به.

অর্থাৎ القران শব্দটি مضاف এবং إعجاز القرآن শব্দটি مركب إضافي। অর্থাৎ إعجاز শব্দটি مضاف اليه। শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে ইজাযুল কুরআন অর্থ হচ্ছে– আল-কুরআন তাদেরকে তার অনুরূপ কুরআন তৈরি করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছে, তারা তা তৈরি করতে অক্ষম হওয়ায় কুরআন মাখলুকের অক্ষমতা প্রমাণ করেছে। অতএব এটা হচ্ছে مصدر-কে তার فاعل-এর দিকে اضافت করা। مفعول এবং فعل-এর সাথে সংশি-ষ্ট বস্তু জানা থাকার কারণে সেগুলিকে উহ্য রাখা হয়েছে। উহ্য বাক্যটির পূর্ণ অর্থ কুরআন আল-াহর মাখলুককে তার চ্যালেঞ্জ অনুসারে আয়াত সৃষ্টি থেকে অপারগ করে।[১৬৫]

মুহাম্মদ ইবন হাসান ইবন আকীল মূসা বলেন,

اعجاز القران: ارتقاعه فى البلاغة الى ان يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته على ما هو الراى الصحيح لا الاخبار عن المغيبات ولا عدم التناقض والاختلاف ولا الاسلوب الخاصر ولا صرف العقول عن المعارضة.

---

১৬৩ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খ, পৃ. ১১৬।
১৬৪ ড. মুহাম্মদ শফিকুল াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১২৮।
১৬৫ যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, ২য় খ, পৃ. ৩৫৪।

অর্থাৎ ইজাযুল কুরআন বলতে বুঝায় আয়াত অলংকারের দিক থেকে কুরআন মাজীদ এমন উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন যে, তা মানবীয় সামর্থের উর্ধ্বে এবং তা মানুষকে তার মুকাবিলায় অক্ষম করে দেয়। ইজাযুল কুরআনের এটাই বিশুদ্ধ সংজ্ঞা। ইজাযুল কুরআন বলতে অদৃশ্য বস্তুসমূহের খবর দেয়া নয়, কুরআনে বর্ণিত বিষয়সমূহের পরস্পর বিরোধ ও পার্থক্য না থাকাও নয়। বিশেষ বর্ণনাভঙ্গিও নয় এবং মানবীয় জ্ঞানসমূহকে কুরআনের মুকাবিলা থেকে বিমুখ করে দেওয়া নয়।[১৬৬] কুরআন মাজীদের অভিনব রচনাশৈলী তদানিন্তন আরবদের রচনাশৈলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি কোন পদ্যও নয় আর গদ্যও নয়। যে কারণে আরবের কবি-সাহিত্যিক, পন্ডিত ও ভাষাবিদরা কুরআনের রচনাশৈলী দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় এবং অকপটে কুরআনুল কারীমের অলৌকিকতাকে স্বীকার করে নেয়। যেমন আল-াহ বলেন,[১৬৭]

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿٨٨﴾

অর্থাৎ (মুহাম্মাদ), আপনি বলুন! যদি এ কুরআনের মত অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং এতে একে অপরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ (গ্রন্থ) আনয়ন করতে পারবে না।

কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ সকলের প্রতি। অবতরণ যুগের এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল জ্ঞানী-গুণী এ চ্যালেঞ্জের মধ্যে শামিল।

কাফিররা যখন উপরোক্ত আয়াতের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ব্যর্থ হল এবং চুপসে গেল, অতঃপর আল-াহ নিজের চ্যালেঞ্জের জবাব নিজেই দিলেন, যেমন তিনি বলেন,[১৬৮]

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

অর্থাৎ যদি তোমরা (কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা) উপস্থিত করতে না পার এবং কখনোই তোমরা কুরআনের ন্যায় কোন সূরা উপস্থিত করতে পারবে না। সুতরাং সেই আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

---

১৬৬ মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন আকীল মুসা, *ইজাযুল কুরআনিল কারীম বায়ানাল ইমাম আস-সুয়ূতী ওয়াল-উলামা: দিরাসাতুন নাকদিয়্যাহ ওয়া মুকারানাহ* (জিদ্দা: দারুল আনদূসুল খারা, ১৪১৭হি./ ১৯৯৭খৃ.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫৩।
১৬৭ আল-কুরআন, *সূরা বনী ইসরাঈল*, আয়াত: ৮৮।
১৬৮ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ২৩।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন,

فان لم تفعلوا يعنى فيما مضى ولن تفعلوا يعنى تطيقوا ذلك فيما يأتى والوقف على هذا على "صادقين" تام.

অর্থাৎ তারা (কাফিররা) অতীতে কখনও সক্ষম হয়নি আর ভবিষ্যতেও কখনও (কুরআনে চ্যালেঞ্জের) মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। আর উক্ত আয়াতে صادقين-এর পরিপূর্ণ ওয়াকফ করা হয়েছে।[১৬৯]

মুহাম্মাদ আলী সাবূনী বলেন যে, শায়খ মুহাম্মাদ আল-বান্না বলেছেন,

واذا كان قد ر جرت خوارق للعادات على يد النبى ﷺ غير القران كما ورد فى صحاح الستة فان النبى ﷺ لم يتخذ بها. بل كان التحدى بالقران وحده. ولهذا كان القران معجزة الرسول التى توىد رسالته وتشرق فى قلوب الذين اتبعوا من المؤمنين.

অর্থাৎ নবী মুহাম্মাদ +-এর হাতে কুরআন মাজীদ ছাড়া আরও অনেক মু'জিযা প্রকাশ লাভ করেছে। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এগুলোর বর্ণনা এসেছে। কিন্তু নবী + এগুলো দ্বারা তার নবুওয়তের পক্ষে চ্যালেঞ্জ করেননি। তিনি শুধু কুরআনকেই চ্যালেঞ্জরূপে উলে-খ করেছেন। ফলে কুরআন মাজীদ তার মু'জিযা। এটি তার রিসালাতের সহায়ক এবং তার অনুসারী মুমিনগণের অন্তরকে আলোক উদ্ভাসিতকারী।[১৭০]

আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾

অর্থাৎ যদি কুরআন আল-াহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে রচিত হতো তবে তারা তাতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।[১৭১] মানুষের কথা, চিন্তা, উপস্থিত তথ্য, বাচনভঙ্গি ইত্যাদির মধ্যে এ ধরনের সামঞ্জস্য পাওয়া অসম্ভব।[১৭২] কুরআনুল কারীমের অর্থ ও ভাবগাম্ভীর্য উপলব্ধি সহকারে পাঠকারী ব্যক্তি কুরআনের অলৌকত্ব খুঁজে পাবে। এ প্রসঙ্গে বৈয়াকরণিক আল-আসমাঈর (জন্ম ৭৪০হি. এবং মৃত্যু ৮২৮হি.) জীবনের একটি ঘটনা উলে-খযোগ্য। তিনি একদিন এক সুদর্শনা বেদুইন বালিকাকে কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেন এবং ঐ কবিতার বিশুদ্ধ শব্দ, ভাষা অংকার এবং সুর মুর্ছনা এ কথা শুনে বালিকাটিকে বলে উঠলেন– কতইনা বিশুদ্ধভাষিনী! বালিকাটি বলে উঠল তোমার জন্য পরিতাপ,

---

১৬৯ আবু আবদুল াহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী, *আল-জামে লি আহকামিল কুরআন* (কায়রো: দার ল হাদীস, ১৪৩১হি./২০১০খ্রি.), ১ম খ , পৃ. ২২৫।

১৭০ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৯২।

১৭১ আল-কুরআন, *সূরা নিসা*, আয়াত: ৮২।

১৭২ ড. মুহাম্মাদ শফিকুল াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৩৮।

আল-াহ তা'আলার বাণীর পর এ কবিতাটি কি বিশুদ্ধ ভাষা বলে পরিগণিত হতে পারে? যেমনটি আল-াহ বলেন,

وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَ لَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧﴾

আমি মূসা (আ.)-এর মাকে আদেশ পাঠালাম, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। এরপর যখন তুমি মূসা সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং তাতে ভয় করো না, দুঃখও করো না, আমি অবশ্যই (মূসাকে) তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলগণের একজন করব।[১৭৩] এর পর বালিকাটি উক্ত আয়াতের ইজায উলে-খ করে বলল, আয়াতে দুটি আদেশ– ارضعيه তাকে দুধ পান করাও, আর فالقيه فى اليم দরিয়ায় নিক্ষেপ কর। আয়াতে দুটি নিষেধ– لا تخف ولا تحزن ভয় করো না আর দুঃখও করো না। আয়াতে দুটি সংবাদ–

رده اليك وجاعلوه من المرسلين মূসাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে নবীগণের অন্তর্ভুক্ত করব– একই সাথে সন্নিবেশ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক আসমাঈ বালিকার এ উক্তি শুনে তার উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও উপলব্ধি দেখে স্তম্ভিত হলেন।[১৭৪]

ড. মরিস বুকাইলী বলেন, কুরআনের যে কোন পাঠকের নিকট যে বিষয়টি বড় হয়ে ধরা পড়বে তা হলো– কুরআনে প্রকৃতি তথা বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা প্রাচুর্য। বস্তুত কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিশ্বসৃষ্টি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূম-ল গঠনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের ব্যাখ্যা ও বিশে-ষণ, পশু প্রজাতি, উদ্ভিদ জগৎ এবং মানব প্রজন্ম প্রভৃতি বিষয়ে এত অধিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, এসব আলোচনায় বাইবেলে ভুলের পরিমাণ পর্বতসম। সেখানে কুরআনের কোন আয়াতে একটি মাত্র ভুলও খুঁজে পাইনি।[১৭৫]

جدل القران কুরআনুল কারীমের বিতর্ক পদ্ধতি:

الجدل ও الجدال শব্দদ্বয়ের অর্থ বির-দ্ধবাদীদের অভিযোগের ভিত্তিতে বিতর্ক করা এবং বিজয়ের লক্ষ্যে একে অপরের মুখোমুখি হওয়া। الجدال শব্দটি مفاعلة باب-এর مصدر (ক্রিয়ামূল), অর্থ–

১৭৩ আল-কুরআন, *সূরা ক্বাসাস*, আয়াত: ৭।
১৭৪ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ১১৫।
১৭৫ ড. মরিস বুকাইলী, *বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯খ্রি.), পৃ. ১৯৬।

ভীষণ ঝগড়া করা, যেমন কেউ বলে, আমি অত্যন্ত কঠিন ঝগড়া করলাম।[১৭৬] এভাবে مجادلة-এর অর্থ দাড়ায়– বিতর্ককারী উভয় পক্ষ তাদের মতামত দ্বারা একে অপরকে বেঁধে ফেলতে চায়।[১৭৭] কুরআনের অনেক স্থানে جدال, جدل, مجادلة শব্দটি এসেছে, তার মধ্যে– ঝগড়া, বিবাদ মীমাংসার বিতর্ক এবং হজ্জ বিষয়ক মাসআলা শিক্ষাদানের জন্য ৮বার এসেছে। পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের শুর“ থেকে বিতর্ক বিদ্যমান ছিল। বিশেষ করে গ্রিক সভ্যতার সময় ক্লিওন, ডায়োডটাস, সিসেরোর মত ব্যক্তিরা সে যুগে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কার্যক্রমের ভাল-মন্দ বিচার করতেন, সুপারিশ করতেন জনসম্মুখে বিতর্ক করে।[১৭৮] বিতর্ক মানব প্রকৃতির একটা অংশ।

১৭৬ ইবনে মানজুর, *লিসানুল আরাব* (বৈরূতঃ দার“ সাদির, ২০০৪খ্রি.), খ”. ৩, পৃ. ৯৭-৯৮।
১৭৭ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ২৯৪।
১৭৮ Copyright@ 2016 10 minute school.

যেমন আল-াহ বলেন,

وَ كَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَیْءٍ جَدَلًا ﴿۵۴﴾

অর্থাৎ আর মানবজাতি অধিকাংশ বিষয়ে বিতর্ককারী।[১৭৯]

বাতিলপন্থী মতবাদের জবাব দেওয়ার জন্য আল-াহ তা'আলা শক্তিশালী দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যাতে বির"দ্ধবাদীরা মহাসত্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। হযরত মুহাম্মাদ +-কে আল-াহ তা'আলা মুশরিকদের সাথে সুন্দর পদ্ধতিতে বিতর্ক করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তাদের অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। যেমন আল-াহ বলেন,

اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ

হে রাসূল! আপনি আপনার প্রভুর দিকে লোকদের আহ্বান কর"ন হিকমত ও সুন্দর উপদেশমালার মাধ্যমে, আর তাদের সাথে অতীব সুন্দর পন্থায় বিতর্ক কর"ন।[১৮০] উক্ত আয়াতে হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। র"হুল মা'আনীতে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হিকমতের তাফসীরে বলা হয়েছে– انها الكلام الصواب الواقع من النفس اجمل موقع, অর্থাৎ এমন বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয় যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। আর جَادِلْهُمْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ-এর অর্থ হল– যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তর্ক বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং সে হঠকারীতার পথ পরিহার করে।[১৮১]

কুরআনের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক শুধু মুসলমানদের সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে কুরআনে বিশেষভাবে বলা হয়েছে–

وَ لَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ

১৭৯ আল-কুরআন, *সূরা কাহাফ*, আয়াত: ৫৪।

১৮০ আল-কুরআন, *সূরা আন-নাহল*, আয়াত: ১২৫।

১৮১ মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন*, অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, (মদীনা মুনাওয়ারা: খাদেমূল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ্ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩হি.), পৃ. ৭৬১।

আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে বিতর্ক করো না।[১৮২] হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-কে ফিরাউনের মতো অবাধ্য কাফিরের সাথেও নম্র আচরণ করার নির্দেশ দিয়ে আল-াহ বলেছিলেন–

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا

অতঃপর তোমরা ফিরাউনের সাথে উত্তম নম্রভাবে কথা বল।

একইভাবে আল-াহ তা'আলা মুহাম্মাদ +-কে বলেন,

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

আমি যখন কোন জাতির নিকট কোন রাসূল পাঠিয়েছি তখন তিনি নিজ জাতির ভাষাতেই পয়গাম পৌঁছিয়েছেন। যেন তিনি তাদের খুব ভালভাবে কথা প্রকাশ করে বলতে পারেন।[১৮৩] সহজ সরল ও স্পষ্ট ভাষায় যিনি দলীল উপস্থাপন করতে অক্ষম তিনিই জটিল বক্তব্যের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি অধিকাংশ লোকের বোধগম্য করে স্পষ্ট কথা বলতে সক্ষম তিনি এমন জটিল বক্তব্যের অবতারণা করেন না, যা শুধু কম সংখ্যক লোক বুঝতে পারে। এ কারণেই আল-াহ তা'আলা মাখলুকের সাথে বিতর্কমূলক সম্বোধন অতি স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছেন, যাতে সাধারণ মানুষ তা অনুধাবন করে সন্তুষ্ট হতে পারে এবং আল-াহর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত দলীলও প্রমাণিত হয়। আর বিশেষ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও সেসব বিষয় সহজে বুঝতে পারেন।[১৮৪] যেমন– হযরত ইবরাহীম (আ.) নমর"দের সাথে বিতর্কের সময় আল-াহ তা'আলার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলেন,

رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ

অর্থাৎ আমার রব তিনিই, জীবন ও মৃত্যু যার ইখতিয়ারর্ভুক্ত রয়েছে।[১৮৫]

১৮২ আল-কুরআন, *সূরা আনকাবূত*, আয়াত: ৪৬।
১৮৩ আল-কুরআন, *সূরা ইবরাহীম*, আয়াত: ৪।
১৮৪ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ২য় খ", পৃ. ১৩৪।
১৮৫ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ২৫৮।

তখন অহংকারী নমরূদ বলে উঠল–

اَنَا اُحْيٖ وَ اُمِيْتُ

অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু তো আমার ইখতিয়ারভুক্ত রয়েছে।[১৮৬] অতঃপর নমরূদ এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসার হুকুম প্রদান করলেন যাকে কতল করা ছিল অবশ্যম্ভাবী এবং তাকে মুক্ত করে দিলেন। এরপর এমন এক ব্যক্তিকে কতল করে দিলেন যাকে কতল করা আবশ্যক ছিল না। এতে হযরত ইবরাহীম (আ.) অনুধাবন করলেন যে, নমরূদ জীবন ও মৃত্যুর অর্থই বুঝে না। অথবা তা বুঝে কিন্তু সে একর্মে ভুলে পতিত হয়েছে। তখন তিনি এ যুক্তি ছেড়ে দিয়ে অপর এমন এক যুক্তি উপস্থাপন করলেন, যা থেকে তার নিষ্কৃতি কোন পথ নেই। যেমন আল-হ বলেন,

فَاِنَّ اللهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ

অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) বললেন, তাই যদি হয় তবে আল-হ তো সূর্য পূর্ব দিক থেকে প্রকাশ করেন, তুমি ওটাকে পশ্চিম দিক থেকে প্রকাশ করে দেখাও। এ কথা শুনে নমরূদ নিরুত্তর ও বিমূঢ় হয়ে গেল।[১৮৭]

এ আয়াতে আমরা দেখতে পাই ইবরাহীম (আ.) নমরূদের সাথে বিতর্কের সময় তার স্থুলবুদ্ধি দেখে একটি সূক্ষ্ম যুক্তি পরিত্যাগ করে স্থুল যুক্তির প্রতি প্রত্যাবর্তন করে তাকে নিস্তব্ধ ও নির্বাক করে দিলেন।[১৮৮]

কুরআন মাজীদে বর্ণিত বিতর্কের আরো নমুনা হল, যেমন আল-হ বলেন,[১৮৯]

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۲۱﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً ۪ وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۲﴾

হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের এমন রবের ইবাদাত কর যিনি তোমাদের ও পূর্ববর্তীতেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার। যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা ও আসমানকে ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন, আর আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের রিযিক স্বরূপ ফল-ফলাদি সৃষ্টি করেন। সুতরাং তোমরা জেনে বুঝে তার অংশীদার স্থাপন করো না। অত্র আয়াতে

---

১৮৬ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াতঃ ২৫৮।
১৮৭ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াতঃ ২৫৮।
১৮৮ ড. মুহাম্মদ শফিকুল□াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৭৭।
১৮৯ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াতঃ ২১-২২।

আল-াহ তা'আলা সকল মানবকে সৃষ্টি কর্তা এবং রিযিকের ব্যবস্থাপনার ধারণা দিয়ে তার ইবাদাত করতে বলেছেন। এরপর আল-াহ বলেন,[১৯০]

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿٣٦﴾ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾ اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَ لَكُمُ الْبَنُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٠﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤١﴾ اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ؕ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ﴿٤٢﴾ اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٣﴾

অর্থাৎ ওরা কি স্রষ্টা ব্যতিত হয়েছে, না ওরা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি ওরা আকাশম"লী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং ওরাতো অবিশ্বাসী। তোমার প্রতিপালকের ভা"ার কি ওদের নিকট রয়েছে, না ওরা এ সমুদয়ের নিয়ন্ত্রক? না কি ওদের কোন সিঁড়ি আছে যাতে আরোহন করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের সে শ্রবণকৃত সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন কর"ক! তবে কি কন্যা সন্তান তার জন্য আর পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য? তবে কি তুমি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, ওরা এটাকে এক দুই নাকি অদৃশ্য বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান আছে যে, ওরা একে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করবে? নাকি অদৃশ্য বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান আছে যে, ওরা এ বিষয়ে কিছু লেখে? অথবা ওরা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে কাফিররাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার। না কি আল-াহ ব্যতীত ওদের অন্য কোন ইলাহ আছে? ওরা যাকে শরীক স্থির করে আল-াহ তা হতে পবিত্র। উক্ত আয়াতে আল-াহ এমন সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যেগুলোর জবাব প্রশ্ন উত্থাপনকারী কাফিরদের কাছে নেই। বিতর্কের ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণকারী কাফিররা বিতর্কের ক্ষেত্রে আল-াহর উত্থাপিত প্রশ্নের সদুত্তর দিতে কোন ক্রমেই সক্ষম নয়। ফলে প্রমাণিত হয় যে, আল-াহ এক এবং একক।[১৯১]

পবিত্র কুরআনে সকল প্রকার দলীল প্রমাণের সমাবেশ ঘটেছে; এমন কোন দলীল-প্রমাণ, সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস নেই যা পবিত্র কুরআনে উলে-খ করা হয়নি। যাতে করে স্পষ্ট ও সাধারণ প্রমাণ থেকে সাধারণ লোকেরা তাদের উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য বুঝ গ্রহণ করতে পারে এবং বিশেষ শ্রেণির লোকেরাও এর মধ্য দিয়ে এমন জ্ঞান লাভে ধন্য হতে পারেন, যা তাদের চাহিদার পরিপূরক।[১৯২]

امثال القران –কুরআনে উপমা প্রদানের পদ্ধতি:

---

১৯০ আল-কুরআন, *সূরা তূর*, আয়াত: ২৫-৪৩।
১৯১ ড. মুহাম্মদ শফিকুল াহ, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ১৮২।
১৯২ আবদুল াহ আয-যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, খ". ২, পৃ. ২৯-৩০।

উলূমুল কুরআনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হলো مثل বা উপমা– যার বহুবচন হলো– امثال। আরবী ভাষায় مَثَلٌ, مِثْلٌ, شِبْهٌ, شَبَهٌ– একটি আরেকটির অনুরূপ অর্থ প্রদান করে। যার আভিধানিক অর্থ হলো– তুলনা, সদৃশ্য, উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, উপমা, অনুরূপ ইত্যাদি।[১৯৩] مثل শব্দটি কুরআনে ১৭৯ জায়গায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী (রহ.) বলেন,[১৯৪]

والمثل عبارة عن القول فى شيئ يشبه قولاً فى شيئً اخر بينهما مشابهة.

মাসাল বা উপমা বলা হয়– বিষয় সম্পর্কিত এমন একটি কথা যা অপর বিষয় সম্পর্কিত আর একটি কথার সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ দুটি কথা পরস্পরের ব্যাখ্যা স্বরূপ। যেমন– ضيعت فى الصيف اللبن গ্রীস্মকালে তুমি দধি নষ্ট করে দিয়েছো। এ বাক্যটি অপর একটি বাক্য اهملت وقت الامكان امرك অর্থাৎ সম্ভাবনার সময় তুমি তোমার কাজটি নষ্ট করেছো। এখানে একটি বাক্য অপর বাক্যের ব্যাখ্যাদাতা।

ইমাম কুরতুবী বলেন,

وَالمِثْلُ والمَثَلُ والمَثِيْلُ واحد ومعناه الشبيه، هكذا قاله اهل اللغة.

ভাষাবিদগণের মতে আল-মাসাল, আল-মিসল, আল-মাসিল– একই ধরনের শব্দ। এদের অর্থ সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া।[১৯৫] আল-মাওয়ার্দী (রহ.) বলেন,

من اعظم علم القران علم امثاله والناس من غفلةٍ عنه لا شتغالهم بالامثال واغفالهم الممثلاتٍ، والمثل بلا ممثل كما لفرس بلا لجام والناقة بلازمام.

অর্থাৎ আল-কুরআনে ব্যবহৃত আমসালের জ্ঞান কিন্তু মানুষ এ বিষয়ে অলসতায় নিমজ্জিত। কারণ তারা শুধু উপমা নিয়েই মগ্ন, কিন্তু যে বিষয়ে উপমা দেয়া হয়েছে সে বিষয় সম্পর্কে তারা উদাসীন। অথচ শুধু উপমা এমন, যেমন লাগামহীন ঘোড়া ও রশিহীন উষ্ট্রী।[১৯৬]

---

১৯৩ ইবনে মানজুর আল-ইফরিকী, *লিসানুল আরাব* (বৈরূত: মুআস্সাসাতুত-তারীখিল আরাবী, ১৪১৩হি./১৯৯৩খ্রি.), খ. ৩, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২১।

১৯৪ হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ivwMe Avj-B¯úvnvbx, *Avj-gydivZv`Z dx Mvixwej KziAvb* (wgmi: Avj-gvKZvevZzZ ZvIdxwKq¨vn, Zv.we), c„. 478|

১৯৫ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, *আল-জামে লি আহকামিল কুরআন* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪১৫হি./১৯৯৫খ্রি.), খ. ১ম, পৃ. ২০৪।

১৯৬ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৫খ্রি.), খ. ৪র্থ, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১১৪।

মুহাম্মাদ ইবন আবদুল-াহ যারকাশী (রহ.) বলেন,

وضرب الامثال فى القران يستفاد منه امور كثيرة: التذكير والوعظ، والحث، ولزجر والاعتبار، والتقدير وترتيب المراد للعقل.

আল-কুরআনে মাসালা বা উপমা বর্ণনায় বহুবিধ ফায়দা নিহিত আছে। যেমন– উপদেশ দান করা, উৎসাহ দেয়া, ধমক প্রদান করা, শিক্ষা দান করা, কোন বিষয়কে জ্ঞানের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, অতীন্দ্রিয় বিষয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলা।[১৯৭] যেমন আল-াহ বলেন,

وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ﴿۲۷﴾

আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সকল প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[১৯৮]

এ কারণে আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন,

ان رسول الله ﷺ قال: ان القران نزل على خمسة اوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال. فاعلموا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وامنوا بالمتشابه واعتبروا بالامثال.

রাসূল + বলেন, কুরআন পাঁচটি বিষয়ের উপর অবতীর্ণ হয়। হালাল, হারাম, মুহকাম (সুস্পষ্ট), মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) এবং আমসাল বা উপমা। কাজেই তোমরা হালাল বস্তুগুলো জান, হারামগুলো থেকে বেঁচে থাক। মুহকামের অনুসরণ কর। মুতাশাবিহের উপর ঈমান রাখ এবং আমসাল থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।[১৯৯] আল-াহ তা'আলা কুরআনে অনেক উপমা প্রদান করেছেন। যেমন মুনাফিকদের উপমা দিয়েছেন অগ্নি এবং বৃষ্টির সাথে।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ﴿۱۷﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۱۸﴾ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ

১৯৭ মুহাম্মদ ইবন আবদুল াহ আয-যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, (বৈরূত: দার ল ফিকর, ১৪০৮হি./ ১৯৮৮খ্রি.), খ. ১ম, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫৭২।

১৯৮ আল-কুরআন, *সূরা যুমার*, আয়াত: ২৭।

১৯৯ মুহাম্মদ ইবন আবদুল াহ আয-যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, (বৈরূত: দার ল ফিকর, ১৪০৮হি./ ১৯৮৮খ্রি.), খ. ১ম, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫৭১।

অর্থাৎ তাদের (মুনাফিকদের) উপমা হলো ঐ ব্যক্তির মতো যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল, তা যখন চতুর্দিক আলোকিত করল, আল-াহ তখন তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন এবং তাদের ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন। তারা কিছুই দেখতে পায় না। তারা বধির, মূক ও অন্ধ; অতএব তারা ফিরবে না। কিংবা যেমন আকাশের ঘর মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। তারা বজ্রের গর্জন শুনে মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের কর্ণে আঙ্গুলি ঢুকিয়ে দেয়।[২০০] ইবন আবূ হাতিম এ আয়াত প্রসঙ্গে তার সনদে ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন,

هذا مثل ضربه الله المنافقين كانوا يعتزون بالاسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفئ فلما مائواسلبهم الله العز كما سلب عن صاحب النار ضوءه وتركهم فى ظلمات يقول فى عذاب.

অর্থাৎ এটি একটি মাসাল বা উপমা। আল-াহ এটি মুনাফিকদের জন্য বর্ণনা করেছেন। ওরা ইসলাম দ্বারা সম্মানিত হতো। মুসলমানগণ তাদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতো। তাদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বানাতো। বিনাযুদ্ধে লব্ধ গনীমতের মাল তাদের মধ্যে বণ্টন করত। কিন্তু মৃত্যুর পর আল-াহ মুনাফিকদের মান-সম্ভ্রম ছিনিয়ে নেন। যেমন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী আলো। অতঃপর আল-াহ মুনাফিকদেরকে অন্ধকারে তথা আযাবে ফেলে দেন।[২০১] ইমাম জারীর আত-তাবারী বলেন, উক্ত আয়াত দ্বারা উপমিত হয় যে মুনাফিকরা কখনো ঈমান আনেনি।[২০২]

দানশীল ব্যক্তির উপমা প্রদান করে আল-াহ বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল-াহর রাস্তায় ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজের মতো, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে। প্রত্যেক শীষে একশত শস্যকণা। আল-াহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল-াহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[২০৩] অপরদিকে মানুষকে দেখানোর জন্য দান করে তাদের উপমা প্রদান করে আল-াহ বলেন,

---

২০০ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ১৭-১৯।
২০১ আবদুর রহমান ইবন আলী ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, (বৈরূত: দার-ল কিতাবিল আরাবী, ১৪২২হি./২০০১খ্রি.), খ-. ১ম, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৭।
২০২ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ-. ৪র্থ, পৃ. ১১৫।
২০৩ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ২৬১।

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ

(যারা দেখানোর জন্য দান করে) তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে। এরপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিস্কার করে ফেলে। যা তারা (দান করে) উপার্জন (সওয়াব অর্জন) করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না।[২০৪] এ কারণে কুরআনুল কারীমে উপমার মাধ্যমে মানুষকে যে উপদেশ দান করা হয় তা তাদের অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে এবং নিষ্ঠামূলক কাজে উৎসাহিত করে। এটাই মূলত কুরআনে مثل বা উপমার অবতারণা। যেমন আল-াহ বলেন,

وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَ مَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿۴۳﴾

মানুষের জন্য আমি এ সকল দৃষ্টান্ত দেই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বুঝতে পারে।[২০৫]

علم تفسير والمفسرون –ইলমুত তাফসীর এবং মুফাস্সিরঃ

উলূমুল কুরআন বা কুরআনের জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি বিদ্যার নাম হলো– علم تفسير। প্রাথমিক যুগে কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যাকেই তাফসীর নামে অভিহিত করা হলেও পরবর্তীতে যুগের চাহিদার আলোকে এতে বহু শাখার সংযোজন ঘটেছে। রাসূল +-এর জীবদ্দশায় কুরআনের ব্যাখ্যা বিশে-ষণের প্রয়োজনীয়তা তেমন লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু রাসূল +-এর ইন্তিকালের পরে অনারব অঞ্চলে ইসলামের বিস্ড়তি ঘটলে নবদীক্ষিত মুসলমানগণ এ মহাগ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশে-ষণের মুখাপেক্ষী হয়। ফলে কালান্তরের পথপরিক্রমায় এ মহাগ্রন্থকে ঘিরে অসংখ্য তাফসীরগ্রন্থ রচিত হয়। এ কারণে বলা যায়– তাফসীরশাস্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞান, যার পরিধি বিস্ড়ত ও সম্প্রসারিত।[২০৬] এ تفسير শব্দটি فسر ধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ– উন্মুক্ত করা, খোলা, প্রকাশ করা, সুস্পষ্ট করা, বিশদভাবে বর্ণনা করা।[২০৭] যেমন আল-াহ বলেন,

وَ لَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَ اَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿۳۳﴾

২০৪ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ২৬৪।
২০৫ আল-কুরআন, *সূরা আনকাবূত*, আয়াত: ৪৩।
২০৬ ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, *কাজী নাসির-দ্দীন আল-বায়যাবী সমকালীন পরিবেশ জীবন ও তাফসীর চর্চা*, (রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, জুলাই ২০১০খ্রি.), পৃ. ৪৭।
২০৭ ইবনে মানজুর, *লিসানুল আরাব* (বৈরূত: দার-ল ফিকর, তা.বি), ৫ম খ-, পৃ. ৫৫-৫৬।

অর্থাৎ (হে নবী) তারা আপনার কাছে এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করে না যার সঠিক সমাধান ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দান করিনি।[২০৮] পরিভাষায় তাফসীর বলতে বুঝায়,

علم يبحث فيه عن كيفية النطق بالفاظ القران ومدلولاتها واحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب وتتماست لذالك.

অর্থাৎ যে শাস্ত্রে কুরআনুল কারীমের শব্দাবলীর বিশুদ্ধ উচ্চারণ, এর ভাবার্থ, শব্দগত ও বাক্যগত আহকাম এবং গোটা আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য জানা যায়। সাথে সাথে অর্থগত পূর্ণতা, নাসিখ-মানসুখ, শানে নুযূল ও অস্পষ্ট বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়, তাকে علم التفسير বা তাফসীর শাস্ত্র বলা হয়।[২০৯]

আল-ামা যারকাশীর মতে,

علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه.

তাফসীর এমন এক বিদ্যার নাম, যা দ্বারা মুহাম্মাদ +-এর উপর অবতীর্ণ কুরআনের অর্থগত ব্যাখ্যা, বিধি-বিধান এবং হিকমতসমূহ উদঘাটন করা যায়।[২১০] প্রাচীনযুগে তাফসীর শব্দের জন্য تاويل শব্দটির প্রচলন বেশি ছিল। تاويل শব্দটি الايالة বা الاول শব্দ থেকে নির্গত।[২১১] যার অর্থ– ফিরে আসা, রদবদল করা, প্রত্যাবর্তন করা ইত্যাদি। কুরআনে تاويل শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যেমন আল-াহ বলেন,

وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ

আল-াহ ছাড়া এর ব্যাখ্যা আর কেউ জানে না।

অন্য আয়াতে আল-াহ বলেন,

وَ مَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿۴۴﴾

২০৮ আল-কুরআন, *সূরা ফুরক্বান*, আয়াত: ৩৩।
২০৯ আল-ামা মুফতী তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ২৭৩।
২১০ আবু আবদুল-াহ বদর-দ্দীন ইবন বাহাদুর আল-যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, (কায়রো: মাকতাবাতু খানিজী, তা.বি), ১ম খ-, পৃ. ১৩-১৪।
২১১ ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, *কাজী নাসির-দ্দীন আল-বায়যাবী*, পৃ. ৪৯।

আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।[২১২] মিসরের বাদশাহ যখন স্বপ্ন দেখলেন সাতটি মোটা তাজা গাভীকে সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ অন্যগুলো শুষ্ক। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য তদানিন্তন মিসরের স্বপ্ন বিশারদদের কাছে জানতে চাওয়া হলো, তখন ঐ স্বপ্ন বিশারদগণ বলল এর ব্যাখ্যায় আমরা অভিজ্ঞ নই। تأويل শব্দের ব্যবহার হাদীসেও পাওয়া যায়, যেমন আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল + দু'আ করেছিলেন,

اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل.

হে আল-াহ তুমি তাকে দীনের সঠিক জ্ঞান দান কর এবং তা'ওয়ীল শিক্ষা দাও।[২১৩]

তাফসীরের উৎস

তাফসীরের প্রধান উৎস কুরআনুল কারীম দিয়ে কুরআনের তাফসীর। এছাড়া হাদীসে নববী, সাহাবাদের বানী, পরবর্তীতে তাবিঈগণের বাণী। কুরআনুল কারীমে দু'ধরনের আয়াত আছে। কিছু আয়াত হলো মুহকাম বা সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য যা আরবী পারদর্শী যে কোন ব্যক্তি তা পাঠ করে সাথে সাথেই এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে। আবার কিছু আয়াত আছে যেগুলোর মধ্যে ব্যাখ্যাগত কিছু জটিলতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে। এ সমস্ত আয়াতের মর্ম অনুধাবনের জন্য আয়াতের পূর্বাপর প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও জানা থাকা জর"রি। কিংবা এরকম আয়াতগুলো থেকে শরী'আতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন মাসআলা মাসাইল বের হয়; এমন সব আয়াতের ব্যাখ্যা বিশে-ষণের জন্য শুধু ভাষাগত পারদর্শীতাই যথেষ্ট নয়, বরং এর জন্য অনেক ধরনের জ্ঞানের প্রয়োজন।[২১৪]

প্রথম উৎস: আল-কুরআনুল কারীম: কুরআন আল-াহর বাণী। এ কুরআনে আল-াহ কি বুঝাতে চান তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। তাই তিনি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অবস্থার প্রেক্ষিতে সংক্ষেপে, বিস্তারিত, ব্যাপক, বিশেষ শর্তযুক্ত ও শর্তহীনভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে বিস্তারিত সংক্ষেপের, শর্তহীন শর্তযুক্তের এবং ব্যাপককে বিশেষের ব্যাখ্যায় কুরআন নিজেই বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।[২১৫] যেমন কোন স্থানে আল-াহ অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং অন্য জায়গায় তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন সূরা ফাতিহায় এসেছে,

اِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿৫﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

---

২১২ আল-কুরআন, *সূরা ইউসুফ*, আয়াত: ৪৪।

২১৩ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মাআরিফ, তা.বি) পৃ. ৩২৭।

২১৪ আল□ামা মুফতী তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ২৭৭।

২১৫ ড. এস.এম রফিকুল আলম, *মুহাম্মদ ইবন উমার আর-রাযী (রহ.) ও তার তাফসীর মাফাতিহুল গায়ব*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জমাদিউস সানী, ১৪৩৩হি./মে ২০১২খ্রি.), পৃ. ১১২।

অর্থাৎ আমাদেরকে সহজ সরল পথে পরিচালিত কর, যাদের তুমি নি'আমাত দিয়েছ তাদের পথে।[২১৬] এখন প্রশ্ন হলো– কারা নি'আমাত প্রাপ্ত? অন্য আয়াতে তা স্পষ্ট করে আল-াহ বলেন,

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ

তাহলে যাদের প্রতি আল-াহ নি'আমাত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ।[২১৭] অত্র আয়াতে নি'আমাত প্রাপ্তদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে এক আয়াতে আল-াহ বলেন,

اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ

তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে।[২১৮] এই আয়াত দ্বারা প্রাণীকুলকে হালাল ঘোষণা করে উক্ত আয়াতের শেষাংশে اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হবে তা ব্যতিত।[২১৯] আয়াতের এ অংশের দ্বারা কিছু প্রাণীকে বৈধতার বাইরে রেখেছেন। পরবর্তী দু'আয়াত পর আল-াহ বলেন,[২২০]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, শুকরের মাংস, যে সব জন্তু আল-াহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গীত হয়। এ আয়াত দ্বারা اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।[২২১]

উপরোক্ত উদাহরণ ছাড়া আরো অনেক আয়াত আছে যেগুলো দ্বারা কুরআনের এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উৎস: হাদীসে নববী +

পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত বোধগম্য না হলে রাসূল +-এর হাদীস দ্বারা এর সমাধান খুঁজতে হবে। কেননা রাসূলের বাণী হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। যেমন আল-াহ বলেন,

وَ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾

২১৬ আল-কুরআন, *সূরা ফাতিহা*, আয়াত: ৫।
২১৭ আল-কুরআন, *সূরা নিসা*, আয়াত: ৬৯।
২১৮ আল-কুরআন, *সূরা মায়িদাহ*, আয়াত: ১।
২১৯ আল-কুরআন, *সূরা মায়িদাহ*, আয়াত: ১।
২২০ আল-কুরআন, *সূরা মায়িদাহ*, আয়াত: ৩।
২২১ ড. এস.এম রফিকুল আলম, *মুহাম্মদ ইবন উমার আর-রাযী (রহ.) ও তার তাফসীর মাফাতিহুল গায়ব*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জমাদিউস সানী, ১৪৩৩হি./মে ২০১২খ্রি.), পৃ. ১১৪।

আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি শুধু এজন্য যে, আপনি তাদেরকে ঐ সকল বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করবেন, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করছে এবং শুধু এ জন্য যে এই কিতাব ঈমানদারদের জন্য যেন হিদায়াত ও রহমতের কারণ হয়।[২২২] রাসূল +-এর হাদীস দ্বারা কুরআন তাফসীরের দু'একটি উদাহরণ হলো,

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطٰى

সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে।[২২৩] অত্র আয়াতে الصلاة الوسطٰى দ্বারা রাসূল + صلاة العصر ব্যাখ্যা করেছেন।[২২৪] অপর দিকে সূরা ফাতিহার–

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল + বলেছেন, আল-াহ তা'আলা الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ দ্বারা ইহুদী সম্প্রদায় এবং وَ لَا الضَّآلِّيْنَ দ্বারা খ্রিস্টানদেরকে বুঝিয়েছেন।[২২৫]

২২২ আল-কুরআন, *সূরা নাহল*, আয়াত: ৬৪।

২২৩ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ২৩৮।

২২৪ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন* (বৈরূত: মুআস্সাসাতু মানাহিলিল ইরফান, ১৯৮১খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৬৪।

২২৫ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন* (বৈরূত: মুআস্সাসাতু মানাহিলিল ইরফান, ১৯৮১খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৬৪।

তৃতীয় উৎস: সাহাবীদের বক্তব্য

কুরআন তাফসীরের তৃতীয় উৎস হলো সাহাবীদের ইজতিহাদ বা গবেষণা। সাহাবীদের ইজতিহাদ ও উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা তাফসীর করলে উক্ত তাফসীর ও কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা কৃত কুরআন তাফসীরের ন্যায় গ্রহণযোগ্য।[২২৬] তবে সব সাহাবী এ ব্যাপারে সমান পারদর্শী ছিলেন না। সাহাবীদের মধ্যে আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) এছাড়াও আবদুল-াহ ইবন মাসঊদ (রা.), আলী, উসমান (রা.)-এর নাম উলে-খযোগ্য। যেমন আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَتْحُ যখন আসবে আল-াহর সাহায্য ও বিজয়।[২২৭] এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অত্র আয়াতে আল-াহর সাহায্য ও বিজয় দ্বারা রাসূল +-এর তিরোধান যে অত্যাসন্ন তা বুঝানো হয়েছে।[২২৮]

চতুর্থ উৎস: তাবেঈগণের বাণী

সাহাবীদের জীবদ্দশায় তাফসীর একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে রূপ না পেলেও তাদের ইন্তেকালে তাফসীরের চিরন্তন চাহিদার কারণে তাফসীর একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে রূপ লাভ করে। উমাইয়্যা খলীফা উমার ইবন আব্দুল আযীয-এর শাসনামলে হাদীস সংকলনের নির্দেশ দিলে 'তাফসীর বিষয়ক রিওয়ায়াত' হাদীস সংকলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়াতে তাফসীর সংশি-ষ্ট রিওয়ায়াতসমূহও সংকলিত হতে থাকে এবং সেই থেকে তাফসীর শাস্ত্র গ্রন্থ আকারে রূপ লাভের পথ সুগম হয়।[২২৯] যে কারণে তাবিঈদের মধ্যকার মুফাস্সিরদের সংখ্যা সাহাবীদের তুলনায় অধিক ছিল। তাফসীরের ক্ষেত্রে তাবিঈদের রায় গ্রহণযোগ্য কিনা এ ব্যাপারে উলামাদের মতো বিরোধ রয়েছে। হাফিজ ইবন কাসীর (রহ.) বলেন, তাবিঈ যদি কোন তাফসীর কোন সাহাবী থেকে বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে তা সাহাবায়ে কিরামের হুকুমে ধর্তব্য হবে। আর যদি তাবিঈ নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন তাহলে দেখতে হবে অন্য কোন তাবিঈর রায় এর বিপরীত পরিলক্ষিত হচ্ছে কি না? যদি বিপরীত কোন রায় থাকে, তবে তাবিঈর রায় গ্রহণযোগ্য হবে না।

বরং সে আয়াতের তাফসীরের জন্য কুরআনে কারীম, আরবী ভাষা, হাদীসে রাসূল +, সাহাবীদের পদাংক ও অন্যান্য শরঈ প্রমাণাদির উপর গভীর চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর যদি তাবিঈদের

---

২২৬ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন* (বৈরূত: মুআস্সাসাতু মানাহিলিল ইরফান, ১৯৮১খ্রি.), ২য় সংস্করণ,পৃ. ৬৫।

২২৭ আল-কুরআন, *সূরা নাসার*, আয়াত: ১।

২২৮ ড. মুহাম্মদ হুসাইন যাহবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন*, (মিসর: দারুল কুতুবিল হাদীস, ১৯৭৬ খ্রি.), খ. ১ম, পৃ. ৬১।

২২৯ *তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন*, খ. ১ম, পৃ. ১০০।

মাঝে কোন ধরনের মতবিরোধ না থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তাবিঈদের তাফসীর ও এর অনুসরণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে।[২৩০]

তাফসীর শাস্ত্রে যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন

সাহাবাদের যুগ থেকে অদ্যবধি পর্যন্ত অনেক মুফাস্সির কুরআনের তাফসীর করেছেন। সবার নাম উলে-খ করা সম্ভব নয়। যারা খুবই প্রসিদ্ধলাভ করেছেন তাদের কিছুসংখ্যকের নাম নিম্নে তুলে ধরা হলো।

সাহাবীদের যুগে

১. আলী ইবন আবূ তালিব (রা.) [মৃত্যু ৬০ হি.]

২. আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) [মৃত্যু ৬৮৬ হি.]

৩. উবাই ইবন কা'ব (রা.) [মৃত্যু ৬৪৯ ঈ.]

৪. আবদুল-াহ ইবন মাসঊদ (রা.) [মৃত্যু ৩২হি.]

তাবিঈ যুগে

১. মুজাহিদ ইবন জবর (রহ.) [২১-১০৪ হি.]

২. আতা ইবন আবী রাবাহ [২৭-১১৪হি.]

৩. ইকরামা [২৫-১০৫হি.]

৪. তাউস ইবন কায়সার ইয়ামানী [৩৩-১০৬হি.]

৫. সাঈদ ইবন যুবায়ের [৪৫-৯৪হি.]

৬. মুহাম্মাদ ইবন কা'ব কুরাযী [৪০-১১৮হি.]

৭. যাইদ ইবন আসলাম [মৃত্যু ১৩৬হি.]

৮. হাসান আল-বাসরী [২১-১১০ হি.]

৯. কাতাদাহ ইবন দিআযাহ [৬১-১১৮ হি.]

১০. আতা খুরাসানী [৫০-১৩৫হি.]

২৩০ আল□ামা মুফতী তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, পৃ. ২৮৮।

পরবর্তী যুগ

১. মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন আর-রাবী [৫৪৪-৬০৬হি.]

২. মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী [২২৪-৩১০ হি.]

৩. আবূ লাইস সামারকান্দী [মৃত্যু ৩৭৩/৩৭৫ হি.]

৪. আবূ মুহাম্মাদ বাগাভী [মৃত্যু ৫১০ হি.]

৫. মাহমুদ উমার আয-যামাখশারী [৪৬৭-৫৩৮ হি.]

৬. ইবনুল জাওযী [৫০৯-৫৯৭ হি.]

৭. আব্দুর রহমান সুহাইলী [৫০৮-৫৮১ হি.]

৮. ইবনুল আসীর [৫৪৪-৬০৬ হি.]

৯. ইবন কাসীর [১৩০১-১৩৭৩ হি.]

১০. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী [৮৪৯-৯১১ হি.]

১১. আল-ামা মাহমুদ আলূসী [১২১৭-১২৭০ হি.]

১২. আবূ বকর আহমাদ ইবন আলী আর-রাযী জাস্সাস [৩০৫-৩৭০ হি.]

১৩. আহমাদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী [১২১৪-১২৭৩ ঈ.]

১৪. আলী আস-সাবূনী

১৫. সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ [১৯০৬-১৯৬৬ ঈ.]

১৬. মুফতী শফী [১৮৯৭-১৯৭৬ ঈ.]।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনের (قسم) কসম-এর পরিচিতি ও প্রকারভেদ

আল-কুরআন মহান স্রষ্টা আল-াহ তা'আলার কালাম, মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে রয়েছে মানব জাতির চিরন্তন পথনির্দেশনা। মুহাম্মাদ +-এর রিসালাত প্রমাণের ক্ষেত্রে একটি চিরন্তন মু'জিযা। কুরআন তার অনুপম বর্ণনাভঙ্গি আলঙ্কারিতার জন্য সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মু'জিযা হিসেবে অক্ষুণ্ন থাকবে।[২৩১] মানব জাতি জীবনের নানা ক্ষেত্রে কথা ও কাজের মাধ্যমে নানা রকম কসম বা শপথ করে থাকে। আর মুসলিমদের কসমের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের চূড়ান্ত নির্দেশনা রয়েছে। তাই কুরআনের কসম সংক্রান্ত আয়াত অধ্যয়নের সময় বিষয়টি গুর"ত্ব সহকারে বিবেচিত রয়েছে।

উলূমুল কুরআনের গুর"ত্বপূর্ণ একটি পাঠ হলো আকসামুল কুরআন (أقسام القران)। কুরআনুল কারীমে ৩৪টি সূরায় আল-াহ তা'আলা বিভিন্ন বিষয়ের (قسم) শপথ করেছেন যার অধিকাংশই মক্কায় অবতীর্ণ। আল-কুরআনে বিভিন্ন আয়াতের যে বিভিন্ন কসম বা শপথ করা হয়েছে তার কারণ আল-াহর কথাকে সৌন্দর্যম"িত, অলংকারপূর্ণ এবং বলিষ্ঠ করে তোলা। কুরআনে যেই বস্তুর قسم বা শপথ করা হয় তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, তার পরবর্তী যে বক্তব্য আসছে তা তার সত্যতার প্রমাণ বহন করে। কুরআনে উলে-খিত আল-াহর এই শপথগুলোর দ্বারা শপথকৃত বস্তুকে শ্রদ্ধা বা সম্মান জানানো হয় না, বরং কুরআনের দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

القسم বা শপথ আল-কুরআনের একটি লুকায়িত সৌন্দর্য, যা এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র কুরআনুল কারীমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নিঃসন্দেহে কসম বা শপথ কুরআন মাজীদের অনন্য বৈশিষ্ট্য বা মু'জিযা। যে কেউ গভীর দৃষ্টিপাত করে নিরপেক্ষ মন দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অবশ্যই এতে হিদায়াতের আলো দেখতে পাবে। এ পর্যায়ে আমরা কুরআনুল কারীমে বর্ণিত القسم বা শপথের পরিচিতি ও প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করবো।

---

২৩১ ইমাম বদর"দ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল াহ আল-যারকাশী, *আল-বুরহান* ফী 'উলূমিল কুরআন (কায়রো: মাকতাবা দার"ত-তুরাস, তা.বি), খ". ২, পৃ. ১০১।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আক্বসামুল কুরআনের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য

أقسام القران এখানে দুটি শব্দে বিভক্ত। প্রথমটি أقسام এবং দ্বিতীয়টি القران। প্রথম أقسام শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো قسم। শব্দটি اقسم بالله فلان (অমুক আল-াহর নামমে শপথ করলো) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আল-াহ নামে অথবা গাইর“ল-াহর নামে শপথ করা–[২৩২] যেমন আল-াহ বলেন,

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ

এরা আল-াহর নামে শক্ত (ধরনের) শপথ করে বলে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে যায় তাকে আল-াহ তা'আলা কখনো উঠিয়ে আনবেন না।[২৩৩]

قسم শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো[২৩৪]

১) اليمين বা প্রতিজ্ঞা, যেমন আল-াহ বলেন, [২৩৫]

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ

তোমরা বৃথা শপথের জন্য আল-াহ তোমাদের দায়ী করবেন না– কিন্তু যে সমস্ত শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর তার জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন।

يمين শব্দটি একবচন যার বহুবচন হলো الايمان।[২৩৬] মূল শব্দ يمن নেকে يمين শব্দের উৎপত্তি। يمن অর্থ বরকত। এই শব্দটি বিভিন্ন হাদীসে এসেছে।[২৩৭] আল-াহ তা'আলা আল-কুরআনে أيمان শব্দটি ৪১ বার ব্যবহার করেছেন।

৪) الحلف বা প্রতিজ্ঞা/ অঙ্গীকার যেমন রাসূল + বলেন[২৩৮]

لا تحلفوا بابائكم ولا امهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله الا وانتم صادقون.

---

২৩২ আব্দুল হাফিজ বালিয়াভী, *মিসবাহুল লুগাত* (ঢাকা: থানভী লাইব্রেরি, ১২২৪ হি./২০০৩খৃ.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৭০৩; ইবন মানজুর: *লিসানুল আরব* (বৈরূত: দার“ ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি), খ”. ১১, পৃ. ১৬২।

২৩৩ আল-কুরআন, *সূরা নাহল*, আয়াত: ৩৮।

২৩৪ ড. ইব্রাহিম মাদর“ক, *আল-মু'জামূল ওয়াসিত* (ভারত: আল-মাকতাবাতু আল-ইসলামিয়া, তা.বি), পৃ. ৭৩৫।

২৩৫ আল-কুরআন, *সূরা মাইদা*, আয়াত: ৮৯।

২৩৬ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, *আল-কাউসার* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ৭২৮।

২৩৭ ইবন মানজুর, *লিসানুল আরব* (বৈরূত: দার“ সাদির, ২০০৪খ্রি.), খ”. ১৫, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩২৫।

২৩৮ ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান আবূ দাউদ* (বৈরূত: দার“ল ফিকর, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ৬১৮।

তোমরা তোমাদের পিতামাতার নামে কসম করো না। আল-াহর সাথে শরীক করে কসম করো না। আল-াহ ছাড়া কারো নামেই কসম করো না। তোমরা যদি তোমাদের কথা ও কাজে সত্যবাদী হও তবেই কেবল আল-াহর নামে শপথ করো।

القسم শব্দের আরো বিভিন্ন অর্থ রয়েছে, যেমন– ডানহাত, القوة বা শক্তি, قدرة، بركة, উত্তম স্থান ইত্যাদি।[২৩৯]

القسم শব্দটির তিনটি সিগাহ রয়েছে।[২৪০]

১) الفعل الذى يتعدى بالباء

২) والمقسم به

৩) والمقسم عليه

اقسام القران উপরে আমরা اقسام শব্দের ব্যাখ্যা করেছি। যেহেতু কসমটি القران-এর সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু আমরা এখন القران শব্দটির বিশে-ষণ করবো।

القران শব্দটি اسم مصدر (ক্রিয়ামূল বিশেষ্য)। শব্দটি القران বা القرء-এর অর্থ আল-কুরআন গঠিত, মিলিত, আল-াহর কিতাব, পাঠ করা, পড়া ইত্যাদি।[২৪১]

যেহেতু আল-কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে মিলিত, তাই আল-কুরআনকে القرن বলা হয়। অথবা শব্দটি যদি القرء শব্দমূল থেকে নির্গত হয় তবে তার অর্থ হবে– পঠিত। যেহেতু কুরআনের প্রতিটি আয়াত নামায ও নামাযের বাহিরে পঠিত হয় তাই আল-কুরআনকে قران বলা হয়। শব্দমূল থেকে নির্গত বিভিন্ন فعل-এর সাথে অন্য اسم যুক্ত হলে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, যেমন– قرأ الكتاب পাঠ করল বা পড়ল। قرأ الشئ একত্রিত করল, একাংশকে অন্য অংশের সাথে যুক্ত করল। اقرأ عنه সফর থেকে ফিরল। اقراء النجم নিকটবর্তী হল। اقرأ الرجل ইবাদত করলো।[২৪২] আল-কুরআন আল-াহর কিতাবের বিশেষ নাম। যা মুহাম্মাদ + ২৩ বছর নবুওয়ত

---

২৩৯ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৩৭।

২৪০ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমুল কুরআন* (দামেশক: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২০১৬খ্রি.), পৃ. ৩১১।

২৪১ *মিসবাহুল লুগাত*, পৃ. ৯৯৮।

২৪২ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ২০১৪খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৩২৯।

জীবনে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। আল-কুরআনের নাম (القران) হিসেবে সর্বপ্রথম সূরা মুয্যাম্মিলে এসেছে। যা নুযূলের ধারাবাহিকতায় তৃতীয় সূরা। আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

এবং কুরআন আবৃত্তি কর ন, ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।[২৪৩]

(معنى لغة اصطلاحًا للقسم) কসমের পারিভাষিক অর্থ

القسم শব্দের অর্থ শপথ বা প্রতিজ্ঞা। পারিভাষিক অর্থ– القسم-এর সংজ্ঞায় মান্না আল-কাত্তান বলেন,[২৪৪]

والقسم واليمين واحد: ويعرف بانه ربط النفس، بالامتناع عن شئ او بالاقدام عليه بمعنى معظم عند الحالف حقيقة او اعتقادا. ويسمى الحلف يمينا، لان العرب كان احدهم يأخذ يمين صاحبه عند الحالف.

আর কসম এবং ইয়ামিন একই অর্থে ব্যবহৃত। শপথকারী প্রকৃতভাবে অথবা বিশ্বাসগতভাবে কোন বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে সে বস্তুকে যথাযথভাবে পালন করার জন্য অন্যদের অন্তরে যে উৎসাহ সৃষ্টি করে অথবা ক্ষতিকর বস্তু থেকে বিরত রাখার জন্য যে নির ৎসাহ সৃষ্টি করে তাকে (القسم) বা শপথ বলা হয়।

ইসলামী পরিভাষায় القسم বা শপথ এমন এক শক্তিময় বন্ধনকে বুঝায়, যার দ্বারা কসমকারীর কোন কাজ করা বা না করার ইচ্ছাকে শক্তিশালী করা হয়।[২৪৫]

(القصد القسم) কসমের উদ্দেশ্য

কোন সংবাদকে গুর ত্বারোপ বা প্রতিষ্ঠিত করাই হলো القسم বা শপথের মূল উদ্দেশ্য। যেমন– আল-াহ বলেন,[২৪৬]

وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ

আল-াহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী। ভাষাবিদগণ উপরোক্ত আয়াতকে এ কারণেই কসমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২৪৭]

---

২৪৩ আল-কুরআন, *সূরা মুয্যাম্মিল*, আয়াত: ৪।
২৪৪ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমুল কুরআন* (দামেশক: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২০১৬খ্রি.), পৃ. ৩১২।
২৪৫ আলী ইবন আবূ বকর আল-ফারগানী আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়া* (দেওবন্দ: মাকতাবাতু থানভী, ১৪০০হি.), খ. ২, পাদটিকা, পৃ. ১১।
২৪৬ আল-কুরআন, *সূরা আল-মুনাফিকুন*, আয়াত: ১।

এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো আল-াহ তা'আলার সাক্ষ্য দেওয়ার সংবাদটি গুর"তত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাকিদ থাকার কারণে এ সংবাদকে কসম বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২৪৮]

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) বলেন,

وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ

অত্র আয়াতটি হলো قسما বা শপথময়।

তিনি আরো বলেন,[২৪৯]

وان كان فيه اخبار بشهادة لانه لما جاء توكيدًا للخبر سمى قسما.

আবুল কাসিম আল-বুখাইরী বলেন[২৫০]

ان الله ذكر القسم لكمال الحجة وتأكيدها وذلك ان الحكم يفصل باثنين. اما بالشهادة وما بالقسم فذكر تعالى فى كتابه النوعين حتى لا يبقر لهم حجة.

আল-াহ তা'আলা পূর্ণ দলীল কায়েম এবং বিষয়কে তাকীদ করার উদ্দেশ্য কুরআন মাজীদের কসম করেছেন। কারণ দুটি মাধ্যমে হুকুম চূড়ান্ত করা যায়। একটি হচ্ছে– সাক্ষ্য দেওয়া আর অপরটি হচ্ছে শপথ করে বর্ণনা করা। আল-াহ তা'আলা কুরআন মাজীদের উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। যাতে অস্বীকারকারীদের কোন সুযোগ না থাকে।

যেমন আল-াহ বলেন, [২৫১]

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾

আল-াহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নেই, ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানীগণ আল-াহর ন্যায়-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। অত্র আয়াতে আল-াহ তা'আলা তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

---

২৪৭ ড. মুহাম্মদ শফিকুল াহ, *উলূমুল কুরআন* (রাজশাহী: মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২০০২খ্রি.), পৃ. ১৬২।

২৪৮ মুহাম্মদ বিন আবদুল াহ যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমুল কুরআন* (বৈরূত: দার"ল ফিকর, ১৯৮৮খ্রি.), খ". ৩, পৃ. ৪৫।

২৪৯ হাফিজ জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী* উলুমুল কুরআন (কায়রো: দার"ল হাদীস, ২০০৪খ্রি.), পৃ. ৩৩৯।

২৫০ হাফিজ জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী* উলুমুল কুরআন (কায়রো: দার"ল হাদীস, ২০০৪খ্রি.), পৃ. ৩৩৯।

২৫১ আল-কুরআন, *সূরা আল-ইমরান*, আয়াত: ১৮।

আল-াহ শপথ করে বলেন,[২৫২]

وَ يَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِیْ وَ رَبِّیْۤ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕ

তারা আপনার নিকট জানতে চায় এটা কি সত্য? বলুন, হ্যাঁ, আপনার প্রতিপালকের শপথ এটা অবশ্যই সত্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, القسم القصد বা শপথের উদ্দেশ্য হলো আল-াহ তা'আলার কথাকে তাকীদ, মজবুত এবং শক্তিশালী করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআন মাজীদে শপথের পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু

কুরআনুল কারীমে আল-াহ তা'আলা তাঁর صفات বা গুণাবলী, তাঁর নিদর্শনাবলী এবং অনেক স্থানে তাঁর সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন।[২৫৩] যেমন আল-াহ বলেন,

زَعَمَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اَنْ لَّنْ یُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰی وَ رَبِّیْ لَتُبْعَثُنَّ

কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনর"খিত হবে না, আপনি বলুন, নিশ্চয়ই হবে। আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনর"খিত হবে।[২৫৪]

আল-াহ তা'আলা বলেন,[২৫৫]

وَ قَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِیْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰی وَ رَبِّیْ لَتَاْتِیَنَّكُمْ ۙ

কাফিররা আমাদের নিকট বলে, কিয়ামত আসবে না। বলুন, আসবেই। শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট কিয়ামত আসবে।

আল-াহ তা'আলা বলেন,[২৫৬]

وَ يَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِیْ وَ رَبِّیْۤ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕ

---

২৫২ আল-কুরআন, *সূরা ইউনুস*, আয়াত: ৫৩।
২৫৩ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল□াহ যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, ৩য় খ", পৃ. ৪৫।
২৫৪ আল-কুরআন, *সূরা তাগাবুন*, আয়াত: ৭।
২৫৫ আল-কুরআন, *সূরা সাবা*, আয়াত: ৩।
২৫৬ আল-কুরআন, *সূরা ইউনুস*, আয়াত: ৫৩।

ওরা আপনার নিকট জানতে চায়, এটা কি সত্য? বলুন হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ এটা অবশ্যই সত্য।

উপরের তিনটি আয়াতে আল-াহ তা'আলা তাঁর নবী +-কে তাঁর সত্তার নামে শপথ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর আল-াহ তঁ নিজের নামে শপথ করে বলেন:[২৫৭]

فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا

সুতরাং শপথ আপনার প্রতিপালকের! আমিতো তাদেরকে শয়তানদেরসহ একত্রে সমবেত করবোই। পরে আমি তাদের নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করব।

এরপর আল-াহ বলেন,[২৫৮]

فَوَ رَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ

সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবোই।

এরপর আল-াহ বলেন,[২৫৯]

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

কিন্তু না আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ মীমাংসার বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে।

সবশেষে আল-াহ বলেন,[২৬০]

فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَ الْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ

আমি শপথ করছি উদয়াচল এবং অস্তাচলের অধিপতির, নিশ্চয়ই আমি সক্ষম।

এছাড়াও কুরআনুল কারীমের অনেক স্থানে আল-াহ তা'আলা বিভিন্ন সৃষ্টির শপথ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

আল-াহ তা'আলা বলেন,[২৬১]

---

২৫৭ আল-কুরআন, *সূরা মারইয়াম*, আয়াত: ৬৮।
২৫৮ আল-কুরআন, *সূরা হিজর*, আয়াত: ৯২।
২৫৯ আল-কুরআন, *সূরা নিসা*, আয়াত: ৬৫।
২৬০ আল-কুরআন, *সূরা মাআরিজ*, আয়াত: ৪০।
২৬১ আল-কুরআন, *সূরা শামস*, আয়াত: ১-৭।

وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰهَا ۪ۙ﴿۱﴾ وَ الْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۪ۙ﴿۲﴾ وَ النَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۪ۙ﴿۳﴾ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۪ۙ﴿۴﴾ وَ السَّمَآءِ وَ مَا بَنٰهَا۪ۙ﴿۵﴾ وَ الْاَرْضِ وَ مَا طَحٰهَا ۪ۙ﴿۶﴾ وَ نَفْسٍ وَّ مَا سَوّٰىهَا ۪ۙ﴿۷﴾

শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের। শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়। শপথ দিবসের, যখন সে তাকে প্রকাশ করে। শপথ রাতের, যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে। শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তার। শপথ যমীনের এবং যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন তার। শপথ মানুষের এবং তার যিনি তাকে সুঠাম করেছেন।

এছাড়াও আল-াহ তা'আলা কলম, কিয়ামত, ফজর, দুহা, তূর পর্বত, তীন, যাইতূন ইত্যাদির কসম করেছেন। আমরা যদি এখানে জানতে চাই যে, আল-াহ তা'আলা কেন তাঁর সৃষ্টির কসম করেছেন। তবে তার জবাব হলো:

(১) এ সকল স্থানে مضاف উহ্য আছে, যেমন–

ورب التين ورب الشمس অর্থাৎ ত্বীনের রবের শপথ! সূর্যের রবের শপথ।

(২) আরবদের নিকট এ সকল বস্তুর মর্যাদা ছিল প্রচুর। তারা স্বভাবগতভাবে এ সব জিনিসের শপথ করে থাকত। এ স্বভাবগত ভাবের কারণেই আল-াহ তা'আলা তাদের চির পরিচিত এসব বস্তুর শপথ করেন।[২৬২]

(৩) কুরআন মাজীদে যে সকল বস্তুর শপথ করা হয়েছে সেগুলো তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে তার স্রষ্টা হওয়ার দলীল বহন করে। এ কারণেই তিনি এগুলোর কসম করেছেন।[২৬৩]

(৪) ইবন আবী আল-আসবা (ابن ابى الاصبع) এ প্রসঙ্গে বলেন,[২৬৪]

القسم بالمضوعات يستلزم القسم بالصانع. لان ذكر المفعول يستلزم ذكر فاعل. ان يستحيل وجود مفعول بغير فاعل

সৃষ্টির নামে কসম করা হলে স্রষ্টার নামেই কসম হয়। কেননা কর্মের উলে-খের দ্বারা কর্তার উলে-খ হয়ে যায়। কারণ কর্তা ব্যতিত কর্মের অস্তিত্বই অসম্ভব।

২৬২ *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৪৬।
২৬৩ *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৪৭।
২৬৪ *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৩৪০।

(৫) আবুল কাসিম আল-কুশাইরী (ابو القاسم القشيرى) বলেন,[২৬৫]

القسم بالشئ لا يخرج عن وجهين اما لفضيلة او لمنفعة فالضيلة كقوله وطور سينين وهذا البلد الامين. والمنفعة نحو التين والزيتون.

দুটি কারণেই কোন বস্তুর নামে শপথ করা হয়ে থাকে, একটি হচ্ছে– বস্তুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার হীতকর দিক বর্ণনা। মর্যাদার উপমা হচ্ছে কুরআন মাজীদের আয়াত: শপথ সিনাই পর্বতের এবং শপথ এ নিরাপদ নগরীর। আর হীতকর হওয়ার উপমা হচ্ছে– শপথ তীন ও যাইতূনের।[২৬৬]

২৬৫ আল-কুরআন, *সূরা তীন*, আয়াত: ২-৩।
২৬৬ আল-কুরআন, *সূরা তীন*, আয়াত: ১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনে বর্ণিত শপথের প্রকারভেদ

কোন বিষয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে সে বিষয়ের পক্ষে শক্ত (القسم) বা শপথ করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে শপথকৃত বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়া জরুরি। যাতে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শপথ করা যথার্থ হয়।

আল-কুরআনে বর্ণিত (القسم) বা শপথ দুই প্রকার:

(১) القسم اما ظاهر বা প্রকাশ্য শপথ।

(২) القسم اما مضمر বা অপ্রকাশ্য শপথ।

১) القسم ظاهر বা প্রকাশ্য শপথ:

فالظاهر: هو ما صرح فيه بفعل القسم وصرح فيه بالمقسم به، ومنه ما حذف فيه فعل القسم كما هو الغالب اكتفاء بالجار من الباء او الواو او التاء وقد ادخلت (لا) النافية على فعل القسم فى بعض المواضع.

যে قسم বা শপথে শপথের ক্রিয়া (فعل القسم) এবং শপথের বিষয় (المقسم به) স্পষ্টভাবে উলে-খ করা হয়, তাকে প্রকাশ্য শপথ বলে। অনুরূপভাবে যে কসমে فعل القسم-এর উলে-খ থাকে না বরং তা উহ্য থাকে এবং তার পরিবর্তে حرف جر যথা– الباء অথবা الواو অথবা التاء উলে-খ থাকে, তাকেও ظاهر বা প্রকাশ্য শপথ বলে। কোন কোন স্থানে فعل القسم-এর পূর্বে না-সূচক لا النافية প্রবেশ করে।[২৬৭]

যেমন আল-াহ তা'আলা বলেন,[২৬৮]

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝١ وَ لَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢

আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের, আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার। এ ধরনের আয়াতে স্থান অনুসারে শব্দ উহ্য থাকে। যেমন:

لا صحة لما تزعمون انه لا حساب ولا عقاب بل اقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة انكم لتبعثن ولتعاسبن.

---

২৬৭ মান্না'আল আত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, পৃ. ৩১৪।

২৬৮ আল-কুরআন, *সূরা ক্বিয়ামাহ*, আয়াত: ১-২।

তোমাদের ধারণা সঠিক নয় যে, হিসাব নিকাশ এবং শাস্তি অনুষ্ঠিত হবে না। বরং আমি কিয়ামত দিবস এবং তিরস্কারকারী আত্মার শপথ করে বলছি যে, অবশ্যই তোমাদের পুনরুত্থান ও হিসাব নিকাশ অনুষ্ঠিত হবে। কারো কারো মতে এ لا-টি অতিরিক্ত (زائدة)[২৬৯]

(২) القسم اما مضمر বা অপ্রকাশ্য/সুপ্ত শপথঃ

والقسم المضمر: هو ما لم يصرح فيه بفعل القسم لا بالمقسم به، وانما تدل عليه اللام المؤكدة التى تدخل على جواب القسم.

যে শপথ এ فعل القسم এবং به المقسم (যার নামে কসম করা হয় এর উলে-খ থাকে না তাকে (المقسم المضمر) বা সুপ্ত শপথ বলা হয়। কসমের জবাব সংযোজিত তাকীদের الالم দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটি কসমের বাক্য।[২৭০] যেমন আল-াহ তা'আলা বলেন,

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ۫

তোমাদেরকে নিশ্চয়ই তোমাদের ধনৈশ্বার্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে।[২৭১]

এ আয়াতে والله শব্দ উহ্য আছে।[২৭২] কখনও কখনও বাক্যের অর্থ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তা শপথমূলক বাক্য। যেমন আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ

এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে।[২৭৩] এ আয়াতের শুরুতে والله শব্দ উহ্য আছে। আবূ আলী আল-ফারেসী (রহ.)-এর মতে, যে সকল বাক্য শপথ বাক্যের অনুরূপ তা দুইভাবে বিভক্তঃ

(১) এমন বাক্য, যাতে কসমের উলে-খ নেই এ ধরনের শপথ বাক্য কসমের জবাব থাকে না। যেমন আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ قَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

২৬৯ ড. মুহাম্মদ শফিকুল াহ, *উলূমুল কুরআন* (রাজশাহীঃ মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২০০২খ্রি.), পৃ. ১৬৭।
২৭০ তদেব।
২৭১ আল-কুরআন, *সূরা আল-ইমরান*, আয়াতঃ ১৮৬।
২৭২ মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমুল কুরআন*, পৃ. ২৯৩।
২৭৩ আল-কুরআন, *সূরা মারইয়াম*, আয়াতঃ ৭১।

এবং (আল-াহ) তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও।[২৭৪] এ ধরনের বাক্য শপথ বাক্যও হতে পারে এবং অবস্থা প্রকাশক বাক্য হতে পারে। কেননা তাতে কসম বা শপথের জবাব নেই।[২৭৫]

(২) এমন বাক্য যা অন্যান্য সংবাদ দানকারী বাক্যের অনুরূপ, তবে তাতে কসমের জবাব সংযুক্ত আছে।[২৭৬]

যেমন আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ

তারা আল-াহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসতো তবে অবশ্যই তারা তাতে বিশ্বাস করত।[২৭৭]

২৭৪ আল-কুরআন, *সূরা হাদীদ*, আয়াত: ৮।
২৭৫ জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান*, পৃ. ৩৪১।
২৭৬ জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান*, পৃ. ৩৪১।
২৭৭ আল-কুরআন, *সূরা আনআম*, আয়াত: ১০১।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামী শরী'আতে القسم বা শপথের প্রকারভেদ ও বিধান

ইসলামী শরীয়ত সত্যের কষ্টিপাথরের মাধ্যমে বাছাই করে রচিত। মুসলিমগণ তাদের সামগ্রিক জীবন পরিচালনার মধ্যে বিভিন্ন সময় এবং একেক ধরনের শপথ করে থাকে। এ শপথ বা قسم করার ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন বিধান এবং শপথ ভঙ্গের ক্ষেত্রে কাফ্ফারা রয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা ইসলামী শরয়িতে কসম বা শপথের প্রকারভেদ এবং বিধান বিষয়ে আলোচনা করবো।

ইসলামী শরী'আতে কসম বা শপথ বলা হয়– আল-াহর সত্তাগত কিংবা গুণগত নাম উলে-খ করে কোন কাজ করা কিংবা না করার বিষয় ব্যক্ত করা। কেউ যদি আল-াহ তা'আলার সত্তা অথবা গুণাবলী ব্যতিত অন্য কিছুর নামে কসম করে, তবে এটি শরী'আতে কসম বলে গণ্য হবে না।[২৭৮] কোন কথাকে মজবুত ও গুর"ত্ব প্রদানের জন্য কসম বা শপথ করা হয়। এ জন্য বিনা কারণে এবং বিনা উদ্দেশ্যে কসম করা শরী'আতে অপছন্দনীয়। কারণ, এতে আল-াহ তা'আলার নামের বে-ইয্যতী এবং কসমকারী ব্যক্তি সমাজে হেয় প্রতিপন্ন এবং গুর"ত্বহীন হয়ে পড়ে। আল-াহ তা'আলা কুরআনে কসমের বিধান সম্পর্কে বলেন,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَ احْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

অর্থাৎ তোমাদের বৃথা শপথের জন্যে আল-াহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্যে তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। এরপর এর কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও, বা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি এবং যার সামর্থ্য নেই তার জন্যে তিনদিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা

২৭৮ আবু আবদুল াহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী, আল-জামে' লি আ'হকামিল কুরআন (কায়রো: আল-মাকতাবাতু দার"ল হাদীস, ২০১০ খ্রি.), খ". ৩, পৃ. ৬০৬।

কর। এইভাবে আল-াহ্ তোমাদের জন্যে তাঁর বিধানসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।[২৭৯]

আল-াহ আরও বলেন,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল-াহ তোমাদের দায়ী করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল-াহ ক্ষমাশীল ও ধৈয্যশীল।[২৮০]

কসম বা শপথ এমন বিষয়ে হতে হবে, যার বাস্তবতা সম্ভব। যে সব বিষয়ের বাস্তবতা সম্ভব নয় এমন বিষয়ে কসম করলে তা কার্যকর হবে না।

ان شاء الله (আল-াহ চাহেন তো), ماشاء الله (আল-াহ যা চান), শব্দ উচ্চারণ করলে শপথ কার্যকর হবে না। কসমের বাক্য সমাপান্তে পৃথকভাবে বিরতি নিয়ে এসব বাক্য উচ্চারণ করলে তাহলে কসম হয়ে যাবে।[২৮১] তাই ইসলামী শরীয়ত শপথ করার ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে القسم বা শপথ তিন প্রকার:[২৮২]

(১) يمين لغو বা বৃথা কসম

(২) يمين غموس বা অসত্য কসম

(৩) يمين منعقدة বা সংঘটিতব্য কসম:

২৭৯ আল-কুরআন, *সূরা মায়েদা*, আয়াত: ৮৯।

২৮০ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ২২৫।

২৮১ ফাতওয়া ও মাসাইল (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯খৃ.) খ. ৫, পৃ. ২৪০।

২৮২ মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান আন তাবিলী আয়িল কুরআন (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪১৫হি./১৯৯৫খ্রি.), খ. ৯, ...সংস্করণ পৃ. ১৮।

(১) يمين لغو বা বৃথা কসমঃ

ইয়ামীনে লাগব হলো অতীত বা বর্তমানকালের কোন বিষয় সম্পর্কে শপথ করা এ বিশ্বাসে যে, প্রকৃত ঘটনা তার কসমের অনুকূলে। অথচ মূল ঘটনা তার কসমের বিপরীত। যেমন– সে কাজটি করেনি কিন্তু তার বিশ্বাস, যে সে এই কাজটি করেছে। এরপর সে ঐ বিশ্বাসের ভিত্তিতে সে বলেছিল, আল-াহর কসম! আমি ওই কাজ করেছি। এরকম কসমের ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, আল-াহ তা'আলা তাকে এ বিষয়ে পাকড়াও করবেন না। এ ধরনের কসমের জন্য গুনাহও হবে না এবং কাফ্ফারাও দিতে হবে না, তবে এ ধরনের কসম করা উচিত নয়।[২৮৩]

(২) يمين غموس বা অসত্য কসমঃ

ইয়ামীনে গামূস হলো, অতীত বা বর্তমানকালের কোন ইতিবাচক বা নেতিবাচক বিষয়ে জ্ঞাতসারে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম করা। যেমন– কেউ কোন কাজ করেছে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও সে বললো والله (আল-াহর কসম) আমি এটি করিনি। অনুরূপ কোন কাজ না করা সত্ত্বেও কসম করে বললো যে, আল-াহর কসম! আমি এ কাজ করেছি। তাহলে এ ধরনের কসম কবীরা গুনাহ। রাসূল + বলেছেন,

من حلف كاذبا ادخله الله النار

যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে, আল-াহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।[২৮৪]

এ জাতীয় মিথ্যা কসমের কোন কাফ্ফারা নেই। এর পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায় তাওবা ও ইসতিগফার।[২৮৫]

(৩) يمين منعقدة বা সংঘটিতব্য কসমঃ

ভবিষ্যতে কোন কাজ করা কিংবা না করার ব্যাপারে কসম করাকে يمين منعقدة বলা হয়। এ ধরনের শপথ ভাঙ্গলে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলক্রমে কিংবা বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে অথবা যে কোন কারণে শপথ ভঙ্গ করলে সর্বাবস্থায় কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। যদি কেউ কসম করে বলে যে, সে কখনো কসম করবে না। এরপর সে ভুলে গিয়ে কোন বিষয়ে যদি কসম

২৮৩ *আল-কুরআন বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ২০১৪খ্রি.), খ. ২য়, পৃ. ২৩১।
২৮৪ ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫১।
২৮৫ ফাতওয়া ও মাসাইল, খ. ৫, পৃ. ২৪১।

করে ফেলে এবং ভঙ্গ করে, তবে তাকে দুটি কাফ্ফারা দিতে হবে। একটি তার কসম ভঙ্গের জন্য অপরটি তার পরবর্তী কসমের বিপরীত কাজ করার কারণে।[২৮৬]

আরবী ভাষায় সাধারণত আল-াহ শব্দের শুর"তে ওয়াও (واو), বা (ب), তা (ت) সংযোগে কসম করা হয়ে থাকে, যেমন– والله، بالله، تالله (আল-াহর কসম)। আল-াহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা হারাম। যদি কেউ এ জাতীয় কসম করে, যেমন বললো– কা'বার কসম, নবীজীর কসম! তাহলে সে কসমকারী বলে গণ্য হবে না।[২৮৭]

কারণ রাসূল + বলেছেন,

من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليصمت

তোমাদের কেউ কসম করলে সে যেন আল-াহর নামে কসম করে। অন্যথায় সে যেন চুপ থাকে।

রাসূল + আরো বলেন,

لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بانداد ولا علقوا بالله الا وانتم صادقون

তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার নামে কসম করো না এবং যাদের আল-াহর সাথে শরীক করো তাদের নামেও কসম করো না। আর কসমের ক্ষেত্রে সত্যবাদী না হলে আল-াহর নামে কসম করো না।[২৮৮]

হযরত আবদুল-াহ ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল + বলেছেন,

ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت

আল-াহ তোমাদের নিষেধ করেছেন তোমাদের পিতৃপুর"ষদের নামে কসম করা হতে। যে কসম করতে চায় সে যেন আল-াহর নামে কসম করে কিংবা নিরব থাকে।[২৮৯]

কেউ যদি কুরআনের কসম করে, তাহলে সেটা কসম বলে গণ্য হবে। যদি এভাবে বলে যে, কুরআনের কসম, কালামুল-াহের কসম অথবা আল-কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করে বললো, এই

---

২৮৬ ফাতওয়া ও মাসাইল, খ". ৫, পৃ. ২৪২।

২৮৭ আলী ইবন আবূ বকর আল-ফারগানী আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়া* (দেওবন্দ: মাকতাবাতু থানভী, ১৪০০হি.), খ". ২, পৃ. ১১।

২৮৮ ফাতওয়া ও মাসাইল, খ". ৫, পৃ. ২৪০।

২৮৯ আল□ামা কাযী মুহাম্মদ সানাউল□াহ পানিপথী, আত-তাফসীর"ল মাজহারী (দেওবন্দ: ইদারায়ে তা'লীফাত আশরাফিয়া, তা.বি), খ". ১, পৃ. ৭৯।

কুরআনে যে আল-াহর কালাম আছে তার কসম, তাহলে কসম হবে। এই কসম ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে।[২৯০]

কসমের কাফ্ফারা

কসম বা শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা হলো:

১. দশজন মিসকীন খাওয়ানো। খাবারের ক্ষেত্রে– নিজের পরিবারের লোকজনের ন্যায় মধ্যম ধরনের খাবার দেয়া। কাফ্ফারা হিসাবে খাদ্য প্রদানের ক্ষেত্রে চাল, ডাল, মাছ তৈরি খাদ্য, গোশত ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে। তবে উভয় ক্ষেত্রে গ্রহীতাকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। আটা, গম প্রদানের ক্ষেত্রে দশজন মিসকীনের প্রতিজনকে অর্ধ সা' অর্থাৎ ১কেজি ৬৫০ গ্রাম করে দিতে হবে। তৈরি খাদ্য খাওয়াতে গেলে ১০জন মিসকীনকে ১ দিন সকাল ও রাতে মোট দু'বেলা তৃপ্তি সহকারে খাওয়াতে হবে। একজন মিসকীনকে প্রতিদিন আধা সা করে গম ১০ দিন প্রদান করলে তাতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে।[২৯১]

২. একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেয়া। এক্ষেত্রে ক্রীতদাস ঈমানদার হওয়া শর্ত নয়। তবে ক্রীতাসটি কর্মক্ষম ও ব্যবহার উপযোগী হতে হবে। উপরন্তু কোন সূত্র থেকেই মুক্তিলাভের দাবীদার হতে পারবে না।

৩. অথবা দশজন মিসকীনকে বস্ত্র দেয়া। প্রত্যেককে কমপক্ষে এতটুকু কাপড় দেয়া, যার দ্বারা সালাত আদায় করা যায়। একজন মিসকীনকে একসাথে ১০টি বস্ত্র দিলে তা জায়েয হবে না। তবে প্রতিদিন একটি করে বস্ত্র প্রদান করলে জায়েয হবে।[২৯২]

উপরোক্ত তিনটির কোনটি করতে সমর্থ না হলে অর্থাৎ আহার করানো, কাপড় প্রদান ও দাসমুক্তিতে অপারগ হলে ধারাবাহিকভাবে তিনদিন রোযা রাখতে হবে।[২৯৩] তবে শর্ত হলো রোযা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপারগতা বিদ্যমান থাকবে। দরিদ্র ব্যক্তি রোযা দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করতে গিয়ে দু'দিন রোযা রাখার পর যদি স্বচ্ছল হয়ে উঠে তবে রোযা রাখা জায়েয হবে না, বরং ব্যায় দ্বারা পুনরায় পূর্ণ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। রোযা রাখার সময় মহিলাদের ঋতুস্রাব হলে পুনরায় তিনটি রোযা রাখতে হবে। কসমের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে স্বচ্ছলতা বলতে বুঝায় তার দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোর

---

২৯০ আহসানুল ফাতাওয়া, খ. ৫, পৃ. ৪৮৮; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।
২৯১ ফাতাওয়া ও মাসাইল, খ. ৫, পৃ. ২৪২।
২৯২ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ৩, পৃ. ১৫৮।
২৯৩ *আল-হিদায়া*, খ. ২, পৃ. ৪৮২।

পর কসমের কাফ্ফারা পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকা। দৈনন্দিন প্রয়োজন বুঝায় বসবাসের ঘর, সতর ঢাকা যায় এরকম পরিধেয় বস্ত্র এবং একদিনের খাদ্য। যাদেরকে যাকাত দেয়া যায় না তাদেরকে কাফ্ফারাও দেয়া যায় না।[২৯৪] যদি কোন ব্যক্তি কসম ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করে ফেলে তাহলে তা আদায় হবে না।[২৯৫]

কেউ যদি বলে, আমি যদি অমুক কাজটি করে থাকি তাহলে আমার উপর এক মাসের রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। দেখা গেলো সে ঐ কাজটি করেছে। তাহলে এক মাসের রোযা তার উপর ওয়াজিব হবে।[২৯৬]

২৯৪ ফাতাওয়া ও মাসাইল, খ. ৫, পৃ. ২৪৭।
২৯৫ *আল-হিদায়া*, খ. ২, পৃ. ৪৮২।
২৯৬ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ২, পৃ. ৯৭।

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনে বর্ণিত শপথের বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য

কুরআনুল কারীমে আল-াহ তা'আলা তার নামের কসম করার সাথে সাথে সৃষ্টির নামেও কসম করেছেন। আমরা আল-াহর নামে কসম করি এ কারণে যে, তিনি অধিক প্রভাবশালী, ক্ষমতাধর, অনাকৃতিক ও বিশাল ক্ষমতার অধিকারী। বিভিন্ন বক্তব্য ও বিষয়কে সামনে রেখে কুরআনুল কারীমে শপথের অবতারণা। আল-াহ তা'আলা যে কোন বিষয়ে কসম বা শপথ করতে পারেন, কিন্তু বান্দার জন্য কেবলমাত্র আল-াহর নামে কসম করা বৈধ হবে। কেননা গাইর ল-াহর নামে কসম করা শিরক। আল-াহ তা'আলা নিজ নামের পামাপাশি তার গুণবাচক নাম, কিয়ামত, সময়, দিন-রাত, চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-পর্বত, ফলমূল, কুরআন– এমনকি রাসূল +-এর সম্পর্কে কসম করেছেন। এছাড়া অনেক জায়গায় ফিরিশতাদেরও কসম করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা পুরো কুরআনে আল-াহ তা'আলার বিভিন্ন কসম করার বিষয়াবলী ও বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করবো। এক্ষেত্রে কুরআনের সূরার আয়াতসমূহের বাংলা অনুবাদ, ভাবার্থ, অবতরণের প্রেক্ষাপট ও জওয়াবে কসম নিয়ে আলোচনা করবো। কুরআনুল কারীমের যে সমস্ত সুরায় কসম করা হয়েছে সেসব কসমগুলোর বিষয়বস্তু ভিন্ন ভিন্ন। কসমের বিষয়বস্তুর আলোকে কসম সংক্রান্ত যে সমস্ত সূরা ও আয়াতসমূহ নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তার পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলো–

ক্রমিক	শপথের বিষয়বস্তু	আয়াত সংখ্যা	সূরা সংখ্যা
১	আল-াহ তা'আলার নিজ সত্ত্বার কসম	৭ টি	৭ টি
২	রাসূল +-এর বিষয়ে কসম	১২ টি	৫ টি
৩	কুরআন নিয়ে শপথ	৮ টি	৫ টি
৪	ফেরেশতাদের নিয়ে শপথ	৯ টি	৩ টি
৫	কিয়ামত ও প্রতিশ্র তি দিবস নিয়ে শপথ	৩০ টি	৫ টি
৬	রাত-দিন ও সকাল-সন্ধ্যা নিয়ে শপথ	১৫ টি	৬ টি
৭	আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, নক্ষত্র-মেঘমালা, সমুদ্র-নৌযান নিয়ে শপথ	২০ টি	৮ টি
৮	চন্দ্র-সূর্য, উদয়াচল-অস্থাচল, শহর-নগর, সৃষ্টি-আত্মা, নারী-পুর ষ, ধাবমান অশ্ব ও সময় নিয়ে শপথ	১৪ টি	৮ টি
মোট		**১১৫ টি**	**৪৭ টি**

বি.দ্রঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই সূরার মধ্যে একাধিক বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ
আল-াহ তা'আলার নিজ সত্তা ও রাসূল +-কে নিয়ে (قسم) কসম

আল-াহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে তার নিজ সত্তার قسم বা শপথের পাশাপাশি অনেক বস্তু, সিফাত ও সৃষ্টিকুলের শপথ করেছেন। এই পরিচ্ছেদে আমরা প্রতিপালক হিসেবে আল-াহ তা'আলার নিজ সত্ত্বার কসমের সাথে তার হাবীব মুহাম্মাদ +-কে নিয়ে কসমের পর্যালোচনার পাশাপাশি কুরআন ও ফিরিশতাদের নিয়ে কুরআনে যে শপথের অবতারণা হয়েছে সে বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আল-াহ তা'আলা নিজ সত্ত্বার কসম করে রাসূল +-কে একমাত্র ফায়সালাকারী হিসেবে গণ্য করে ইরশাদ করেন,

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴿٦٥﴾

অর্থাৎ অতএব তোমার পালনকর্তঅর শপথ! সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।[২৯৭]

অত্র আয়াতে আল-াহ তা'আলা নিজ সত্ত্বার কসম করে বলেন যে, সেই ব্যক্তি আদৌ মুসলমান নয় যেই ব্যক্তি নিজের যাবতীয় বিবাদ ও মোকদ্দমায় রাসূল +-এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। অত্র আয়াতে فِيْمَا شَجَرَ বাক্যটি শুধু আচার অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত নয় বরং আকীদা, মতবাদ এবং অপরাপর বৈষয়িক বিষয়েও ব্যাপক। তাই জীবনের কোনো সময় কোনো বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিলে বিবাদ পরিহার করে উভয় পক্ষকে রাসূল +-এর নিকট এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর প্রবর্তিত শরীয়তের আশ্রয়ে গিয়ে মীমাংসা খোঁজা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।[২৯৮]

এরপর আল-াহ সূরা হিজরে নিজের কসম করে বলেন,

فَوَ رَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

২৯৭ আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, আয়াত: ৬৫।

২৯৮ মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)– *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন*, অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, মদিনা: খাদেমুল হারামাঈন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ২৬১-২৬২

অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। ওদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে।[২৯৯] উলে-খিত আয়াতে আল-াহ তা'আলা নিজের পবিত্র সত্ত্বার কসম করে বলেছেন যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল +-কে প্রশ্ন করলেন যে, এই জিজ্ঞাসাবাদ কি বিষয় সম্পর্কে করা হবে? রাসূল + বললেন لا اله الا الله-এর উক্তি সম্পর্কে।[৩০০] জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) বলেন জিজ্ঞাসাবাদটি হবে سؤال توبيخ অর্থাৎ ভর্ৎসনামূলক জিজ্ঞাসাবাদ।[৩০১]

আবদুল-াহ ইবন আব্বাস বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো–

يا محمد اقسم بنفسه لنسألهنهم يوم القيامة

অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের শপথ! হে মুহাম্মাদ আল-াহ নিজের নামে শপথ করলেন, আমি তাদের সকলকে কিয়ামতের দিনে এ বিষয়ে প্রশ্ন করব যে, يقولون فى الدنيا কিয়ামত বিষয়ে তারা দুনিয়াতে কি বলতো।[৩০২]

এরপর আল-াহ বলেন,

وَ يَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِیْ وَ رَبِّیْۤ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕ وَ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ﴿۵۳﴾

হে মুহাম্মাদ! তারা আপনার নিকট জানতে চায় যে, এটা কি সত্য? বলুন, হ্যাঁ আমার প্রতিপালকের শপথ! এটা অবশ্যই সত্য এবং তোমরা এটা ব্যর্থ করতে পারবে না।[৩০৩] আবদুল-াহ ইবন আব্বাস অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় উলে-খ করেছেন,

(وَ يَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ) يستخبرونك يا محمد (اَحَقٌّ هُوَ) يعنى العذاب والقران (قُلْ اِیْ وَ رَبِّیْۤ) نعم وربى (اِنَّهٗ لَحَقٌّ)

অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তারা আপনার নিকট জানতে চায় যে, এটা কি সত্য? অর্থাৎ কুরআন ও প্রতিশ্রুত আযাব কি সত্য? আপনি বলুন, হ্যাঁ আমার প্রতিপালকের শপথ! এটা অবশ্যই সত্য।[৩০৪]

---

২৯৯ আল-কুরআন, *সূরা হিজর*, আয়াত: ৯২-৯৩।
৩০০ *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন*, পৃ. ৭৩৩।
৩০১ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, তাফসীরে জালালাঈন (ঢাকা: মাকতাবাতুল মাদানিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ২৫৩।
৩০২ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ২৮১।
৩০৩ আল-কুরআন, *সূরা ইউনুস*, আয়াত: ৫৩।

আল-াহ আরো বলেন,

فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

সুতরাং আপনার পালনকর্তার শপথ! আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব।[৩০৫] উক্ত আয়াতে আল-াহ নিজ সত্ত্বার কসম করে বলেছেন,

لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّيٰطِيْنَ الى المنكرين للبعث والشياطين الى نجمع كلا منهم وشيطانه فى سلسلة

অর্থাৎ যারা পুনর"খানকে অস্বীকার করে, শয়তানসহ তাদের প্রত্যেককে এক শিকলে বেঁধে (হাশরে) সমবেত করা হবে।[৩০৬] আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে,

ونُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا

হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মুমিন, কাফির, ভাগ্যবান ও হতভাগ্য সবাইকে জাহান্নামের চারদিকে সমবেত করা হবে। তখন সবাই ভীতবিহ্বল নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। পরবর্তীতে মুমিনদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করা হবে।[৩০৭] অত্র আয়াতে আল-াহ তা'আলা কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থা তুলে ধরে নিজ সত্ত্বার কসম করেছেন।

আল-াহ নিজ সত্ত্বার কসম করে আরো বলেন,

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَ رَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِى الْاَرْضِ وَ لَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ *﴿٣﴾

অর্থাৎ কাফিররা বলে, আমাদের উপর কেয়ামত আসবে না। বলুন, কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ! অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোম"লে ও ভূম"লে তার

---

৩০৪ আবদুল াহ ইবন আব্বাস (রা.), তানভীর"ল মিসবাস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস (বৈরূত: দার"ল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৪৩৫ হি.), পৃ. ২২৪।
৩০৫ আল-কুরআন, *সূরা মারইয়াম*, আয়াত: ৬৮।
৩০৬ তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৩০০।
৩০৭ প্রাগুক্ত

অগোচরে নয় অনুপরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ– সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।[৩০৮] মক্কার কাফিররা বলল, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। তাদের কথার জবাবে আল-াহ বলেন, হে মুহাম্মাদ আপনি বলুন,

(بَلٰى وَ رَبِّىْ) اقسم نفسه

অর্থাৎ হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয়ই কিয়ামত তোমাদের কাছে আসবে এবং অুনষ্ঠিত হবে। তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক অবগত এবং তিনি জানে বান্দা অন্তরালে যা ধারণ করে এবং তার কাছে আসমান যমীনের ক্ষুদ্রতম অণু পরিমাণ যা ক্ষুদ্রতম লাল পিঁপড়া পরিমাণ কোনো কিছুই অগোচরে নেই। তাঁর কাছে গোপন নেই বান্দার আমলসমূহ কোন ক্ষুদ্রতম বা বৃহত্তম অথবা হালকা কিংবা ভারী জিনিসসমূহ্ বরং প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে লাওহে মাহফুজে তা সংরক্ষিত রয়েছে তাদের জন্য।[৩০৯]

অন্য আয়াতে আল-াহ বলেন,

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰى وَ رَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۷﴾

অর্থাৎ কাফিরগণ মনে করে যে, তারা কখনও পুনর্খিত হবে না। বল, নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনর্খিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে সেই ব্যাপারে অবশ্যই তোমাদেরকে অবহিত করা হবে। এটি আল-াহর পক্ষে সহজ।[৩১০]

অত্র আয়াতে আল-াহ তা'আলা পুনর্খান সম্পর্কে কাফির, মুশরিক ও মুলহিদগণের ভ্রান্ত ও অবিশ্বাসমূলক ধারণার অপনোদন ঘটিয়ে বলছেন, তারা অবশ্যই পুনর্খিত হবে এবং তাদের ছোট-বড় সকল কার্যকলাপের ফিরিস্তি তোমাদেরকে দেওয়া হবে। আল-াহ তা'আলা তার রাসূলকে দিয়ে তিন জায়গায় তার নামের শপথ করিয়েছেন। এটা হলো তৃতীয় স্থানটি। শপথের বিষয়বস্তু হলো– পরকাল ও তার অস্তিত্বের সত্যতা।[৩১১]

অন্য আয়াতে আল-াহ বলেন,

---

৩০৮ আল-কুরআন, *সূরা সাবা*, আয়াত: ৩।

৩০৯ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৪৫১।

৩১০ আল-কুরআন, *সূরা আত-তাগাবুন*, আয়াত: ৭।

৩১১ ইবন কাসীর, তাফসীরে কুরআনিল আযীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৮ খ্রি.), খ- ১১, পৃ. ১৪৩-১৪৪।

فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَ الْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿۴۰﴾ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿۴۱﴾

অর্থাৎ আমি শপথ করছি, উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির, নিশ্চয়ই আমি সক্ষম।[৩১২]

উপরোক্ত আয়াতে আল-াহ নিজের শপথ করে মানব জাতিকে বুঝাচ্ছেন, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করে পূর্ব-পশ্চিম ইত্যকার দিক নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা যে ভাবছ, পরকাল বলতে কিছু নাই, হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে না এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটবে না, এটি ঠিক নয়। এসব অবশ্যই ঘটবে। আল-াহ তা'আলা কসম করার প্রাক্কালে কফিরদের ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে অস্বীকার করে সেগুলোকে নিজ পরিপূর্ণ কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে ভ্রান্ত প্রমাণ করলেন। যেমন আকাশ ও পৃথিবীকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব প্রদান, তার ভেতর বিভিন্ন প্রাণী ও বস্তুসহ নানাবিধ সৃষ্টির উপস্থিতি দ্বারা তিনি কাফিরদের অমূলক ধারণার অসারত প্রমাণ করলেন।[৩১৩]

এরপর আল-াহ তা'আলা রাসূল +-কে নিয়ে কসম করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন,

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۷۲﴾

অর্থাৎ আপনার জীবনের শপথ তারা তো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে।[৩১৪] আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

(لعمرك) اقسم بعمر محمد (ﷺ) ويقال دينه (انهم) يعنى قوم لوط (لفى سكرتهم) لفى جهلهم (يعمهون) لا يبصرون.

অর্থাৎ আপনার জীবনের শপথ, আল-াহ তা'আলা প্রিয় নবী মুহাম্মাদ +-এর জীবনের শপথ করলেন, আর ব্যাখ্যায় তার দ্বীনের শপথ করলেন (তারা তো) লুত (আ.)-এর সম্প্রদায় তাদের মত্ততায়, তাদের অজ্ঞতায় বিমূঢ় হয়েছে, এতে তারা কিছুই দেখছিল না।[৩১৫]

ইমাম কুরতুবী (রহ.) অনেক মুফাস্সিরদের বরাত নকল করে উলে-খ করেছেন অত্র আয়াতে আল-াহ তা'আলা তার হাবীব মুহাম্মাদ +-এর বয়সের শপথ করেছেন, কারণ হলো কুরাইশ সম্প্রদায় তাদের

---

৩১২ আল-কুরআন, *সূরা মা'আরিজ*, আয়াত: ৪০-৪১।
৩১৩ ইবন কাসীর, তদেব, পৃ. ২৭৪।
৩১৪ আল-কুরআন, *সূরা আল-হিজর*, আয়াত: ৭২।
৩১৫ আবদুল□াহ ইবন আব্বাস (রা.), তানভীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস (বৈরূত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২০১৪খ্রি.), পৃ. ২৮০।

মত্ততায় বিমূঢ় ছিল।[৩১৬] অন্য বর্ণনায় লূত (আ.)-এর কাহিনীর মধ্যে মুহাম্মাদ +-এর হায়াতের কসম করেছেন।[৩১৭]

অত্র আয়াতে لعمرك-এর মধ্যে রাসূল +-কে সম্বোধন করা হয়েছে আল-াহ তা'আলা তার রাসূলের আয়ুর কসম রেখেছেন। বায়হাকী দালায়েলুন নবুওয়াত গ্রন্থে এবং আবূ নয়ীম ও ইবন খারদুরিয়াহ প্রমুখ তাফসীরবিদ হযরত ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আল-াহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে কাউকে মুহাম্মাদ +-এর চাইতে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেননি। এ কারণেই আল-াহ তা'আলা কোন পয়গম্বর অথবা ফিরিশতার আয়ুর কসম খাননি। আলোচ্য আয়াতে রাসূল +-এর আয়ুর কসম খেয়েছেন। এটা রাসূল +-এর প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।[৩১৮]

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) বলেন,

قال تعالى: لَعَمْرُكَ خطالب للنبى صلى الله عليه وسلم: اى وحياتك اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ يترددون.

(তোমার) এই স্থানে রাসূল +-এর প্রতি সম্বোধন করা হচ্ছে (জীবনের শপথ! তারা তাদের মত্ততায় বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে) يعمهون অর্থ: তাহারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে।[৩১৯]

আল-াহ কুরআনের কসম করে বলেন,

يٰسٓ ﴿١﴾ وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾

ইয়াসীন, শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের, তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।[৩২০] তাফসীরে ইবন আব্বাসে এসেছে– يٰسٓ অর্থাৎ হে মানুষ! সেমেটিক ভাষায় 'ইয়াসীন' অর্থ– হে মানুষ। وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের। اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (নিশ্চয়ই তুমি মুহাম্মাদ + রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত)। অপর

---

৩১৬ قال القاضى ابو بكر بن العربى: قال المفسرون بأجمعهم: اقسم الله تعالى بحياة محمد (ﷺ) تشريفا له، ان قومه من قريش من سكرتهم يعمهون وفى حيرتهم يترددون.
ইমাম কুরতুবী, *আল-জামে লি আহকামিল কুরআন*, পৃ. ৩৯৯।

৩১৭ ما قاله حسن، فانه كان يكون قسمه سبحانه بحياة محمد (ﷺ) كلاما معترضًا فى قصة لوط. قال القشريى ابو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم فى ا لتفسيره: ويحتمل ان يقال: يرجع ذلك الى قوم لوط، الى كانوا فى سكرتهم يعمهون، وقيل لما وعظ لوط قومه وقال هؤلاء بناتر، قالت الملائكة: يا لوط (لعمرك انهم مفى سكرتهم يعمهون) ولا يدرون ما يحل بهم صباحًا.
তদেব

৩১৮ মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী, মাআরেফুল কুরআন, বাংলা অনুবাদ মাওলানামুহিউদ্দীন খান (মদীনা: খাদেমূল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৭৩১

৩১৯ জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীর জালালাঈন, পৃ. ২৫২।

৩২০ আল-কুরআন, *সূরা ইয়াসীন*, আয়াত: ১-৩।

ব্যাখ্যায় এটি একটি শপথ বাক্য। ইয়া, সীন এবং জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ করা হয়েছে। শপথ করা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে হালাল-হারাম ও আদেশ নিষেধ বর্ণনাকারী কুরআনের। শপথের বিষয়বস্তু হল, হে মুহাম্মাদ +! তুমি অবশ্যই রাসূলগণের অন্যতম।[৩২১] নাক্কাশ (রহ.) বলেন,

لم يقسم الله تعالى لاحد من انبيائه بالرسالة فى كتابه الا له، وفيه تعظمه وتمجيده على تأويل من قال انه يا سيد ما فيه.

অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা তার কিতাবে কোন নবীর রিসালাতের ব্যাপারে কসম করেননি, শুধু কসম করেছেন মুহাম্মাদ +-এর রিসালাতের ব্যাপারে, এটা হচ্ছে মুহাম্মাদ +-এর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের ব্যাপারে।[৩২২]

কুশাইরী বর্ণনা করেন,

قال ابن عباس: قالت كفار قريش: لست مرسلا وما ارسلك الله الينا. فاقسم الله بالقران المحكم ان محمدًا من المرسلين.

আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, যখন মক্কার কুরাইশরা বললো: হে মুহাম্মাদ নবী রাসূল নও আর আমাদের নিকট তোমাকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়নি। (এ কথার জবাবে) আল-াহ তা'আলা সুস্পষ্ট কুরআনের কসম করে বলেন, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ + রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।[৩২৩] তাফসীরে জালালাঈনে এসেছে,

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ المحكم بعجيب النظم وبديع المعانى اِنَّكَ يا محمد لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ যাহা বিস্ময়কর ভাষা এবং অপূর্ব ভাব ও মর্মের সমন্বয়ে সুদৃঢ়। হে মুহাম্মাদ + নিশ্চয়ই আপনি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।[৩২৪]

আল-াহ তা'আলা আরো বলেন,

نٓ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ ۙ﴿۱﴾ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ﴿۲﴾ وَ اِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۚ﴿۳﴾

---

৩২১ يس. يقول يا انسان بلغة الصريانية والقران الحكيم انك، يا محمد (لمن المرسلين) ويقال قسم اقسم بالباء والسين والقران الحكيم واقسم بالقران الحكم بالحلال والحرام والامر والنهى انك يا محمد لمن المرسلين ولهذا كان القسم.

তানভীর-ল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৪৬৪।

৩২২ তাফসীরে কুরতুবী, খ-, ৮ম, পৃ. ৯।

৩২৩ তদেব

৩২৪ তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৪১৮।

অর্থাৎ নূন, শপথ কলমের এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও।[৩২৫] ইমাম তারাবানী ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল + বলেছেন: আল-াহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম ও মৎস (نون) সৃষ্টি করেন। অতঃপর কলমকে বললেন, লেখ, লেখ। কলম জিজ্ঞেস করল, কি লিখবো? আল-াহ বললেন: কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে সব লেখ। অতঃপর রাসূল + نٓ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ পাঠ করেন।[৩২৬]

শপথের পর আল-াহ তা'আলা রাসূল +-কে নির্ভয় দান করে বলেন, مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ অর্থাৎ হে নবী! আল-াহর মেহেরবানীতে আপনি উন্মাদ নন। আপনার সম্প্রদায়ের মূর্খ কাফিররা যা বলে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা রটনা। এতে আপনি ঘাবড়াবেন না।[৩২৭]

আল-াহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَ النَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ﴿۱﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوٰى ۚ﴿۲﴾ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ؕ﴿۳﴾

অর্থাৎ শপথ নক্ষত্রের! যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ) বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়।[৩২৮] ইবন আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, সুফিয়ান সাওরী, ইবন আবূ নাজীহ প্রমুখদের মতে, النَّجْمِ অর্থৎ সুরাইয়্যা তারকা। যাহ্হাক বলেন, وَ النَّجْمِ اِذَا هَوٰى অর্থ– নক্ষত্রের শপথ করে আল-াহ বলেন, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوٰى তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ) বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়। আল-াহ তা'আলা শপথ করে রাসূল +-এর সপক্ষে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যের অনুসারী। তিনি বিভ্রান্ত নন, বিপথগামীও নন। ضَلَّ বিভ্রান্ত এমন মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, অজ্ঞতার কারণে ভুলপথে পরিচালিত হয়। আর غَوٰى তথা বিপথগামী বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে জেনে বুঝে ইচ্ছা করে বিপথে চলে। তাই আল-াহ তা'আলা শপথ করে বলছেন যে, আমার রাসূল মুহাম্মাদ + এই দুই শ্রেণির কোনো শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত নন।[৩২৯]

আল-াহ তা'আলা আরো বলেন,

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۙ﴿۳۸﴾ وَ مَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۙ﴿۳۹﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۙ﴿۴۰﴾

---

৩২৫ আল-কুরআন, *সূরা কলম*, আয়াত: ১-৩।
৩২৬ ইবনে কাসীর, খ ১১, পৃ. ২১৬।
৩২৭ তদেব, পৃ. ২১৯।
৩২৮ আল-কুরআন, *সূরা নাজম*, আয়াত: ১-৩।
৩২৯ ইবন কাসীর, তাফসীরে কুরআনিল আযীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৮ খ্রি.), খ ১০, পৃ. ৫০৬।

অর্থাৎ আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও এবং যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা।[৩৩০]

অত্র আয়াতে আল-াহ তা'আলা সৃষ্টিসমূহের মধ্যে মানুষ যা দেখতে পায় এবং যা দেখতে পায় না উভয়ের শপথ করে আল-াহ তা'আলা বলছেন যে, কুরআন তার কালাম এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত তার রাসূলের উপর অবতীর্ণ ওহী। নিশ্চয়ই কুরআনের এক সম্মানিত রাসূল তথা মুহাম্মাদ +-এর বাহিত বার্তা।[৩৩১]

আল-াহ তা'আলা আরো বলেন,

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَ الَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَ الصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿١٩﴾ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿٢٠﴾

অর্থাৎ আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের। যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়। শপথ রাতের! যখন তার অবসান হয়। আর শপথ ঊষার! যখন তার আবির্ভাব হয়। নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী।[৩৩২]

অত্র আয়াতে আল-াহ কয়েকটি শপথ করার পর বলছেন, নিশ্চয়ই কুরআন কারীম সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী। অর্থাৎ রাসূলরূপে তিনি তা প্রকাশ করেছেন মাত্র। এটি মুহাম্মাদ +-এর স্বরচিত বক্তব্য নয়, বরং রাসূল প্রেরণকারীর অর্থাৎ আল-াহর বাণী। রাসূল দ্বারা এখানে জিবরাঈল (আ.) অথবা রাসূল +-কে বুঝানো হয়েছে। অত্র শপ كريم অর্থ– আল-াহর নিকট সম্মানিত। এটি رسول-এর বিশে-ষণ।[৩৩৩]

---

৩৩০ আল-কুরআন, *সূরা হাক্কাহ*, আয়াত: ৩৮-৪০।

৩৩১ Aveyj wd`v BmgvCj Be‡b Kvmxi, *Zvdmx‡i Beb Kvmxi*, (অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), খ" ১১, পৃ. ২৫৪।

৩৩২ আল-কুরআন, *সূরা তাকউইর*, আয়াত: ১৫-২০।

৩৩৩ আল□ামা কাযী মুহাম্মদ সানাউল□াহ পানিপথী রহ. তাফসীরে মাযহারী, অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.), খ" ১৩, পৃ. ১০৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআন ও ফেরেশতাদের নিয়ে (قسم) শপথ

আল-াহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বিভিন্ন বিষয়ের শপথ করার পাশাপাশি কুরআন ও ফেরেশতাদের নিয়ে কসমের অবতারণা করেছেন। যা দ্বারা আল-াহ তা'আলা তাঁর কথাকে শক্ত, দৃঢ় ও মজবুত করেছেন।

যেমন কুরআন নিয়ে শপথ প্রসঙ্গে আল-াহ তা'আলা বলেন,

صٓ وَ الْقُرْاٰنِ ذِی الذِّکْرِ ؕ﴿۱﴾ بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ عِزَّۃٍ وَّ شِقَاقٍ ﴿۲﴾

সোয়াদ, উপদেশপূর্ণ কুরআনের শপথ, কিন্তু কাফিররা (এ ব্যাপারে) ঔদ্ধত্য ও গোঁড়ামিতে (ডুবে) আছে।[৩৩৪] আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর সনদে–

قوله تعالى (ص) يقول ص واقران اى كرروا القران حتى تعلموا الايمان من الكفر والسنة من البدعة الحق من الباطل والصدق من الكذب والحلال من الحرام والخير من الشر ويقال ص عن الهدى اى صرف اهل مكة عن الحق والهدى ويقال ابو جهل ويقال ص صاد فى قوله ويقال ص اسم من اسماء الله صادق ويقال قسم اقسم به (والقران) اقسم بالقران (ضى الذكر) ذى الشرف والبيان الشرف من امن كفار مكة (فى عذة) حمية وتكبر (وشقاق) خلاف وعداوة ولهذا كان المقسم عليه.

অর্থাৎ তোমরা বারবার কুরআন অধ্যয়ন কর যাতে তোমরা কুফরী ও ঈমানের পরিচয় লাভ করতে পারো। পাশাপাশি সুন্নাত ও বিদআত, হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা, হালাল ও হারাম এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের পরিচয় লাভ করতে পার। অপর ব্যাখ্যায় ص عن الهدى দ্বারা মক্কাবাসীগণ হক ও হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় আবূ জাহল সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় ص অর্থ যিনি আপন বাক্যে সত্যবাদী অপর ব্যাখ্যায় ص দ্বারা সত্যবাদী যা صادق অর্থে, এটি আল-াহর নাম। অপর ব্যাখ্যায় এটি একটি শপথ বাচক অক্ষর যেটি দ্বারা আল-াহ তা'আলা শপথ করেছেন। শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের। আল-াহ তা'আলা শপথ করেছেন মর্যাদাবান ও বিস্তৃ বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ কুরআন মাজীদের। এটি মর্যাদাবান বানিয়ে দেয় তাকে যে, এটিতে ঈমান আনে এবং এটিতে রয়েছে পূর্ববর্তী পরবর্তী বর্ণনা ও বিবরণ। কিন্তু মক্কার কাফিররা

৩৩৪ আল-কুরআন, *সূরা সোয়াদ*, আয়াত: ১-২।

ডুবে আছে ঔদ্ধত্যে, দম্ভ ও অহংকারে এবং বিরোধিতায় বিরুদ্ধাচারণ ও শত্রুতায়। এজন্য এটির উপর শপথ করা হয়েছে।[৩৩৫]

দাহহাক বলেন,[৩৩৬]

معناه صدق الله وعند ان (ص) قسم اقسم الله به وهو من اسماء الله.

সাঈদ বিন জুবায়ের বলেন[৩৩৭]

(ص) بحد يحى الله به الموتى بين النفختين

ইমাম কুরতুবী বলেন[৩৩৮]

قوله تعالى (والقران) خفض بواو القسم والواو بدل من الباء. اقسم بالقران تنبيها على جلالة قدره. فان فيه بيان كل شيئ وشفاء لما فى الصدور ومعجزة للنبى (ﷺ).

জালালাঈনে এসেছে (ص) আল-াহই ইহার মর্মার্থ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। (والقران ذى الذكر) শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের অর্থাৎ বর্ণনাপূর্ণ ও মর্যাদাবান। এই শপথের জবাবটি উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ বিষয়টি এমন নয়, যেমন মক্কার কাফিরগণ অসংখ্য ইলাহর উক্তি করিতেছে।[৩৩৯]

আল-াহ বলেন,

حٰمٓ ﴿١﴾ وَ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾

(১) হা-মী-ম, (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾

(৩) আমিতো ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক মুবারক রজনীতে; আমিতো সতর্ককারী।

অত্র আয়াতে সুস্পষ্ট কুরআনের শপথ করা হয়েছে যেটি মুবারকপূর্ণ কদরের রজনীতে অবতীর্ণ হয়েছে।[৩৪০]

---

৩৩৫ তানভীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৪৭৮।
৩৩৬ তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড. ৮ম, পৃ. ১২৩।
৩৩৭ তদেব।
৩৩৮ তদেব।
৩৩৯ (ص) الله اعلم بمراده به. والقران ذى الذكر اى: البيان او اشرف وجواب هذا القسم محذوف اى: ما الامر كما قال كفار مكة من تعدد الالهة.
তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৪৩২।
৩৪০ আল-কুরআন, *সূরা দুখান*, আয়াত: ১-৩।

তানভীর‍ুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস-এ এসেছে,

(وَالْكتاب الْمُبين) وَأقسم بِالْكتاب الْمُبين لقد قضى ما هو كَائِن أَي بَين ويقال قسم اقسم بالحاء والميم والقران المبين بالحلال والحرام والامر والنهى (انا انزلناه) انزلنا جبريل بالقران ولهذا كان اقسم انزل الله جبريل بالقران ولهذا كان القسم انزل الله جبريل الى سماء الدنيا حتى املى القران على الكتبة وهم اهل سماء الدنيا فى ليلة المباركة.

অর্থাৎ সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ করে আল-াহ বলেছেন যে, যা কিছু হওয়ার সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এর পুরোটিই শপথ। আল-াহ শপথ করেছেন হা-মীম ও সুস্পষ্ট কুরআনের যা হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ প্রকাশক। আমি তা অবতীর্ণ করেছি অর্থাৎ জিবরাঈলকে প্রেরণ করেছি কুরআনসহ। এই বিষয়টি শপথ করে বলা হয়েছে। আল-াহ জিবরাঈল (আ.)-কে দুনিয়ার আকাশে প্রেরণ করেছিলেন। এরপর জিবরাঈল (আ.) লেখক ফিরিশতাদের তা পড়ে শুনান। এ লেখক ফিরিশতাগণ দুনিয়ার আকাশের অধিবাসীদেরকে পড়ে শুনান এক মুবারক রজনীতে।[৩৪১]

وكتاب مبين (সুস্পষ্ট কিতাব) বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে আল-াহ তা'আলা قسم বা শপথ করে বলেছেন, আমি কুরআনকে এক মুবারক রাত্রিতে নাযিল করেছি এবং এর উদ্দেশ্য গাফেল মানুষকে সতর্ক করা।[৩৪২]

আল-াহ বলেন,

قٓ ۚ وَ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۚ﴿۱﴾

অর্থাৎ ক্ব-ফ, শপথ সম্মানিত কুরআনের (তুমি অবশ্যই সতর্ককারী)।[৩৪৩] ق-এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন: কাফ হচ্ছে একটি সবুজ পর্বত। যা ভূপৃষ্ঠ ও নীল আসমান দ্বারা বেষ্টিত। এতদ্বারা আল-াহ তা'আলা শপথ করেন এবং শপথ সম্মানিত কুরআনের, আল-াহ তা'আলা মর্যাদাবান কুরআন কারীমের শপথ করেন।[৩৪৪]

কুরআনের শপথ করে আল-াহ তা'আলা আরো বলেন,

---

৩৪১ তানভীর‍ুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৫২৫।

৩৪২ মাআরেফুল কুরআন, পৃ. ১২৩৫।

৩৪৩ আল-কুরআন, *সূরা ক্ব-ফ*, আয়াত: ১।

৩৪৪ وبسناده عن ابن عباس فى قوله تعالى (ق) يقول هو جبل اخضر محدق بالدنيا وخضره السماء منه اقسم الله به (والقران المجيد) واقسم الشريف.

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾ وَ اِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾
অর্থাৎ আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের, অবশ্যই এটি এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে, নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআন।[৩৪৫]

উপরোক্ত আয়াতের শুর“তে لا হরফটি زائده বা অতিরিক্ত। আসল ইবারত হলো أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ অর্থাৎ আমি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করছি। আর শপথের জবাব হলো– اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত কুরআন। অন্যরা বলেন, لا হরফটি زائده বা অনর্থক নয়। বরং مقسما به যদি নেতিবাচক হয় তাহলে কসমের শুর“তে لا যোগ করা আরবী ভাষার নিয়ম।

যেমন– হযরত আয়িশা (রা.) বলেন,

لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط

অর্থাৎ রাসূল +-এর হাত কখনো কোন পরনারীর হাত স্পর্শ করে নাই। তদ্র“প নিয়মানুযায়ী আলোচ্য আয়াতে لا যোগ করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে–

وَ اِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ আমি যেই শপথ করলাম তা এক মহা শপথ। যদি তোমরা তার মহাত্ম্য বুঝতে পারতে, তাহলে শপথ করে যা বলা হয়েছে কুরআনের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে পারতে। মুহাম্মাদ +-এর উপর যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তা এক মহান কিতাব।[৩৪৬]

আল-াহ তা'আলা আরো বলেন,

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَ الْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾
অর্থাৎ শপথ আসমানের, যা ধারণ করে বৃষ্টি এবং শপথ যমীনের, যা বিদীর্ণ হয়। নিশ্চয়ই কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।[৩৪৭] অত্র আয়াতে আল-াহ তা'আলা আসমান ও যমীনের কসমের পর জওয়াব দিচ্ছেন– اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ– ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, অত্র আয়াতে فصل-এর অর্থ হবে حق অর্থাৎ এই কুরআন সত্যবাণী। কাতাদাহ্ (রহ.)সহ অন্যরা বলেন, فصل শব্দটির অর্থ হবে

৩৪৫ আল-কুরআন, *সূরা ওয়াক্বিয়াহ*, আয়াতঃ ৭৫-৭৭।
৩৪৬ তাফসীরে ইবন কাসীর, খ" ১০, পৃ. ৬৬৬-৬৬৭।
৩৪৭ আল-কুরআন, *সূরা আত-তারিক্ব*, আয়াতঃ ১১-১৩।

ইনসাফপূর্ণ ও মীমাংসাকারী বাণী।[৩৪৮] কাযী সানাউল-াহ পানিপথী (রহ.) বলেন, এর অর্থ হলো এই কুরআন মীমাংসা করে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে।[৩৪৯]

আল-াহ তা'আলা কুরআনের কয়েক জায়গায় ফিরিশতাদের নিয়ে قسم বা শপথ করেছেন।

৩৪৮ তাফসীরে ইবন কাসীর, খ. ১১, পৃ. ৪৭৫।
৩৪৯ তাফসীরে মাযহারী, খ. ১৩, পৃ. ১৭১।

যেমন তিনি বলেন,

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۳﴾

অর্থাৎ শপথ তাহাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দ ায়মান ও যারা কঠোর পরিচালক এবং যারা 'যিকর' আবৃত্তিতে রত।[৩৫০] আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا বলতে–

اقسم الله بالملائكة الذين فى السماء صفوفا كصفوف المؤمنين فى الصلاة

আল-াহ শপথ করেছেন আকাশে অবস্থানকারী সে সকল ফিরিশতাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন ঈমানদারদের নামাযের সারির ন্যায়।[৩৫১]

الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا এটি صف শব্দ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ কোন জনসমষ্টিকে এক সরল রেখায় সন্নিবেশিত করা, কাজেই আয়াতের অর্থ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ব্যক্তিবর্গ। এ সূরায়ই এর পরেও ফিরিশতাগণের সারিবদ্ধ হওয়ার বিষয় উলে-খিত হয়েছে। ফিরিশতাগণের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে انا نحن الصافون অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এটা কখন হয়? এ প্রশ্নের জওয়াবে তাফসীরবিদ হযরত ইবন আব্বাস (রা.), হাসান বসরী (রহ.) ও কাতাদাহ (রা.) প্রমুখ বলেন যে, ফিরিশতাগণ সদা সর্বদা শূন্য পথে সারিবদ্ধ হয়ে আল-াহর আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ণ থাকে। যখনই কোন আদেশ হয়, তখনই তা কার্যে পরিণত করে। কারও কারও মতে এটা কেবল ইবাদত, যিকর ও তাসবীহে মাশগুল হয় তখনই সারিবদ্ধ হয়।[৩৫২]

তাফসীরে জালালাঈনে এসেছে,

الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا দ্বারা

الملائكة تصف نفوسها فى العبادة اواجنحتها فى الهواء تنتظر ما تؤمر به.

অর্থাৎ ফিরিশতাদের শপথ, যারা ইবাদতের মধ্যে নিজেদেরকে সারিবদ্ধ করিয়া রাখে অথবা তাহাদেরকে যাহা আদেশ দেওয়া হইবে তাহার প্রতিক্ষায় শূন্য লোকে নিজেদের ডানাসমূহ সারিবদ্ধ করিয়া রাখে।[৩৫৩]

কেউ বলেন,

---

৩৫০ আল-কুরআন, *সূরা আস-সফ্ফাত* ১-৩, আয়াত: ১-৩।
৩৫১ তানভীর ল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৪৭০।
৩৫২ মুফতী মোহাম্মদ শফী, মাআরেফুল কুরআন, পৃ. ১১৪০।
৩৫৩ তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৪২৪-২৫।

الصّٰٓفّٰتِ جماعة الناس المؤمنين اذا قاموا صفا فى الصلاة او فى الجهاد

অর্থাৎ الصّٰٓفّٰتِ বা সারিবদ্ধ দ্বারা ঈমানদার মানুষের সেই জামাআতে শপথ করা হয়েছে যখন তারা নামাযের মধ্যে অথবা জিহাদে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।[৩৫৪]

আল-াহ তা'আলা আরো বলেন,

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا

অর্থাৎ শপথ ঐ সমস্ত ফিরিশতাদের যারা কঠোর পরিচালক। زّٰجِرٰتِ শব্দটি زجر থেকে উৎপন্ন, এর অর্থ প্রতিরোধ করা, ধমক দেয়া, অভিশাপ দেয়া। যদি প্রশ্ন করা হয় ফিরিশতাগণ কিসের প্রতিরোধ করে? কুরআনুল কারীমের পূর্বাপর বর্ণনার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, এখানে ফিরিশতাগণের সেই কর্মকা" বোঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে ফিরিশতাগণ শয়তানগণকে ঊর্ধ্ব জগতে পৌঁছতে বাধা দান করে।[৩৫৫]

আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

(فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا) اقسم بالملائكة الذين يزجرون السحاب ويؤلفونه.

অর্থাৎ কঠোর পরিচালক ফিরিশতাগণের কসম দ্বারা ঐ সমস্ত ফিরিশতাগণকে বুঝানো হয়েছে, যারা মেঘমালাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং সেগুলোকে একত্রিত করেন।[৩৫৬]

৩৫৪ তাফসীরে কুরতুবী, ৮ম খ", পৃ. ৫৫।
৩৫৫ মুফতী মোহাম্মদ শফী, মাআরেফুল কুরআন, পৃ. ১১৪১।
৩৫৬ মুফতী মোহাম্মদ শফী, মাআরেফুল কুরআন, পৃ. ১১৪১।

তাফসীরে জালালাঈনে এসেছে,

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ای ملائكة تزجر السحاب الی تسوقة

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا দ্বারা ঐ সমস্ত ফিরিশতাদের শপথ করা হয়েছে যারা মেঘমালাকে পরিচালিত করে অর্থাৎ হাঁকিয়ে নিয়ে যায়।[৩৫৭]

ফিরিশতাগণের তৃতীয় বিশেষণ হচ্ছে– فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا

অর্থাৎ ঐ সমস্ড় ফিরিশতাগণের শপথ যার ذكر আবৃত্তিতে রত। অত্র আয়াতে ذكر-এর মর্মার্থ نصيحة বা উপদেশ বাক্যও হয় এবং আল-াহর স্মরণও হয়। প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী উদ্দেশ্য এই যে, আল-াহ তা'আলা তার গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে যেসব উপদেশ নাযিল করেছেন, তারা সেগুলো তিলাওয়াত করে। এ তিলাওয়াত পুণ্য অর্জন এবং ইবাদত হিসেবেও হতে পারে, অথবা ওহী বহনকারী ফিরিশতাগণ পয়গম্বরের সামনে উপদেশপূর্ণ ঐশীগ্রন্থ তিলাওয়াতের মাধ্যমে যে পয়গাম পৌঁছান, তাও বোঝানো যেতে পারে। পক্ষান্ড়রে ذكر-এর অর্থ– আল-াহর স্মরণ নেয়া হলে উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা যেসব বাক্য পাঠে রত থাকে, সেগুলো আল-াহর পবিত্রতা ও মহিমা জ্ঞাপন করে।[৩৫৮]

আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

(فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا) اقسم بالملائكة قراة الكتاب ويقال اقسم بقراة القران.

অর্থাৎ যারা যিকর আবৃত্তিতে রত, আল-াহ তা'আলা কসম করেছেন সে সকল ফিরিশতার যারা কিতাব পাঠ করেন, অপর ব্যাখ্যায় আল-কুরআন পাঠের শপথ করেন।[৩৫৯] কাতাদাহ বলেন,

فالتاليات ذكرا المراد كل من تلا ذكر الله تعالی وكتبه

অর্থাৎ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا দ্বারা উদ্দেশ্য প্রত্যেকে যে আল-াহর স্মরণ করে এবং আল-াহর কিতাব।[৩৬০]

তাফসীরে জালালাঈনে এসেছে,

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا. جماعة قراء القران تتلوه ذكرًا مصدر من بمعنی التاليات

৩৫৭ তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৪২৫।
৩৫৮ মুফতী মোহাম্মদ শফী, মাআরেফুল কুরআন, পৃ. ১১৪১।
৩৫৯ তানভীর্ল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৪৭০।
৩৬০ তাফসীরে কুরতুবী, ৮ম খ্ড, পৃ. ৫৬।

অর্থাৎ শপথ ঐ সমস্ত ফিরিশতাগণের যারা যিকর আবৃত্তিতে রত এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ কুরআন পাঠকদের দল যারা কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে। এখানে ذكر শব্দটি مصدر যা التاليات বা তিলাওয়াতকারীগণ অর্থে ব্যবহৃত।[৩৬১] পরপর তিনটি قسم বা শপথ করার পর আল-াহ جواب قسم বা কসমের জওয়াব উলে-খ করে বলেন,

اِنَّ اِلٰـهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿۴﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ এক।[৩৬২]

(اِنَّ اِلٰـهَكُمْ لَوَاحِدٌ) بلا ولد ولا شريك ولهذا كان القسم ان الهكم يا اهل مكة لواحد بلا ولو ولا شريك.

নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক। তার কোন সন্তান-সন্ততি নেই, কোন শরীক সমকক্ষ নেই, এজন্য আল-াহ তা'আলা কসম করে বলেছেন, হে মক্কাবাসীগণ! তোমাদের ইলাহ-এর কোন সন্তান-সন্ততি নেই এবং কোন শরীক নেই।[৩৬৩] অত্র সূরায় বিশেষভাবে ফিরিশতাগণের শপথ করার কারণ এই যে, মক্কার কাফিররা ফিরিশতাগণকে আল-াহর কন্যা বলে অভিহিত করতো। সেমতে সূরার শুর"তেই ফিরিশতাগণের শপথ করে তাদের এমন গুণাবলী উলে-খ করা হয়েছে, যা থেকে তাদের পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ পায়। ফিরিশতাগণের এমন দাসত্ব জ্ঞাপন গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে, আল-াহ তা'আলার সাথে তাদের সম্পর্ক পিতা ও কন্যার মতো নয় বরং তাদের মধ্যে দাস ও প্রভুর সম্পর্ক।[৩৬৪]

আল-াহ তা'আলা কুরআনের কয়েক জায়গায় ফিরিশতাদের বিভিন্ন কর্মকা"ের কথা তুলে ধরেছেন এবং ঐ সমস্ত ফিরিশতাদের قسم বা শপথ করেছেন। যেমন আল-াহ বলেন,

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۙ﴿۱﴾ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۙ﴿۲﴾ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۙ﴿۳﴾ فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۙ﴿۴﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۙ﴿۵﴾

৩৬১ তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৪২৫।
৩৬২ আল-কুরআন, *সূরা আস-সফ্ফাত*, আয়াত: ৪।
৩৬৩ তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃ. ১৭০।
৩৬৪ মুফতী মোহাম্মদ শফী, মাআরেফুল কুরআন, পৃ. ১১৪১।

অর্থাৎ (১) শপথ ধূলি ঝঞ্ঝার (২) শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুঞ্জের (৩) শপথ স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের (৪) শপথ কর্মবণ্টনকারী ফিরিশতাগণের (৫) তোমাদিগের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।[৩৬৫]

হযরত আলী ইবন আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি একদা কুফার মসজিদের মিম্বরের উপর আরোহন করিয়া বলিলেন তোমাদিগের কুরআনের যে কোন আয়াত ও হাদীসের কোন ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞাসার থাকিলে, আমাকে প্রশ্ন কর আমি তাহার সদুত্তর প্রদান করিব। তখনই ইবনুল কুওয়া (রহ.) দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا এই আয়াতের অর্থ কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন: বাতাস। অতঃপর তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا আয়াতটির অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, মেঘপুঞ্জ। আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ইহার মর্মার্থ কি? এতদুত্তরে তিনি বলিলেন– নৌযান। আবার ঐ লোকটি জিজ্ঞাসা করিল فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ইহার অর্থ কি? তিনি বলিলেন– ফিরিশতাগণ।[৩৬৬] আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) তাফসীর করেছেন,

(وَالذّٰرِيٰتِ) اقسم بالله بالرياح ذوات الهبوب (ذَرْوًا) ما ذرت به الريح فى منازل القوم. (فَالْحٰمِلٰتِ) واقسم بالسحاب تحمل الماء (وِقْرًا) ثقيلا بالمطر (فَالْجٰرِيٰتِ) واقسم بالسفن (يُسْرًا) سيرا هينا بتيسير (فَالْمُقَسِّمٰتِ) واقسم بالملائكة جبريل وميكائل اسرافيل وملك الموت (اَمْرًا) يقسمون بين العباد اقسم بهؤلاء الاشياء.

অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা শপথ করেছেন প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত ঝড়ের, যেগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায় মানুষের ঘর-দোর। শপথ মেঘমালার, যা বহন করে নিয়ে যায় বৃষ্টির পানি এবং যা পানির আধিক্যে ভারি হয়ে যায়। শপথ স্বচ্ছন্দ গতি নৌযানের যেগুলি ঋজু ও দ্রুতগতিতে চলমান। শপথ কর্মবণ্টনকারী ফিরিশতাগণ জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও মালাকুল মাওতের, যারা বান্দাদের মধ্যে উপরোক্ত বস্তুসমূহ বণ্টন করেন।[৩৬৭]

উপরোক্ত আয়াতের জওয়াবে কসম হলো

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۙ﴿۵﴾ وَّ اِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ؕ﴿۶﴾

৩৬৫ আল-কুরআন, *সূরা আয-যারিয়াত*, আয়াত: ১-৫।
৩৬৬ তাফসীরে ইবন কাসীর, খণ্ড. ১০, পৃ. ৪৫১।
৩৬৭ তাফসীরে ইবন আব্বাস (রা.), পৃ. ৫৫৪; তানভীরুল কুরতুবী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৯; *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন*, পৃ. ১২৯৩।

অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী।[৩৬৮]

তাফসীরে জালালাঈনে এসেছে,

وَالذّٰرِيٰتِ الرياح تذرو التراب وغيره ذَرْوًا مصدر ويقال تذريه ذريًا تهوب به. فَالْحٰمِلٰتِ السحب تحمل الماء وِقْرًا ثقيلا مفعول الحاملات فَالْجٰرِيٰتِ السفن ترجى على وجه الماء يُسْرًا بسهولة مصدر فى موضوع الحال اى ميسرة فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا الملائكة تقسم الارزاق والامطار وغيرها بين البلاد والعباد.

অর্থাৎ (শপথ ধূলি ঝঞ্ঝার) যে বায়ু ধুলাবালি ইত্যাদি উৎক্ষিপ্ত করে। (শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুঞ্জের) যে মেঘ পানি বহন করে। আয়াতে وقرًا শব্দটি الحاملات-এর مفعول, যার অর্থ হলো– ثقل বা ভার। (শপথ স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের) যে নৌযান পানির বুকে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে। অত্র আয়াতের يسرًا শব্দটি حال-এর স্থানে যাহা مصدر রয়েছে অর্থাৎ সহজভাবে। (শপথ কর্ম বণ্টনকারী ফিরিশতাগণের) অর্থাৎ যে ফিরিশতাগণ বিভিন্ন ভূখণ্ডবাসীদের সাথে বৃষ্টি ও জীবিকা বণ্টনের কর্মে নিয়োজিত।[৩৬৯]

আল-াহ তা'আলা ফিরিশতাগণের নানা কর্মনির্বাহ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে যে সকল ফিরিশতাগণের শপথ (قسم) করে বলেন[৩৭০]

وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ﴿۱﴾ وَّ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ﴿۲﴾ وَّ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ﴿۳﴾ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ﴿۴﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ﴿۵﴾

অর্থাৎ (১) শপথ সেই ফিরিশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে (২) শপথ তাদের যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে (৩) শপথ তাদের, যারা সন্তরণ করে দ্রুতগতিতে (৪) শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং (৫) শপথ তাদের যারা সকল কর্মনির্বাহ করে কিয়ামত অবশ্যই হবে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের শপথ সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

(وَ النّٰزِعٰتِ) يقول اقسم الله بالملائكة الذين ينزعون نفوس الكافرين (غَرْقًا) غرقت نفسه فى صدره وهى ارواح الكافرين. (وَّالنّٰشِطٰتِ) واقسم بالملائكة الذين ينشطون نفوس

৩৬৮ আল-কুরআন, *সূরা আয-যারিয়াত*, আয়াত: ৫।
৩৬৯ জালালাঈন, পৃ. ৪৯৬।
৩৭০ আল-কুরআন, *সূরা আন-নাযিয়াত*, আয়াত: ১-৫।

الكافرين بالكرب الغم (نَشْطًا) كنشط السفود كثير الشعب من الصوف ويقال هى ارواح المؤمنين بالخروج الى الجنة (وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا) واقسم بالملائكة الذين ينزعون نفوس الصالحين يسلونها سلا رفيقا رويدًا ثم يتركونها حتى تشريح ويقال هى ارواح المؤمنين (فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا) واقسم بالملائكة الذين يسبقون بارواح المؤمنين الى الجنة وارواح الكافرين الى النار ويقال هى ارواح المؤمنين تسبق الى الجنة (فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا) واقسم بالملائكة الذين يدبرون امور العباد يعنى جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت.

ويقال وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا. وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا. وَّ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا. فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا كل هؤلاء النجوم فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا هم الملائكة ويقال وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا هى قسر الغزاة وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا. وَّ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا هى سفن غزاة البحر فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا هى خيول الغزة فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا هم قواد الغزاة ويقال وَّ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا هى الشمس والقمر والليل والنهار اقسم الله بهؤلاء الاشياء ان النفختين لكائنتان بينهما اربعون سنة ثم بينهما.

অর্থাৎ والنازعات আল-াহ শপথ করেছেন ফিরিশতাগণের, যারা কাফিরদের আত্মাকে জোর করে উৎপাটন করে (غرقا) নির্মমভাবে তার আত্মাকে তার বক্ষের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে বের করেন। এটা কাফিরদের র ুহের অবস্থা।

(২) الناشطات আল-াহ শপথ করেন সে সব ফিরিশতাদের যারা কষ্টের ও যন্ত্রণার সাথে কাফিরদের র ুহ বের করে নেয়। (نشطا) মৃদুভাবে যেমন ঘন কাঁটাযুক্ত শিক কোন পশমের স্থান থেকে বের করা হয়। আরো বলা হয় যে, এটা মুমিনদের র ুহ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাদের র ুহগুলো অতি মৃদুভাবে বের করে বেহেশতের দিকে ধাবিত করবেন।

(৩) (والسابحات سبحًا) আল-াহ তা'আলা শপথ করেছেন ঐসব ফিরিশতাদের, যারা নেককার মুমিনদের আত্মা অতি সহজে বের করে নেন এবং তাকে আরামে নেয়ার জন্য কিছুটা সময় দেয়। আরো বলা হয় এটা মুমিনদের র ুহের অবস্থা।

(৪) (فالسابقات سبقًا) আল-াহ সেই ফিরিশতাদের শপথ করেছেন যারা অতি দ্র ুত মুমিনদের আত্মাকে জান্নাতে এবং কাফিরদের আত্মাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আরো বলা হয় এটা মুমিনদের আত্মা যা দ্র ুত জান্নাতে পৌঁছবে।

(৫) (فالمدبرات امرًا) আল-াহ শপথ করেছেন সেই ফিরিশতাদের যারা মানুষের কাজে নিয়োজিত। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল, মালাকুল মউত। আরো বলা হয়েছে,

(وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا. وَّ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا. وَّ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا. فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا)

এগুলি হচ্ছে প্রত্যেকটি বড় বড় নক্ষত্র। আর (فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا) হলো ফিরিশতারা এবং আরো বলা হয়েছে (وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا) অর্থাৎ বীর যোদ্ধাদের প্রবল বীরত্ব। (وَّ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا) যোদ্ধাদের রশি, আর এটা হচ্ছে সামুদ্রিক যোদ্ধাদের নৌকাসমূহ এবং فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا এটা হলো যোদ্ধাদের ঘোড়াসমূহ এবং وَّ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا হচ্ছে যোদ্ধাদের নেতাগণ। আরো বলা হয়েছে আল-াহ তা'আলা ঐ সমস্ত জিনিসের শপথ করেছেন, শিংগায় যে দুইবার ফুঁৎকার হবে এই দুই ফুঁৎকারের মধ্যে চলি-শ বছরের ব্যবধান হবে।[৩৭১]

ইমাম জারীর আত-তাবারী (রহ.) বলেন, وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا দ্বারা আমার নিকট সত্য ধারণা এই যে, তারা ঐসব ফিরিশতা যারা মানুষের মৃত্যুকালে তাদের দেহের গভীরে পৌঁছে প্রতিটি ধমনী হতে প্রাণ টেনে বের করে।[৩৭২]

غرق শব্দটি বিশেষ্য, ক্রিয়ামূলরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং ক্রিয়ার সমার্থবোধক ভিন্ন শব্দ থেকে এটি مفعول مطلق বা সাধারণ কর্ম। যেমন– قعدت جلوساً (আমি ভালভাবে বসেছি। বলা হয় اغرق النازع فى القوس অর্থাৎ তীর নিক্ষেপকারী প্রচ শক্তি সহকারে ধনুক টেনেছে।

والناشطان نشطًا মৃদুভাবে বন্ধন মুক্তকারী দ্বারা সে সকল ফিরিশতাকে বুঝানো হয়েছে, যারা শান্তির ও নম্রতার সাথে ঈমানদারের র হ কবজ করে। এটি আরবদের উক্তি– نشطا الدلو অর্থাৎ সে বিনা কষ্টে বালতি তুলে নিয়েছে। অথবা نشط الحبل او امده حتى انحل অর্থাৎ সে রশি খুলেছে অথবা সে তা লম্বা করেছে। ফলে তা খুলে গেছে থেকে চয়ন করা হয়েছে। কারণ দুনিয়ার জীবনে ঈমানদার ব্যক্তি দুনিয়ার বালা-মুসীবতে আক্রান্ত থাকে। যেন সে এ জীবনে বাধা ও আবদ্ধ। এরপর মৃত্যুকালে বন্ধন মুক্তকারী ফিরিশতাগণ তাকে মুক্তি দেয় এবং নম্রভাবে খুলে দেয়। যেমন উটের সামনের পা থেকে সহজে রশি খুলে ফেলা হয়। ব্যকরণবিদ 'ফার্‌রা' এরূপ বলেছেন [৩৭৩]

উপরোক্ত আয়াতের শপথের জবাব উহ্য। অর্থাৎ لتبعثن يا كفار مكة (অবশ্যই তোমরা পুনর থিত হবে হে মক্কাবাসী কাফিরগণ)।

---

৩৭১ তানভীর ল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৩৩।

৩৭২ আল ামা আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী (রহ.) তাফসীরে জামিউল বয়ান (অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮), শেষ খ, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৪।

৩৭৩ আল ামা কাযী মুহাম্মদ সানাউল াহ পানিপথী (রহ.), তাফসীরে মাযহারী (অনুবাদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৫), খ. ১৩, পৃ. ৫৩।

لتبعثن ক্রিয়াটিই পরবর্তী আয়াতস্থিত يوم-এর وهو عامل فى يوم ترجفوا الراجفة আর এই মধ্যে আমল করিয়াছে অর্থাৎ يوم এর শেষে فتحة দিয়েছে।[৩৭৪]

৩৭৪ জালালুদ্দিন মাহাল□ী, তাফসীরে জালালাঈন (অনুবাদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০১৭), খ□. ৩, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৭০১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনে কিয়ামত ও প্রতিশ্রুতি দিবস নিয়ে (قسم) শপথ

আল-াহ তা'আলা কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থা তুলে ধরে শপথ করেছেন। সেখানে কিয়ামত সংক্রান্ত বিবরণ ও শিক্ষণীয় দিক তুলে ধরে মানব জাতিকে হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। আল-াহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বিশ্ব ব্যবস্থা ধ্বংসের করুণ অবস্থার দিকে আলোকপাত করেছেন। যা দ্বারা বুদ্ধিমানগণ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কিয়ামতের সেই বিষয়গুলো তুলে ধরে আল-াহ তা'আলা শপথ করেছেন।

যেমন আল-াহ তা'আলা বলেন,

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ﴿١﴾

অর্থাৎ আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের।[৩৭৫] উক্ত আয়াতে لَآ أُقْسِمُ ক্রিয়াটিকে কুমবাল (রহ.) ل এরপর الف ছাড়া قسم لا পড়েন। তার মতে, এই ل শপথের তাকীদ স্বরূপ।[৩৭৬] ইবন জারীর (রহ.) বর্ণনা করেন যে, হাসান ও আরাজও اقسم لا-এর স্থলে قسم لا পাঠ করতেন। অর্থাৎ অবশ্যই আমি কিয়ামত দিবসের শপথ করিতেছি।[৩৭৭] নাক্কাশ (রহ.) আবূ রাবী'আ-এর বরাতে বায্যী (রহ.) হতেও অনুরূপ উলে-খ রয়েছে। বাকী ক্বারীগণ ل এরপর الفসহ পড়েন। তখন সে لا কারও মতে অতিরিক্ত।[৩৭৮] কারো কোন বক্তব্যকে খণ্ডন করিবার জন্য শপথ করা হয়, তাহা হইলে এর তাকীদের জন্য শপথের পূর্বে لا যোগ করা সঙ্গত। এখানে কিয়ামতের দিবসের পুনরুত্থান সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের বিরূপ মনোভাব খণ্ডন করিয়া উহার বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে যেই বিষয়ে শপথ করা হয়েছে তা হলো খণ্ডনীয় বিষয়। বিধায় কসমের শুরুতে لا যোগ করে আল-াহ তা'আলা বলেন, لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ আমি কিয়ামত দিবসের শপথ করিতেছি।[৩৭৯]

আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) (لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ) يقول بيوم القيامة انها كائنة অর্থাৎ আমি শপথ করিতেছি কিয়ামতের দিবসেই তা অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবেই।[৩৮০]

তাফসীরে জালালাঈনে এসেছে,

---

৩৭৫ আল-কুরআন, *সূরা ক্বিয়ামাহ*, আয়াত: ১।

৩৭৬ কাযী মুহাম্মদ সানাউল াহ পানীপথী (রহ.), তাফসীরে মাজহারী (অনুবাদ: ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৫ খ্রি.), খণ্ড. ১২, পৃ. ৫৭৭।

৩৭৭ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাসীর (রহ.), তাফসীরে কুরআনিল আজীম (অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৮), খণ্ড. ১১, চতুর্থ সংস্করণ (উন্নয়ন), পৃ. ৩৪৩।

৩৭৮ তাফসীরে মাজহারী, প্রাগুক্ত।

৩৭৯ প্রাগুক্ত।

৩৮০ তানভীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬২৫।

لَآ زائدة فى الموضعين أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ. وَ لَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ التى تلوم نفسها وان اجتهت فى الاحسان وجواب القسم محذوف: اى لتبعثن دل عليه.

(আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের) উভয় স্থানে لا শব্দ অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে (এর কোন অর্থ হবে না)। (আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার) পূণ্যকাজে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা সত্ত্বেও যে তার আত্মাকে তিরস্কার করে। শপথের জবাবটি উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ لتبعثن (অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থান হবে) যা (পরবর্তী আয়াতটি) নির্দেশ করছে।[৩৮১] আর তা হলো–

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ

অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না?[৩৮২]

আল-াহ তা'আলা কুরআনের অনেক জায়গায় কিয়ামতের আলামতের বর্ণনা দিয়েছেন। সূরা তাকভীরে ঐ সমস্ত আলামতসমূহের শপথ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝﴿١﴾ وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝﴿٢﴾ وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝﴿٣﴾ وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝﴿٤﴾ وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝﴿٥﴾ وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝﴿٦﴾ وَ اِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝﴿٧﴾ وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝﴿٨﴾ بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۚ﴿٩﴾ وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَ اِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَ اِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾ وَ اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَ الَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَ الصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿١٩﴾

অর্থাৎ (১) (শপথ) সূর্য যখন নিস্প্রভ হবে (২) যখন নক্ষত্ররাজী খসে পড়বে (৩) পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে (৪) যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে (৫) যখন বন্য পশু একত্র করা হবে (৬) সমুদ্র যখন স্ফীত হবে (৭) দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হবে (৮) যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে (৯) কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (১০) যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে (১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে (১২) জাহান্নামের আগুন যখন উদ্দীপিত করা হবে (১৩) এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হবে। (১৪) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে, সে কী

৩৮১ তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৫৫৬।
৩৮২ আল-কুরআন, *সূরা ক্বিয়ামাহ*, আয়াত: ৩।

নিয়ে এসেছে। (১৫) আমি শপথ করি পচাঁদপসরণকারী নক্ষত্রের (১৬) শপথ রাতের, যখন তার অবসান হয়। (১৭) আর শপথ ঊষার! যখন তার আবির্ভাব হয়।[৩৮৩]

প্রথম আয়াত اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ এখানে اذا শব্দ শর্তবাচক الشمس একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্তারূপে رفع হয়েছে। كورت ক্রিয়াটি পূর্বতন উহ্য ক্রিয়ার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। এ বাক্যের সাথে সংযুক্ত পরবর্তী বাক্যসমূহেও এই সংযোজন রীতি অনুসৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা অত্র আয়াতে শপথ করেছেন। কিয়ামতের দিন সূর্য যখন অকর্মন্য হয়ে যাবে, তার আলো বিদূরীত হবে এবং অন্ধকারময় হয়ে যাবে।[৩৮৪] আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর সনদে এসেছে

(اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) يقول تكور تكما تكور العمامة ويرمى بها فى حجاب النور

অর্থাৎ সূর্য যখন নিস্প্রভ হবে যেরূপ পাগড়ির প্যাঁচের উপর প্যাঁচ লাগানো হয় সেরূপ সূর্য পেঁচিয়ে নেয়া হবে।[৩৮৫]

ইমাম কুরতুবী একই রকম তাফসীর করেছেন তবে তিনি উলে-খ করেন,

لانها وجمعها فهى تكور ويمحى ضوؤها. ثم يرمٰى بها فى البحر والله اعلم.

অর্থাৎ সূর্যকে পেঁচিয়ে একত্র করা হবে, ফলে তার আলো নিস্প্রভ হবে। অতঃপর সূর্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। আল-াহই ভাল জানেন।[৩৮৬]

ইমাম জারীর আত-তাবারী বলেন, كورت শব্দের উৎপত্তি تكوير হতে, যার অর্থ প্যাঁচানো। মাথার পাগড়ি প্যাঁচানোকে আরবী ভাষায় تكوير العمامة বলা হয়। এখানে পাগড়িকে সূর্যের রশ্মির সাথে সাদৃশ্য করা হয়েছে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এই বিস্তীর্ণ পাগড়ি (অর্থাৎ সূর্যরশ্মি)-কে প্যাঁচানো হবে গুটিয়ে নেয়া হবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, সূর্য রশ্মির বিস্তীর্ণ হওয়াকে বন্ধ করে দেয়া হবে।[৩৮৭]

وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ এই আয়াতে আল-াহ তা'আলা শপথ করেছেন নক্ষত্রসমূহের-
تساقطت على وجه الارض

৩৮৩ আল-কুরআন, *সূরা তাকওয়ীর*, আয়াত: ১-১৭।
৩৮৪ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১৩, পৃ. ৯৪।
৩৮৫ তানভীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৩৭।
৩৮৬ তাফসীরে কুরতুবী, ১০ খ, পৃ. ১৮৮।
৩৮৭ আবু জাফর জারীর আত-তাবারী, *তাফসীরে তাবারী*, (অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), খ. ৩০, পৃ. ৭২।

যেগুলি মাটির উপর নিক্ষিপ্ত হবে।[৩৮৮]

এখানে انكدرت অর্থ تغيرت অর্থাৎ নক্ষত্ররাজী বিকৃত হয়ে যাওয়া।[৩৮৯]

وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ আল-াহ শপথ করছেন– যখণ পর্বতসমূহকে চলমান করা হবে।

يعنى قلعت من الارض وسيرت فى العمواء

অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পর্বতকে উপরে ফেলে বাতাসে চালিত করা হবে।[৩৯০]

وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ শপথ যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে। ইকরামা ও মুজাহিদ (রহ.) বলেন, العشار অর্থ عشار الابل অর্থাৎ দশ মাসের উষ্ট্রী। মুজাহিদ (রহ.) বলেন عطلت অর্থ تركت অর্থাৎ পরিত্যাগ করা হইবে। উবাই ইবন কা'ব ও যাহযাক বলেন عطلت অর্থ رهلها رهلها অর্থাৎ মালিক উহা পরিত্যাগ করিবে। সারকথা কিয়ামতের পূর্বে এমন ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে যে, মানুষ দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মতো আকর্ষণীয় নিজদিগের মূল্যবান সম্পদের খোঁজ-খবর ছেড়েই দিবে।[৩৯১]
وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ (শপথ) যখন বন্যপশু একত্র করা হবে। ইমাম জাবীর আত-তাবারী বলেন, جو الطير محشور হিসেবে অধিক প্রচলিত। যেমন কালাম পাকের ভাষায় حشرت শব্দটি جمع এখানে محشورة শব্দের অর্থ مجموعة বা জমায়েত হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়। কেননা আরবী ভাষায় حشر শব্দের অর্থ جمع হিসেবে অধিক প্রচলিত। যেমন আল-াহ বলেন, والطير محشورة এখানে محشورة শব্দের অর্থ হলো مجموعة বা একত্রিত পক্ষীরাজী। যেমন আল-াহ বলেন, فحشر فنادى, অর্থাৎ ফিরআউন তার অনুসারী সম্প্রদায়ের লোকদেরকে একত্রিত করে ঘোষণা দিয়েছিল। এখানে حشر অর্থ জমায়েত করা।[৩৯২]

وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (শপথ) সাগর যখন উথলিত হবে। অত্র আয়াতে سجرت অর্থ স্ফীত। কালবী (রহ.) বলেন, سجرت অর্থ কিয়ামতের দিন সমুদ্র পূর্ণরূপে ভর্তি হবে। বলা হয় المسجور অর্থ ভরপুর।[৩৯৩]

আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর সনদে এসেছে

---

৩৮৮ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৩৭।
৩৮৯ তাফসীরে কুরআনিল আজীম, খ. ১১, পৃ. ৪২৩।
৩৯০ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ১৮৯।
৩৯১ তাফসীরে ইবন কাসীর, খ. ১১, পৃ. ৪২৩-২৪।
৩৯২ তাফসীরে তাবারী, খ. ৩০, পৃ. ৭৫।
৩৯৩ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১৩, পৃ. ৯৬।

(وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ) فتحت بعضها فى بعض المالح فى العذب فصارت بحرًا واحدًا ويقال صيرت النار

অর্থাৎ (কিয়ামতের দিন) লবণাক্ত ও মিষ্টপানি একত্রিত হয়ে সমস্ত সমুদ্র এক সমুদ্রে পরিণত হবে। আরো বলা হয়, সমুদ্র আগুনে পরিণত হবে।[৩৯৪]

وَ اِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ (শপথ) যখন দেহে আত্মা পুনঃসংযোজিত হবে। হযরত উমর (রা.)-কে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলিলেন: নেককার নেককারের সাথে আর বদকার বদকারের সাথে কিয়ামতে মিলিত হবে।[৩৯৫]

وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ (শপথ) যখন সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ অর্থাৎ কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

ইমাম জারীর আত-তাবারী বলেন, سئلت এই শব্দটি س অক্ষরের উপর ضم বা পেশ সহকারে পড়া অধিক উত্তম এবং সাথে সাথে এর পরবর্তী শব্দ بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ এই আয়াতের قتلت শব্দটির ق অক্ষরও ضم বা পেশ দিয়ে হওয়া উত্তম। অতঃপর তিনি বলেন المؤءدة শব্দের অর্থ হলো– المدفونة حية অর্থাৎ জীবিত সমাধিস্থ কন্যা। আর জাহিলিয়্যাতের যুগে আরবরা তাদের কন্যাদের সাথে এরূপ ঘৃণ্য ও মারাত্মক দুর্ব্যবহার করত। যেমন– কবি ফারাযদাক-এর ভাষায়–

ومنا الذى احيا الوئيد وغالب وعمرو مننا وحاملون ودافع

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এরূপ অনেকেই আছে, যারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত জীবন প্রোথিত করা হতে রক্ষা করেছে এবং এতে জয়ীও হয়েছে। আমরাসহ আমরা অনেকেই এইরূপ ঘৃণ্য কাজের চরম বিরোধী। এটাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।[৩৯৬] তাফসীরে জালালাঈনে এসেছে–

بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ؟ وقرئ بكسرت التاء حكاية لما تخاتب به وجوابهاان تقول: قتلت بلا ذنبٍ.

অর্থাৎ এক ক্বিরাতে قُتِلَتْ শব্দটির تاء বর্ণে যেরযোগে قُتِلَتْ পঠিত হবে। (অর্থ হবে কোন অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল?) এটি তখন প্রযোজ্য হবে যখন তাকে সরাসরি সম্বোধন করা হবে। আর এর জওয়াব হলো আমাকে বিনা অপরাধে হত্যা করা হয়েছে।[৩৯৭]

---

৩৯৪ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৩৭।
৩৯৫ তাফসীরে ইবন কাসীর, খ. ১১, পৃ. ৪২৫।
৩৯৬ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ. পৃ. ৭৯।

وَ اِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ (শপথ) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত করা হবে। অত্র আয়াতে বর্ণিত كُشِطَتْ শব্দ সম্বন্ধে মুজাহিদ (রহ.) বলেন, كُشِطَتْ মানে اجتذبت অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আকাশকে টেনে আনা হবে।[৩৯৮]

وَ اِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ (শপথ) এবং যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে। সুদ্দী (রহ.) বলেন, سُعِّرَتْ অর্থ حمين অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নিকে উদ্দীপিত করা হবে।[৩৯৯] কাতাদা (রহ.) বলেন, سُعِّرَتْ অর্থ قدت او অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত করা।[৪০০]

وَ اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ এবং (শপথ) যখন জান্নাতকে নিকটে আনা হবে।

اى: دنت وقربت من المتقين، قال الحسن: انهم تقربون منها لا انها تزول عن موضعها وكان عبد الرحمن بن زيد يقول: زينت: ازلفت، والزلفر من كلام العرب: القربة

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন জান্নাতকে মুত্তাকিনদের নিকটবর্তী করা হবে। হাসান বসরী (রহ.) বলেন, কিয়ামতের দিবসে মুত্তাকীরা জান্নাতের নিকটবর্তী থাকবে। আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বলেন, ازلفت অর্থ لزلفر বা ازلفت। আরবদের কথায় القربة বা নিকটবর্তী।[৪০১]

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ: يعنى ما عملت من خير وشر وهذا جواب (اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) وما بعدها.

প্রত্যেক মানুষই জানতে পারবে সে কি করেছে। অর্থাৎ প্রত্যেকে তার পরকালের ভাল-মন্দ জানতে পারবে। এটা হলো–

(اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)

অর্থাৎ শপথ কিয়ামত দিবসের যেদিন সূর্য নিস্প্রভ হবে থেকে পরবর্তী আয়াতের قسم বা جواب শপথের জওয়াব।[৪০২]

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ.

---

৩৯৭ তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৫৬৭।
৩৯৮ তাফসীরে ইবন কাসীর, খ. ১১, পৃ. ৪২৭।
৩৯৯ তাফসীরে ইবন কাসীর, খ. ১১, পৃ. ৪২৭।
৪০০ قال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بنى ادم, তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ১৯৫।
৪০১ قال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بنى ادم, তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ১৯৫।
৪০২ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ১৯৫।

আমি শপথ করি সেই নক্ষত্রগুলোর, যারা ভ্রাম্যমান, প্রত্যাগমন করেও অদৃশ্য হয়। আব্দুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর সনদে এসেছে–

(فَلَآ أُقْسِمُ) يقول اقسم (بِالْخُنَّسِ) وهى النجوم التى يخنسن بالنهار ويظهرون بالليل (الْجَوَارِ الْكُنَّسِ) ويجرين بالليل الى المجرة يكنسن بالنهار ثم يرجعن الى اماكنهن ويغبن وكنوسه غيبوتنهن وسقوطهن رجوعهن الى اماكنهن وهى هذه الانجم الخمسة زهرة وزحل ومريخ ومشترى وعطارد.

অর্থাৎ আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের, সে সব নক্ষত্রের, যা দিনে লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রে প্রকাশ পায়। بالخنس যা প্রত্যাগম করে ও অদৃশ্য হয়, রাতে চলে এবং: দিনে অদৃশ্য থাকে এবং পরে স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে এবং অদৃশ্য হয়। كنس বলা হয় অদৃশ্য হওয়াকে এবং স্ব স্ব স্থানে আবার ফিরে আসা। আর এগুলো হচ্ছে ৫টি নক্ষত্র: জোহরা, জোহল, মিররিখ, মুশতারি ও উতারিদ।[৪০৩]

وَ الَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ শপথ রাত্রির, যখন তার অবসান হয়। অত্র আয়াতে عسعس-এর অর্থ মুজাহিদ (রহ.) اظلم বা অন্ধকার বলেছেন।[৪০৪] আব্দুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) عسعس-এর অর্থ ادبر অর্থাৎ রাত্রি যখন পশ্চাদপসারণ হয় বলেছেন।[৪০৫] ইমাম জারীর আত-তাবারী বলেন, এর গৃহিত ব্যাখ্যা আমার নিকট রাত্রি যখন বিদায় গ্রহণ করে। কেননা এর পরবর্তী আয়াতই হলো– وَ الصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ আর (শপথ যখন ঊষার আবির্ভাব হয়)। অতএব এখানে এটা প্রকাশ্য যে, রাত্রির বিদায়ের পরই প্রভাতকালের শুভ আগমন ঘটে। অতঃপর তখন আরবরা এইরূপ বলে থাকে– عسعس الليل বা سعسع الليل– যখন রাত্রি বিদায় গ্রহণ করে। যেমন কবি র‍ুবা ইবন আল-ইজাযের ভাষায়:

يا هند ما اسرع ما تسعسهام ولو رجابيع الصبحى يتبعاً.

অর্থাৎ এখানে سعسع শব্দের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। অতঃপর عسعس-এর প্রয়োগে কবি আলকামা ইবন কারাতের কবিতায় এসেছে:

حتى اذا الصبح لا تنفسام وانجاب عنها ليلها وعسعسا

---

৪০৩ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৩৭।
৪০৪ তাফসীরে ইবন কাসীর, পৃ. ৪৩০।
৪০৫ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৩৭।

অর্থাৎ যখন প্রভাতের আগমন ঘটল, তখন রাত্রির তিমিরাচ্ছন্ন অন্ধকার দূরীভূত হলো এবং রাত বিদায় গ্রহণ করল।[৪০৬]

وَ الصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ আর (শপথ) যখন ঊষার আবির্ভাব হয়। যাহহাক বলেন تنفس অর্থ طلع অর্থাৎ শপথ যখন ঊষার আবির্ভাব হয়। কাতাদা (রহ.) বলেন, تنفس অর্থ اضاء والقبل অর্থাৎ যখন ঊষার উন্মেষ ঘটে।[৪০৭]

উপরোক্ত শব্দসমূহের জওয়াবে কসম হলো পরবর্তী আয়াত–

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কুরআন কারীম সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী।[৪০৮] রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ + তা প্রকাশ করেছেন মাত্র। অর্থাৎ এটি মুহাম্মাদ +-এর স্বরচিত বক্তব্য নয়, বরং রাসূল প্রেরণকারী আল-াহর বাণী। অত্র আয়াতে رسول দ্বারা জিবরাঈল অথবা মুহাম্মাদ +-কে বুঝানো হয়েছে। كريم অর্থ আল-াহর নিকট সম্মানিত। এটি رسول-এর বিশে-ষণ।[৪০৯]

কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আল-াহ তা'আলা আরো বলেন,

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۙ﴿۱﴾ وَ اِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۙ﴿۲﴾ وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿۳﴾ وَ اِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۙ﴿۴﴾

অর্থাৎ (১) (শপথ) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে (২) যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে (৩) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে (৪) এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে।[৪১০] উপরোক্ত আয়াতসমূহ কিয়ামত দিবসের চারটি বিষয় ঘটবে বলে আল-াহ বলেছেন এবং সেগুলোর উপর قسم বা শপথ করেছেন। প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর সনদে বর্ণিত হয়েছে,

(اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ) انشقت بنزول الرب بلاكيف والملائكة وما يشاء من امره.

(শপথ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে) অর্থাৎ যখন আকাশ ফেটে যাবে আর আল-াহ অবতরণ করবেন যা জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং ফিরিশতা ও আল-াহ যা চান উপস্থিত হবে।[৪১১]

---

৪০৬ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ⁼. পৃ. ৮৫।
৪০৭ তাফসীরে ইবন কাসীর, পৃ. ৪৩০।
৪০৮ আল-কুরআন, *সূরা তাকওয়ীর*, আয়াত: ১৯।
৪০৯ তাফসীরে মাজহারী, খ⁼. ১৩, পৃ. ১০৩।
৪১০ আল-কুরআন, *সূরা ইনফিতার*, আয়াত: ১-৪।
৪১১ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৩৮।

ইমাম কুরতুবী উলে-খ করেন,

(اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ) ای: تشقق بامر الله. لنزول الملائكة.

(শপথ আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে) অর্থাৎ আকাশ আল-াহর আদেশে (কিয়ামতের দিবসে) ফেটে যাবে সেদিন ফিরিশতাদের অবতরণের জন্য।[৪১২]

এরপর আল-াহ বলেন (وَ اِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা হলো– تساقتت. نثرت الشی انثره نثرًا. – অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে নক্ষত্রসমূহ আকাশ থেকে বেয়ে পড়বে যেমন কোন কিছু ভেঙ্গে খ-বিখ হয়ে যায়।[৪১৩] এখানে تنتثر (ক্রিয়াটি الانتثار মাসদার হতে নির্গত), অর্থ– বিক্ষিপ্তভাবে পতিত হওয়া।)[৪১৪] আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

تساقطت على وجه الارض.

নক্ষত্রগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ভূমির উপর পতিত হবে।[৪১৫] এরপর আল-াহ বলেন, (وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ)

ای فتحت بعضها فی بعض عذابها فی مالحها ومالحها فی هذابها فصارت بحرًا وحدًا.

অর্থাৎ সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হবে, একটা অপরটার সাথে মিশ্রিত হবে, মিষ্ট পানি লবণাক্ত পানির সাথে এবং লবণাক্ত পানি মিষ্ট পানির সাথে মিশ্রিত হবে এবং সমস্ত সমুদ্র একটি সমুদ্রে পরিণত হবে।[৪১৬]

এরপর চতুর্থ শপথ হলো–

وَ اِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ

শপথ যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে। এর ব্যাখ্যা হলো–

بحثت واخرج ما فيها من الاموات

কবর উন্মোচিত করা হবে এবং তার সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের বের করা হবে।[৪১৭]

কেউ বলেন,

---

৪১২ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ২০২।
৪১৩ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ২০২।
৪১৪ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১৩, পৃ. ১১১।
৪১৫ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১৩, পৃ. ১১১।
৪১৬ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৩৮; তাফসীরে মাজহারী, খ. ১৩, পৃ. ১১১।
৪১৭ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৩৮।

بعثرت اخرجت مافى بطنها من الذهب والفضة وذالك من اشراط الساعة: ان تخرج الارض ذهبها وفضتها.

অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে ভূমির ভিতরে যত স্বর্ণ ও রৌপ্য আছে সব বের হয়ে যাবে আর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আলামতসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো মাটির অভ্যন্তরে যত স্বর্ণ ও রৌপ্য রেয়া সহ বের হয়ে আসবে।[৪১৮]

ইমাম জারীর আত-তাবারী বলেন, অত্র আয়াতে ইসরাফীল (আ.)-এর দ্বিতীয় ফুঁৎকারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যখন কবরসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং মুর্দাগণ স্ব-স্ব কবর হতে বের হয়ে হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশ পেশ করার জন্য সমবেত হবে। বর্ণিত আছে যে, بعثرت শব্দটি بعثرت এবং بحثرت দু'ভাবেই পড়া যায়।[৪১৯]

উপরোক্ত আয়াতে জওয়াবে কসম হলো পরবর্তী আয়াত–

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَ اَخَّرَتْ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের সব কৃতকর্ম জানতে পারবে।[৪২০] ইমাম কুরতুবী উলে-খ করেছেন

عَلِمَتْ نَفْسٌ اى اذا بدت هذه الامور من اشراط الساعة ختمت الاعمال فعلمت كل نفس ما كسبت، فانها لا ينفعها عمل ذلك، وقيل: اى اذا كانت هذه الاشياء قامت القيامة، فحوسبت كل نفس بما عملت واوتيت كتبها بيمينها او بشمالها فتذكرت عند قرائنه جميع الايجال.

অর্থাৎ যখন কিয়ামত সংঘঠিত হওয়ার কার্যসমূহ সমাধা হবে তখন সকল আমল শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর প্রত্যেক প্রাণী যা অর্জন করবে তা সব জানতে পারবে। কেউ বলেন, যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার কার্যসমূহ শেষ হবে তখন হাশর অনুষ্ঠিত হবে। অতঃপর প্রত্যেক প্রাণীর হিসাব নেওয়া হবে যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের আমলনামা ডান হাত ও বাম হাতে দেয়া হবে। অতঃপর ব্যক্তি তার সকল আমলনামা পড়বে এবং সেগুলো স্মরণ করবে।[৪২১]

এরপর আল-াহ তা'আলা কিয়ামতের সময় আকাশ ও যমীনের কসম করে উলে-খ করেন–

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۙ﴿١﴾ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ۙ﴿٢﴾ وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ﴿٣﴾ وَ اَلْقَتْ مَا

৪১৮ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ২০২
৪১৯ তাফসীরে তাবারী, খ ৩০, পৃ. ৯২।
৪২০ আল-কুরআন, *সূরা ইনফিতার*, আয়াত: ৫।
৪২১ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ২০২-০৩।

فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ ۙ﴿۴﴾

অর্থাৎ (১) শপথ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে (২) ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত (৩) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে। (৪) এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত।[৪২২]

উপরোক্ত আয়াত চারটির প্রথমটি শপথ, দ্বিতীয়টি জবাব এবং তৃতীয়টি শপথ, চতুর্থটি তার জবাব। প্রথম আয়াতের اسماء শব্দটি একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্তা হিসেবে مرفوع হয়েছে। যে ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করছে পরবর্তী انشقت ক্রিয়াটি।[৪২৩] আবদুল-াহ ইবন আব্বাসের সনদে বর্ণিত হয়েছে–

(اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ) يقول انشقت بالغمام والغمام مثل السحاب الأبيض لنزول الرب بلا كيف والملائكة وما يشاء من امره.

অর্থাৎ আকাশ ফেটে যাবে মেঘমালাসহ এবং তা হবে সাদা আবরের মত প্রতিপালকের অচিন্তনীয় অবস্থায় অবতরণের জন্য এবং ফিরিশতাদের জন্য এবং তিনি যা ইচ্ছা করবেন তার জন্য।[৪২৪] ইমাম জারীর আত-তাবারী বলেন, আমার নিকট বিশুদ্ধ মত এটাই যে, اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ এই আয়াতের محذوف টি جواب বা গোপন রয়েছে, যা এইরূপ–

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ اى الانسان ما تقدم من خير او شر

অর্থাৎ যখন কিয়ামতের সময় আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন লোকেরা তাদের ভাল বা মন্দ সমস্ত আমলই দেখতে পাবে, যা

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ

এই আয়াতে এসেছে। তবে কুফার কোন কোন ব্যকরণবিদ ও মুফাস্সিরের অভিমত এই যে,

وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ স্বরূপ جواب এবং اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ এই আয়াত এসেছে।[৪২৫] পরবর্তী قسم

(وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ) اى مد الاديم العكاظى وبسطت ويقال نزعت من اماكنها وسويت

৪২২ আল-কুরআন, *সূরা ইনশিক্বাক্ব*, আয়াত: ১-৪।
৪২৩ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১৩, পৃ. ১৪১।
৪২৪ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৪১।
৪২৫ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ, পৃ. ১১৯।

অর্থাৎ পৃথিবীকে প্রথম সম্প্রসারিত করা হবে, যেভাবে চামড়া উল্টিয়ে টেনে লম্বা করা হয় এবং সমান করা হয়। আরো বলা হয় পৃথিবী স্ব-অবস্থান থেকে অপসারিত করা হবে এবং সমান করা হবে।[৪২৬] মুকাতিল (রহ.) বলেন: চামড়া যেমন বিস্তার করা হয়, তেমনিভাবে পৃথিবীকে বিস্তার করে সমতল করে ফেলা হবে। কোন পাহাড়-পর্বত ও ঘর-বাড়ি তাতে থাকবে না।[৪২৭] মুজাহিদ (রহ.) বলেন, موت-এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন যখন যমীন সম্প্রসারিত হবে।[৪২৮]

এরপর আল-াহ বলেন,

وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ

অর্থাৎ শপথ প্রতিশ্র“ত (কিয়ামত) দিবসের।[৪২৯]

সকল মুফাস্সিরগণের অভিমত হলো– الموعود দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিয়ামতের দিবস। যেমন আবদুল-াহ ইবন আব্বাস বলেন,

(الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ) وهو يوم القيامة– অর্থাৎ প্রতিশ্র“ত দিবস হলো কিয়ামতের দিবস।[৪৩০]

আল-াহ আরো বলেন,

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ অর্থাৎ শপথ যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে।[৪৩১] আল-াহ এখানে কসম করেছেন সেই কিয়ামতের যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। এর ব্যাখ্যা হলো:

(اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) اى قامت القيامة، والمراد النفخة الاخيرة، وسميت واقعة لانها تقع عن قرب. على الاول (اذا) للوقت والجواب قوله تعالى (فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ) و ليس لوقعتها كاذة.

অর্থাৎ (শপথ যখন অনুষ্ঠিত হবে) যখন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁৎকার। এটিকে واقعة দ্বারা এই জন্য নামকরণ করা হয়েছে কারণ এটা খুবই নিকটবর্তী।

---

৪২৬ ইবন আব্বাস, প্রাগুক্ত।
৪২৭ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১৩, পৃ. ১৪১।
৪২৮ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ, পৃ. ১১৮।
৪২৯ আল-কুরআন, *সূরা বুরূজ*, আয়াত: ২।
৪৩০ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৪২।
৪৩১ আল-কুরআন, *সূরা আল-ওয়াক্বিয়াহ*, আয়াত: ১।

প্রথমোক্ত اذا দ্বারা এখানে وقت বা সময় বুঝানো হয়েছে, এর জওয়াবে কসম হলো فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ এবং لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ[৪৩২]

অর্থাৎ কাফিররা যতই কিয়ামত নিয়ে মিথ্যাচার করুক না কেন অবশই তা নির্দিষ্ট সময় সংঘটিত হবে। এ নিয়ে অতিকথন ও বাড়াবাড়ি দুটোই বর্জনীয়। কিয়ামত ও প্রতিশ্রুতি দিবস নিয়ে আল-াহ তা'আলার শপথ অবশ্যই কার্যকর হবে। এতে শুধু আল-াহর ইচ্ছাই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো তাড়াহুড়ো নেই।

৪৩২ তাফসীরে কুরতুবী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬২-৬৩।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত-দিন ও সকাল-সন্ধ্যা নিয়ে শপথ

রাত-দিনের পরিবর্তন আল-াহ তা'আলার কুদরতের অন্যতম নিদর্শন। এতে রয়েছে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য জ্ঞানের খোরাক। আল-াহ তা'আলা রাত-দিনের কসম করে তাঁর কথাকে শক্তিশালী করেছেন। এ পর্যায়ে আল-াহ তা'আলা রাত-দিনের যে সমস্ত শপথ করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

যেমন আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ الَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَ الصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ﴿٣٤﴾

অর্থাৎ (১) শপথ রাত্রির, যখন তার অবসান হয় (২) শপথ প্রভাতকালের, যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়।[৪৩৩]

অত্র আয়াতে ادبر -افعل-এর وزن বা কাঠামোয়। ادبر –فعل ماضى (অতীতকালীন ক্রিয়াপদ)। باب افعال মাসদার ادبار। আর অন্য ক্বারীগণ ذال-এর পর আলিফসহ اذا ও فعل ওযনে دبر পাঠ করেন। (دبر –فعل ماضى ثلاثى مجرد বা অতীতকালনি তিন হরফ বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ)। دبر ও ادبر সমার্থক। যেরূপ قِيْلَ ও أُقِيْلَ সমার্থক। دبر الليل ও ادبر الليل পিঠ ফিরিয়ে রাত চলে গেলো। আবূ আমর বলেন, وهى لغة قريش এটি কুরাইশদের বাক-পদ্ধতি। قطرب (রহ.) বলেন, دبر অর্থ اقبل। আরবরা বলে থাকে, دبرنى فلان অমুক ব্যক্তি আমার পেছনে এসেছে। রাত ও দিনের পেছনে আসে। তাই دبر-এর অর্থ হলো– যখন রাত দিনের পেছনে এসেছে।[৪৩৪] চন্দ্র রাত্র ও প্রভাতের শপথ করে বলেছেন যে, এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম এবং মানুষের সতর্ককারী।

এরপর আল-াহ বলেন,

فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَ الَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

অর্থাৎ আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার এবং রাত্রির এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে।[৪৩৫] জাওহারী (রহ.) বলেন, রাতের প্রথমদিকে ইশার পূর্ব পর্যন্ড় সূর্যের যে কিরণ ও লালিমা অবশিষ্ট থাকে উহাকে شفق বলা হয়। ইকরামা (রহ.) বলেন, মাগরিব হতে ইশার মধ্যবর্তী লালিমাকে شفق

৪৩৩ আল-কুরআন, *সূরা মুদ্দাস্সির*, আয়াত: ৩৩-৩৪।
৪৩৪ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১২, পৃ. ৫৬৪।
৪৩৫ আল-কুরআন, *সূরা ইনশিক্বাক্ব*, আয়াত: ১৬-১৭।

বলা হয়।[৪৩৬] পরবর্তী আয়াত وَ الَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ এখানে وسق শব্দের অর্থ হলো جمع বা জমা করা। কেননা দিনের পর যখণ রাত্রির যাত্রা শুর" হয়, তখন দিনের বেলা চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা সব মানুষ ও জীবজন্তু রাত্রির অন্ধকারের কারণে একত্রিত হয়ে থাকে। অবশ্য নবী করীম + ৬০ 'সা'-কে وسق বলেও বর্ণনা করেছেন।[৪৩৭] সাঈদ ইবন জুবায়েরের বর্ণনায় এসেছে,

(وَ مَا وَسَقَ) ا ى: وما عمل فيه يعنى التهجد والاستغفار بالاسحار.

অর্থাৎ যে কাজ রাত্রিতে করা হয় তাকে وسق বলা হয়, যেমন– তাহাজ্জুদ, ইস্ড়িফার।[৪৩৮]

আব্দুল-াহ ইবন আব্বাস বলেন,

(وَ الَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ) واقسم بالليل وما وسق جمع ورجع الى وطنه اذا جن الليل.

অর্থাৎ রাতের শপথ যা সমাবেম ঘটায় এবং রাতের অন্ধকার যা স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে।[৪৩৯]

এরপর আল-াহ তা'আলা বলেন,[৪৪০]

وَ الْفَجْرِ ۙ﴿১﴾ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ ۙ﴿২﴾ وَّ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ ۙ﴿৩﴾ وَ الَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۚ﴿৪﴾ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ؕ﴿৫﴾

অর্থাৎ (১) শপথ ফজরের (২) শপথ দশ রাতের (৩) শপথ তার, যা জোড় ও যা বোজাড় (৪) এবং রাত্রির যখন তার অবসান হয় (৫) এ সবে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য কোন শপথ আছে কি?

وَ الْفَجْرِ اقسم بالفجر. وَ لَيَالٍ عَشْرٍ، الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ، وَ الَّيْلِ اِذَا يَسْرِ اقسام خمسة واختلافى الفجر فقال قوم: الفجر هنا: النفجار الظلمة عن النهار من كل يوم.

অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা ফজর দ্বারা অর্থাৎ প্রভাত দ্বারা শপথ করেছেন

لَيَالٍ عَشْرٍ، الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ، وَ الَّيْلِ اِذَا يَسْرِ

৪৩৬ তাফসীরে ইবন কাসীর, খ". ১১, পৃ. ৪৫৬।
৪৩৭ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ", পৃ. ১২৫।
৪৩৮ তাফসীরে কুরতুবী, ১০ খ", পৃ. ২৩০।
৪৩৯ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৪১।
৪৪০ আল-কুরআন, *সূরা ফাজর* ১-৫

দ্বারা পাঁচটি কসম বা শপথ করেছেন। আর فجر-এর ব্যাখ্যার দ্বারা মতানৈক্য রয়েছে কেউ বলেন, এখানে ফজর বলতে বুঝানো হয়েছে– প্রতিদিন অন্ধকার থেকে যখন দিন শুরু হয়।[৪৪১] আব্দুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

وَ الْفَجْرِ يقول اقسم الله بالفجر وهو صبح النهار ويقال هو النهار كله ويقال الفجر فجر سنة.

অর্থাৎ শপথ ঊষার, আল-াহ শপথ করেন ফজরের আর তা হলো দিবসের ঊষা। আরো বলা হয়, এর অর্থ– পূর্ণ দিন। আরো বলা হয়, সমস্ড় বছরের ঊষা।[৪৪২]

لَيَالٍ عَشْرٍ শপথ দশ রজনীর, উক্ত আয়াতের تنوين হলো মর্যাদাবোধক।[৪৪৩] এখানে وَ لَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা ليال عشر من ذى الحجة যিলহাজ্বের দশ রাত্রি উদ্দেশ্য।

وكذا قال مجاهد والسدى والكبرى فى قوله (وَ لَيَالٍ عَشْرٍ) عشر ذى الحجة. وقال مسروق: هى العشر التى ذكارها الله فى قصة موسى عليه السلام.

অর্থাৎ ইমাম মুজাহিদ, সুদ্ধি ও কালবী একই বলেছেন। মাসরূক বলেন, আল-াহ তা'আলা অত্র আয়াতে لَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা মূসা (আ.)-এর দশরাত্রির শপথ করেছেন।[৪৪৪]

وَ الَّيْلِ اِذَا يَسْرِ শপথ রাতের, যখন তা গত হয়, অর্থাৎ

وهذا قسم خامس فى هذا سورة، وبعد ما اقسم بالليالى العشر على الخصوص واقسام بالليل على العموم ومعنى يسرى يسرى فيه كما يقال ليل نائم ونهار صائم.

অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতটি অত্র সূরার পঞ্চম শপথ। আর এর পর لَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা রাতকে خاص বা নির্দিষ্টকরণ এবং عام অনির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর يسر হলো যা গত হয়। যেমন হলা হয়, রাতে ঘুম ও দিনে রোযা।[৪৪৫] কাতাদা (রহ.) বলেন, এর অর্থ হলো যখন রাতের আগমন ঘটে। এ বিশেষণের সঙ্গে রাতের শপথ করার কারণ এই যে, এরূপ একটির পর একটির আবর্তন অত্যন্ড় জোরদারভাবে আল-াহর পরিপূর্ণ শক্তি ও অপরিসীম অনুগ্রহের প্রমাণ বহন করে।

---

৪৪১ তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড. ১০, পৃ. ২৯১।
৪৪২ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৪৬।
৪৪৩ তাফসীরে মাজহারী, খন্ড. ১২, পৃ. ১৯৬।
৪৪৪ তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড. ১০, পৃ. ২৯১।
৪৪৫ তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড. ১০, পৃ. ২৯৪

صلى فيه দ্বারা বুঝানো উদ্দেশ্য। যেমন– صلى المقام দ্বারা বুঝানো উদ্দেশ্য يسرى فيه। اللیل (রাত) বলতে প্রতিটি রাতকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ ও ইকরামা বলেন– তা হলো মুযদালিফার রাত।[৪৪৬] অত্র আয়াতের يسر ক্বিরাআত পঠনে শাম ও ইরাকের ক্বারীগণ ي ব্যতীত سر পড়েন।[৪৪৭]

আব্দুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

(وَ الَّيْلِ اِذَا يَسْرِ) يذهب وهى ليلة المزدلفة ويقال يذهب ويجى فيه الناس اقسم الله بهؤلاء الاشياء ان ربك يا محمد لب المرصاد يقول على الطريق والطريق عليه.

(এবং শপথ রজনীর, যখন তা গত হতে থাকে) অর্থাৎ মুযদালিফার রাত্রি, সে রাত্রিতে মানুষ আসে ও যায়। আল-াহ তা'আলা এ সমস্ড় বস্তুর শপথ করে বলেন যে, হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতিপালক অবশ্যই দৃষ্টি রাখেন।[৪৪৮]

অতঃপর আল-াহর বাণী

هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ

অর্থাৎ এই সবের মধ্যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য কোন শপথ আছে কী? এখানে আল-াহ বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তিনি উপরোক্ত আয়াতসমূহে যে সমস্ড় বিষয়ের শপথ করেছেন, নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান মানুষের জন্য তা হতে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কেননা এ জিনিস কয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এক মহা শক্তিমান আল-াহ এই সমগ্র বিশ্বলোকের উপর নিজস্ব শক্তিবলে রাজত্ব করছেন। তিনি এরূপ কোন কাজই করেন না যা যুক্তিবিরোধী, উদ্দেশ্যহীন ও অবাঞ্ছিত এবং তার প্রত্যেকটি কাজই সুস্পষ্ট এক বিজ্ঞানমূলক পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল।[৪৪৯] জালালুদ্দীন মাহাল-ী বলেন, حجر শব্দের عقل বা বোধশক্তি, আর শপথের জবাব উহ্য। অর্থাৎ হে মক্কার কাফিরগণ! নিশ্চয়ই তোমাদেরকে

৪৪৬ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১২, পৃ. ১৯৮
৪৪৭ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ, পৃ. ১৭৪।
৪৪৮ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৪৬।
৪৪৯ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ, পৃ. ১৭৪-৭৫

শাস্তি দেয়া হবে।[৪৫০] ইবন কাসীর (রহ.) উলে-খ করেন, মানুষের জ্ঞানকে حجر বলা হয়, কেননা জ্ঞান মানুষকে অশোভনীয় আচরণ ও উচ্চারণ হতে বিরত রাখে।[৪৫১]

এরপর আল-াহ বলেন,

وَ النَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۙ﴿۳﴾ وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۙ﴿۴﴾

অর্থাৎ শপথ দিবসের, যখন সে উহাকে প্রকাশ করে (সুউচ্চে)। আর শপথ রজনীর, যখন সে উহাকে আচ্ছাদিত করে (স্বীয় অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলে)।[৪৫২]

প্রথম আয়াতে প্রকাশকরণকে দিনের সাথে তার ক্রিয়া রূপে সম্পৃক্ত করা হয়েছে রূপক অর্থে, ঠিক تصام نهاره তার দিনে রোযাদারের মতো। جلها-এর কর্মবাচক সর্বনাম দ্বারা বুঝানো হয়েছে সূর্যকে। যেহেতু দিন বেড়ে উঠলে সূর্যও পুরোপুরিভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। অথবা সর্বনাম দ্বারা বুঝানো উদ্দেশ্য অনুক্ত কোন বিষয়কে, যথা অন্ধকারের স্বরূপ বা পৃথিবী কিংবা দুনিয়া। আর দ্বিতীয় আয়াত وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا মূলে ছিল وحدوك الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا অর্থাৎ রাতের আবির্ভাবের, যখন তা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী কালাধিকরণ হয়তো مضاف-এর বিশেষণ, যেহেতু অর্থগত দিক থেকে তা বিশেষ্য অথবা তার সাথে সম্পৃক্ত (متعلق)। এরূপও বলা যেতে পারে যে, اذا এ স্থলে অধিকরণ ব্যতিরেকে সময়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক اذا يقوم زيد اذا يعقد عمرو এই পদ্ধতিতে। তখন এটা হবে بدل اشتمال এবং এটাই হবে مقسم به (অর্থাৎ যার শপথ করা হয়েছে।[৪৫৩] অত্র আয়াতে اذا অব্যয়টি ظرفية-এর জন্য আর قسم فعل তথা اُقْسِمُ ক্রিয়া তন্মধ্য عامل।[৪৫৪]

وَ النَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۙ﴿۳﴾ وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۙ﴿۴﴾

শপথ দিবসের, যখন সে তাকে প্রকাশ করে এবং শপথ রাতের, যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে।

আব্দুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

مقدم ومؤخر يقول والليل اذا يغشها يغشى ضوء النهار اذا جلاها جلى ظلمة الليل.

---

৪৫০ هل فى ذالك القسم قسم لذى حجر عقل؟ وجواب القسم محذوف اى لتعذبت يا كفار مكة. তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৫৭৬।
৪৫১ তাফসীরে ইবন কাসীর, খ. ১১, পৃ. ৪৯৫।
৪৫২ আল-কুরআন, *সূরা আশ-শামস*, আয়াত- ৩-৪।
৪৫৩ তাফসীরে মাজহারী, ১৩তম খ, পৃ. ২২৮-২৯।
৪৫৪ তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৫৭৮।

এ আয়াতে প্রথম বাক্যকে পরে এবং পরের বাক্যকে প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৫৫] ইয়াযিদ ইবন হামাদাহ (রহ.) বলেন: রাত্রি আসিলে আল-াহ বলেন: আমার বান্দাদেরকে আমার বৃহৎ সৃষ্টি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মানুষ রাত্রিকে ভয় করে। অথচ তিনি উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে আরো অধিক ভয় করা উচিত।[৪৫৬]

এরপর আল-াহ সূরা আল-লাইলে বলেন,[৪৫৭]

وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ﴿١﴾ وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ﴿٢﴾

অর্থাৎ (১) শপথ রজনীর, যখন তা আচ্ছন্ন হয় (২) শপথ দিবসের, যখন তা আবির্ভূত হয়।

৪৫৫ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৪৯।
৪৫৬ তাফসীরে ইবন কাসীর, খ. ১১, পৃ. ৫১৫।
৪৫৭ আল-কুরআন, *সূরা আল-লাঈল*, আয়াত: ১-২।

আব্দুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

(وَالَّيْلِ) يقول اقسم الله بالليل (اِذَا يَغْشٰىهَا) ضوء النهار (وَ النَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا) ظلمة ليلة

অর্থাৎ আল-াহ শপথ করেছেন রজনীর, যখন আচ্ছন্ন করে দিনের আলোকে এবং শপথ দিবসের যখন তা আবির্ভূত হয় রাত্রের অন্ধকারকে দূরীভূত করে।[৪৫৮]

কাতাদাহ (রহ.) বলেন,

اول ما خلق الله النور والظلمة ثم مين بينها فجعل الظلمة ليلاً اسود مظلما، والنور نهارًا مضيئًا مبصرًا.

অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা সর্বপ্রথম আলো এবং অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর উভয়কে মিলিত করেছেন। আর অন্ধকার রাত্রিকে ঘোর কাল অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন, দিনকে করেছেন দৃষ্টিনন্দন আলোকজ্জ্বল।[৪৫৯]

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا এটি একটি শপথমূলক ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত অথবা উহ্য সম্বন্ধ পদের (مضاف) সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ মূলে ছিল حصول الليل এবং يغشى اذا সেটির صفت হওয়া। অথবা اذا শব্দ وقت বা সময় অর্থে ব্যবহৃত হলে এটি ظرفية বা কাল অধিকরণমূলক বিশেষ্য থেকে বিবর্জিত হবে।[৪৬০]

উপরোক্ত শপথের জবাব হলো[৪৬১]

ان سعيكم لشتى

অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির। যেহেতু তোমাদের চিন্তা-ভাবনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভিন্নতর, সেজন্য তোমাদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা, যাতে তোমরা নিয়োজিত আছ, তাও স্বীয় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বিভিন্ন ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী। কেননা তোমরা কেউ কেউ

৪৫৮ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৫০।
৪৫৯ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ৩২৬।
৪৬০ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১৩, পৃ. ২৩৮।
৪৬১ আল-কুরআন, *সূরা আল-লাঈল*, আয়াত: ৩।

আল-াহদ্রোহী ও কাফির এবং কেউ কেউ আল-াহকে স্বীকারকারী মু'মিন। কাজেই তোমাদের কর্মের বিভিন্নতার জন্য পরিণতির পার্থক্যও অবশ্যম্ভাবী।[৪৬২] এখানে এ কথাই আল-াহ বুঝাতে চাইছেন।

আল-াহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, [৪৬৩]

وَ الضُّحٰى ۙ﴿۱﴾ وَ الَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴿۲﴾

(১) শপথ পূর্বাহ্নের (২) শপথ রজনীর, যখন তা হয় নিঝুম। আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

(وَ الضُّحٰى) يقول اقسم الله بالنهار كله (وَ الَّيْلِ اِذَا سَجٰى) اذا اظلم واسود

অর্থাৎ আল-াহ শপথ করেন সমস্ত দিনের এবং শপথ করেন রজনীর যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কালো হয়।[৪৬৪]

ইমাম কুরতুবী উলে-খ করেছেন,

وقال قتادة وجعفر الصادق ومقاتل: اقسم بالضحى الذى كلام الله فيه موسى والليل اذا سجى وليلة المعراج. وقال اهل المعانى وسجدنى ومعناه سكن.

অর্থাৎ কাতাদাহ, মুকাতিল ও জাফর সাদিক (রহ.) বলেন, الضحٰى শব্দ দ্বারা আল-াহ তা'আলা দিনের বেলার সেই মুহূর্তের শপথ করেছেন, যে মুহূর্তে হযরত মূসা (আ.) (তূর পর্বতে) আল-াহর সাথে কথা বলেছেন। আর وَ الَّيْلِ اِذَا سَجٰى দ্বারা আল-াহ তা'আলা ঐ রাতের শপথ করেছেন, যে রাতে মুহাম্মাদ + মি'রাজে গমন করেছেন। আহলে মাআনীদের মতে– سجى-এর অর্থ হলো سكن, অর্থাৎ রাত যখন নিঝুম ও নিস্তব্ধ হয়। মুজাহিদ (রহ.)-এর মতে سجى-এর অর্থ হলো استوى বা স্থির হওয়া।[৪৬৫]

ইমাম জারীর আত-তাবারী বলেন, অত্র আয়াতের ব্যাখ্যার মধ্যে আমার নিকট অধিক সত্য মনে হয় যার অর্থ শপথ রজনীর! যখন তা নিস্তব্ধ ও নিঝুম হয়।

অতঃপর আল-াহ তা'আলা উক্ত কসমের জওয়াবে কসম বলেন,

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى

৪৬২ তাফসীরে তাবারী, খ. ৩০, পৃ. ২১৪।
৪৬৩ আল-কুরআন, *সূরা আদ-দুহা*, আয়াত: ১-২।
৪৬৪ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৫১।
৪৬৫ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ৩৩৫।

অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও নন।[৪৬৬] এখানে وما قلى শব্দের অর্থ তিনি (আল-াহ) তোমার প্রতি বিরূপও হননি। বাক্যের ما ودعك শব্দে প্রকাশ্যভাবে জানা যায় যে, এখানে সম্বোধিত ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ +।[৪৬৭] সংক্ষিপ্ততা সূত্রে অথবা অন্ত্যামিল রক্ষার জন্য وما قلى ক্রিয়ার নসবযোগ্য সর্বনাম উলে-খ করা হয়নি বরং পূর্বোলি-খিত সর্বনামই যথেষ্ট বিবেচনা করা হয়েছে।[৪৬৮]

৪৬৬ আল-কুরআন, *সূরা আদ-দুহা*, আয়াত: ৩।
৪৬৭ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ, পৃ. ২২৬।
৪৬৮ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১৩, পৃ. ২৫৪।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, ধূলি-মেঘমালা, নক্ষত্র, সমুদ্র-নৌযান নিয়ে শপথ

আল-াহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে অনেক কিছুর শপথ করেছেন, তার মধ্যে আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, ধূলি-মেঘমালা, নক্ষত্র, সমুদ্র-নৌযান নিয়ে শপথ করেছেন। এ সমস্ত কিছুর শপথের মাধ্যমে মানব জাতির হিদায়াতের উৎস শিক্ষণীয় দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ

অর্থাৎ শপথ বুর"জ বিশিষ্ট আকাশের।[৪৬৯]

البروج শব্দটি البرج-এর বহুবচন, অর্থ– দূর্গ। দূর্গের জন্য এ শব্দ ব্যবহার করার কারণ এই যে, দূর্গ প্রকাশমান থাকে, আর এ শব্দটি যে অর্থ বহন করে। যেমন বলা হয়: تبرجت المرأة অর্থাৎ স্ত্রী লোকটি নিজেকে প্রকাশ করেছে। আসমানে কিছু ঘর আছে, যার নাম বুর"জ। আতিয়া আওফী (রহ.) বলেন البروج অর্থ হলো প্রহরী পরিবৃত প্রাসাদ। অথবা البروج দ্বারা আসমানের দরজাসমূহকে বুঝানো হয়েছে। কেননা আকাশ হতে অবতরণকারীরা তা থেকেই বের হয়ে আসে ও প্রকাশিত হয়।[৪৭০] আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

(وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ) يقول اقسم الله بالسماءذات ويقال ذات القصو ر اثنا عشر قصرا بين السماء والارض يعلم الله ذلك.

অর্থাৎ আল-াহ বুর"জ বিশিষ্ট আকাশের কসম করেছেন। আরো বলা হয়, কক্ষ বিশিষ্ট আকাশের এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে ১২টি করে কক্ষ আছে, যা কেবল আল-াহই জানেন।[৪৭১] ইমাম জারীর আত-তাবারী বলেন,[৪৭২]

البروج শব্দের অর্থ ذات المنازل الشمس والقمر অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্যের মনযিলময় আকাশের পথ। যার অর্থ সুউচ্চ প্রাসাদ। যেমন আল-াহর ভাষায়:

وَ لَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

৪৬৯ আল-কুরআন, *সূরা বুরূজ*, আয়াত: ১।
৪৭০ তাফসীরে মাজহারী, খ". ১৩, পৃ. ১৫৪।
৪৭১ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৪২।
৪৭২ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ", পৃ. ১৩২।

অর্থাৎ যদিও তোমরা সুরক্ষিত ও সুউচ্চ প্রাসাদেও অবস্থান কর (মৃত্যু তোমাদের ধরবে)।

সূরা আত-তারিকে আল-াহ কসম করেন,[৪৭৩]

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ ۙ﴿১﴾ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۙ﴿২﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۙ﴿৩﴾

অর্থাৎ (১) আকাশের শপথ এবং শপথ রাত্রে আত্মপ্রকাশকারীর (২) তুমি কি জানো রাত্রে আত্মপ্রকাশকারী কি? (৩) তা এক উজ্জ্বল তারকা। ইমাম কুরতুবী বলেন,

(وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ) قسمان والطارق: النجم، وقد بين الله تعالى بقوله: وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ. النَّجْمُ الثَّاقِبُ. واختلاف فيه، فقيل: هو زحل: الكوكب الذى فى السماء السابعة ذكره محمد بن حسن فى تفسيره.

অর্থাৎ الطارق এবং السماء দুটিই কসম বা শপথ। الطارق হলো النجم বা তারকা। যেমন আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ. النَّجْمُ الثَّاقِبُ

এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন এটা হলো যুহল নক্ষত্র যেটি সপ্ত আকাশে বিদ্যমান। মুহাম্মদ ইবন হাসান তার তাফসীরে এমনটাই উলে-খ করেছেন।[৪৭৪] আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

(وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ) يقول اقسم الله، بالسماء والطارق (وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ) يا محمد (مَا الطَّارِقُ) يعجبه بذالك ثم بين فقال (النَّجْمُ الثَّاقِبُ) المضى النافذ وهو زهل يطرق بالليل ويخنس بالنهار.

অর্থাৎ শপথ আকাশের ও রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তার। হে মুহাম্মাদ + তুমি কি জান রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তা কি? আশ্চর্যবোধক জিজ্ঞাসা। অতঃপর আল-াহ বলেন, তা হলো উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং এটা হল যুহল যা রাত্রিতে উদিত হয় এবং দিনে অদৃশ্য হয়।[৪৭৫] আতা বলেন, الثاقب: الذى ترمى به الشياطينه অর্থাৎ الثاقب হলো সেই জিনিস যেটা শয়তানদের উপর নিক্ষেপ করা হয়।[৪৭৬] কাতাদাহ (রহ.) বলেন,

---

৪৭৩ আল-কুরআন, *সূরা আত-ত্বারিক্ব*, আয়াত: ১-৩।
৪৭৪ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ২৬১।
৪৭৫ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৪৩।
৪৭৬ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ২৬১।

الثاقب: هو عام فى سائر النجوم لان طلوعها بليل.

অর্থাৎ الثاقب হলো তারকাসমূহের বর্ষ কেননা তা রাতে উদিত হয়।[৪৭৭] যারা النجم-কে শনিগ্রহ বলেন, তাদের মতে الثاقب বিশেষণে বিশেষিত করার কারণ এর উচ্চতা (الثاقب-এর মাঝে এ অর্থ নিহিত রয়েছে) কোন পাখি যখণ উড়তে উড়তে ঊর্ধ্বাকাশে চলে যায়, তখন আরবগণ বলে ثقب قد (পাখিটি আকশে উঠে গেছে)।

তবে এ ব্যাখ্যা কেবল গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী প্রযোজ্য হয়। তাদের মতে, শনিগ্রহের অবস্থান সপ্তম আকাশে। কিন্তু দৃশ্যত الثاقب অর্থ সমুজ্জ্বল, দীপ্তিময়। মুজাহিদ (রহ.) এরূপই বলেছেন। এ নক্ষত্র তার জ্যোতির তীব্রতা দ্বারা অন্ধকারকে ছিদ্র (ثقب) করে ফেলে, এরপর তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।[৪৭৮] জালালুদ্দীন মহল-ী ব্যাখ্যা করেছেন,

(وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ) اصله كدات ليلا ومنه النجوم لطلوعها ليلا (وَ مَآ اَدْرٰىكَ) اعلمك (مَا الطَّارِقُ) وخبر فى محل المفعول الثانى لادرى (ما) بعد (ما) الاولى خبرها وفيه تعظيم لشان الطارق المفسر بها بعده هو النجم الى: الثريا او كل النجم الثاقب المضئى لثقبه الظلام بضوئه.

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۙ﴿٣﴾

অর্থাৎ (শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় তাহার) মূলত রাত্রে আগমনকারী প্রত্যেক বস্তুকেই طارق বলা হয়। আপনার কি জানা আছে? রাতে আগমনকারী কি? ইহা طارق। ও مبتدا ادرى-এর দ্বিতীয় مفعول-এর স্থলে অবস্থিত। আর প্রথমোক্ত ما-এর পরবর্তী ادرى শব্দটি উক্ত ما-এর خبر হয়েছে। এই বাক্য طارق ইহার মাহাত্ম্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যাহার ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াত النجم الثاقب– ইহা দ্বারা সুরাইয়া তারকা অথবা সকল নক্ষত্র যা সমুজ্জ্বল আলোকময়, স্বীয় আলো দ্বারা অন্ধকার ভেদ করার কারণে এই তারকাকে الثاقب বলা হয়।[৪৭৯] উপরোক্ত কসমের জবাব হলো পরবর্তী আয়াত,

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

৪৭৭ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ২৬১।
৪৭৮ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১৩, পৃ. ১৬৮।
৪৭৯ তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৫৭৩।

অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।[৪৮০] উক্ত আয়াতে ما অব্যয়টি তাশদীদবিহীন পঠিত হলে তা অতিরিক্তরূপে গণ্য হবে। আর ان অব্যয় তাশদীদ বিশিষ্ট হতে জযম বিশিষ্ট হয়েছে। এর اسم উহ্য অর্থাৎ انه এবং لام-টি মুখাফফাফা এবং নাফিয়ার মধ্যে ব্যবধানকারী। আর যদি ما অব্যয়টি তাশদীদযোগে পাঠ করা হয়। তবে ان অবশ্যয়টি نافية বা নেতিবাচক এবং لما অব্যয়টি الا অর্থে ব্যবহৃত হবে। আর তত্ত্বাবধায়ক বলিয়া ঐ সমস্ত ফিরিশতাদের বলা হয়েছে, যাহারা মানুষের ভাল-মন্দ কাজ সংরক্ষণ করে।[৪৮১]

আল-াহ অন্য সূরায় বলেন, [৪৮২]

وَ السَّمَآءِ وَ مَا بَنٰهَا ﴿۵﴾ وَ الْاَرْضِ وَ مَا طَحٰهَا ﴿۶﴾

অর্থাৎ (১) শপথ আকাশের এবং যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাহার (২) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি উহাকে বিস্তৃত করিয়াছেন তাহার। আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

(وَ السَّمَآءِ وَ مَا بَنٰهَا) والذى خلقها وهو الله اقسم بنفسه (وَ الْاَرْضِ وَ مَا طَحٰهَا) والذى بسطها على الماء.

অর্থাৎ (শপথ আকাশের এবং যিনি নির্মাণ করেছেন তাহার) অর্থাৎ যিনি উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এর দ্বারা আল-াহ নিজের শপথ করেছেন। আর শপথ যিনি পানির উপর যমীনকে বিস্তৃত করেছেন।[৪৮৩]

কাজী সানাউল-াহ পানিপথী (রহ.) বলেন, ما (গুণবাচক বিশেষ্য) من অর্থে ব্যবহৃত। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল-াহ তা'আলাকে। আতা ও কালবী (রহ.) এরূপ বলেছেন। প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রথমে অপরাপর বস্তুর শপথ করে, তারপরে আল-াহর নামে করাটা কি বেআদবী নয়? উত্তরে বলবো: এটাই যথার্থ আদব। কেননা, এভাবে অধম হতে উত্তমে উত্তরণ ঘটেছে। من-এর উপর ما-কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, শপথ আসমানের এবং যে শক্তিমান জিনিসে তা নির্মাণ করেছে তার। এর নির্মাণকার্য নির্মাতার অস্তিত্ব এবং তার অসীম ও নিরংকুশ ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। যুজাজ ও ফাররা (রহ.) বলেন: وما بنٰها-এর ما (বিশেষ্য নয়, বরং) মাসদারবোধক অব্যয়। সুতরাং শপথ আকাশের এবং তার নির্মাণ কার্যের।

---

৪৮০ আল-কুরআন, *সূরা আত-ত্বারিক্ব*, আয়াত: ৪।
৪৮১ তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৫৭৩।
৪৮২ আল-কুরআন, *সূরা আশ-শামস*, আয়াত: ৫-৬।
৪৮৩ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৪৯।

وَ الْاَرْضِ وَ مَا طَحٰهَا এ আয়াতের ما-এর ক্ষেত্রেও ما-এর ব্যাখ্যা প্রযোজ্য।[৪৮৪] হাসান আল বসরী, মুজাহিদ ও অন্যান্যদের মতে, طحاها ودحاها واحد দুটি একই।[৪৮৫]

আল-াহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,[৪৮৬]

وَ الطُّوْرِ ۙ﴿১﴾ وَ كِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۙ﴿২﴾ فِیْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۙ﴿৩﴾ وَّ الْبَیْتِ الْمَعْمُوْرِ ۙ﴿৪﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۙ﴿৫﴾ وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۙ﴿৬﴾

অর্থ (১) শপথ তূর পর্বতের (২) শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে (৩) উন্মুক্ত পত্রে (৪) শপথ বাইতুল মা'মূরের (৫) শপথ সমুন্নত আকাশের (৬) এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের। উপরোক্ত শপথমূলক আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,[৪৮৭]

(وَ الطُّوْرِ) يقول اقسم الله بجبل زبيرو كل جبل فهو طور بلسان السريانية والقبط ولكن عنى الله به الجبل الذى كلم الله عليه موسٰى وهو جبل مدين واسمه زبير اقسم الله به. (وَ كِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ) واقسم باللوح المحفوظ مكتوب فيه اعمال بنى ادم (فِیْ رَقٍّ) يعنى اديما (مَّنْشُوْرٍ) مكتب فى صحف مفتوحة يقرؤها بنو ادم يوم القيامة وهو ديون الحفظة (وَّ الْبَیْتِ الْمَعْمُوْرِ) واقسم بالبيت المعمور بالملائكة وهو فى اسماء السادسة بعيال الكعبة ماينه وبين الكعبة ما ينه وبين الكعبة.

الى تخوم الارضين السابعة حرم يدخل فيه كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون اليه ابداً وهو بيت الذى يناه ادم ورفع الى السماء السادسة من الطوفان وهو يشمى الضراح وهو مقابل الكعبة (وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ) واقسم بالسماء المرفوعة فوق كل شئ (والبحر المسجور) واقسم بالبحر الممتلئ وهو بحر فوق السماء السابعة تحت عرش الرحمن يسمى الحيوان يحيى الله به الخلائق يوم القيامة ويقال والبحر المسجور وهو بحر حال يصيد نارا ويفتح فى جهنم يوم القيامة اقسم الله بهذه الاشياء.

অর্থ: শপথ তূর পর্বতের অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা যাবীর পর্বতের শপথ করলেন। সুরওয়ানী ও কিবতী ভাষায় পর্বত মাত্রই তূর নামে অভিহিত। কিন্তু আয়াতে তূর উলে-খ করে আল-াহ তা'আলা সেই পর্বতটিই বুঝিয়েছেন, যেখানে তিনি মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বলেছিলেন। পর্বতটি মাদায়িনে

৪৮৪ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১৩, পৃ. ২২৯-২৩০
৪৮৫ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ৩২০।
৪৮৬ আল-কুরআন, *সূরা আত-তূর*, আয়াত: ১-৬।
৪৮৭ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৫৫৮।

অবস্থিত, এ পর্বতের নাম যাবীর আল-াহ তার শপথ করলেন। (শপথ কিতাবের) যা লিখিত আছে, আল-াহ তা'আলা শপথ করলেন লাওহে মাহফুজের, এতে লিখিত রয়েছে মানুষের সকল কর্মকা ।

লিখিত উন্মুক্ত পত্রে, চামড়ায় লেখা, পৃষ্ঠাগুলো খোলা, কিয়ামত দিবসে মানুষ তা পাঠ করবে। এগুলো কিরামান কাতিবীন তথা সম্মানিত লেখক ফিরিশতাদের তৈরি আমলনামা।

শপথ বাইতুল মা'মুরের। ফিরিশতাদের দ্বারা পরিপূর্ণ গৃহ বাইতুল মামুরের শপথ করেছেন। এটি কাবা শরীফ বরাবর ষষ্ঠ আকাশে অবস্থিত। এ সম্মানিত ইবাদতগৃহ থেকে কাবা শরীফ বরাবর সপ্তম স্তর ভূমি পর্যন্ত হারাম শরীফ। প্রতিদিন ৭০ হাজার ফিরিশতা বাইতুল মা'মুরে প্রবেশ করে এবং ইবাদত সমাপনান্তে বেরিয়ে যায়, তারা দ্বিতীয় বার আর আসে না। এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন হযরত আদম (আ.)। তুফান তথা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে এটিকে ষষ্ঠ আকাশে তুলে নেয়া হয়। এটি দুরাহ নামেও পরিচিত। কাবা শরীফ বরাবর ঊর্ধ্বে তার অবস্থান। শপথ সমুন্নত আকাশের, আল-াহ তা'আলা শপথ করেছেন সর্বোর্ধ্বে অবস্থিত সমুচ্চ আকাশের এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের, আল-াহ তা'আলা শপথ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ সমুদ্রের। এটি সপ্তম আকাশের উপরে আল-াহ তা'আলা আরশের নিচে হাইওয়ান নামে একটি সমুদ্র। কিয়ামত দিবসে এ সমুদ্রের পানি দিয়েই আল-াহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিকে পুনরায় জীবিত করবেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়, বাহর-ই-মাসজুর হচ্ছে একটি উষ্ণভ সমুদ্র, কিয়ামত দিবসে তা অগ্নিতে পরিণত হবে এবং জাহান্নামের মধ্যে উন্মুক্ত থাকবে।

উপরোক্ত শপথের জওয়াবে কসম:

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ

অর্থা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।[৪৮৮]

সূরা নাজমে আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ النَّجْمِ اِذَا هَوٰى

অর্থাৎ শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়।[৪৮৯] এ শপথের ব্যাখ্যায় আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

৪৮৮ আল-কুরআন, *সূরা তূর*, আয়াত: ৭।
৪৮৯ আল-কুরআন, *সূরা নাজম*, আয়াত: ১।

(وَ النَّجْمِ اِذَا هَوٰى) يقول اقسم الله بالقران اذا نزل به جبريل على محمد نجوما اية وايتين وثلاثا واربعًا وكان من اوله الى اخره عشرون سنة فلما نزلت هذه الاية سمع كتبة بن ابى لهب ان محمد ﷺ يقسم نجوم القران فقال ابلغوا محمدا انى كافر بنجوم القران فلما بلغوا رسول الله ﷺ قال اللهم سلط عليه سبعًا من سبعك فسلط الله عليه اسدًا قريبًا من حران فاخرجه من بين اصحابه غير بعيد ومزقه من رأسه الى قدمه ولم يذقه لنجاسته ولكن تركه كما كان لدعوة رسول ﷺ ويقال اقسم الله بالنجوم اذا غابن.

অর্থাৎ (শপথ নক্ষত্রের, যখণ তা অস্তমিত হয়), এর দ্বারা আল-াহ তা'আলা কুরআনের শপথ করেছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে এই কুরআন মুহাম্মাদ +-এর নিকট প্রেরণ করেছেন অংশ অংশ করে, কখনো এক আয়াত, কখনো দু'আয়াত আবার কখনো তিন বা চার আয়াত করে। এ রীতিতে ২০ বছরে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কুরআন অবতীর্ণ হয়।

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল। মুহাম্মাদ + কুরআনের কিস্তি কিস্তি অবতরণের শপথ করেছেন শুনে উতবা ইবন আবী লাহাব বলল, মুহাম্মাদ +-কে জানিয়ে দাও যে, আমি কুরআনের কিস্তি কিস্তি অবতরণ প্রত্যাখ্যান করি। তার উক্তি মুহাম্মাদ +-এর কাছে পৌঁছলে পরে তিনি দু'আ করলেন: হে আল-াহ অভিশপ্ত এই উতবার উপর তোমার হিংস্র প্রাণীকুলের কোন একটি নিয়োজিত করে দিন। তার দু'আ গৃহিত হলো। হারবান জনপদের নিকট উতবা রাত্রি যাপন করছিল। তার জন্য আল-াহ তা'আলা একটি বাঘ নিয়োজিত করে দিলেন। তার সঙ্গী-সাথীদের বেষ্টনী ভেদ করে বাঘটি তাকে তুলে নিল এবং সামান্য দূরে এনে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিরে ফেলল। কিন্তু এই নরাদমের গোশত অপবিত্র, তাই বাঘটি তার সামান্য গোশতও খায়নি বরং তাকে ফেলে রেখে চলে যায়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আল-াহ তা'আলা নক্ষত্র রাজীর শপথ করেছেন যখন সেগুলি অস্তমিত হয়।[৪৯০] তাফসীরে কুরতুবীতে এসেছে,

وقال الحسن ايضًا: المراد بالنجم: النجوم اذا سقطت يوم القيامة وقال السدر: ان النجم ههنا الزهرة لان قوم من العرب كانوا يعبدونها. وقيل: المراد به النجوم التى ترجم بها الشياطين.

قال جعفر بن محمد (والنجم) ﷺ (اذا هوى) اذا نزل من السماء ليلة المعراج.

৪৯০ তাফসীরে ইবন আব্বাস (রা.), পৃ. ৫৬১।

অর্থাৎ হাসান (রহ.) বলেন النجم দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো সেই তারকাগুলো যেগুলো কিয়ামতের দিন খসে পড়বে। সুদ্দি (রহ.) বলেন, النجم দ্বারা এখানে জুহায়রা নক্ষত্রকে বুঝানো হয়েছে সেটিকে আরবের এক গোত্র তার ইবাদত করত। কেউ বলেন, অত্র আয়াতে النجم বলা হয়, সেই তারকাগুলোকে যেগুলো দিয়ে শয়তানদের (শাস্তি স্বরূপ) নিক্ষেপ করা হয়। জাফর বিন মুহাম্মদ বলেন, অত্র আয়াতে النجم দ্বারা মুহাম্মাদ +-কে বুঝানো হয়েছে, আর هوى اذا দ্বারা মিরাজ থেকে মুহাম্মাদ +-এর অবতরণ বুঝানো হয়েছে।[৪৯১]

আল-াহ তা'আলা আরো বলেন,

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ

অর্থাৎ শপথ বহুপথ বিশিষ্ট আকাশের।[৪৯২] আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

(وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ) وهذا قسم اخر اقسم بالسماء ذات الحبك ذات الحسن والجمال والاستواء والطرق ويقال ذات النجوم والشمس والقمر ويقال ذات الحبك الماء اذا ضربته الريح او كحبك الرمل اذا نسفته الريح او كحبك الشعر ورع الحديد ويقال هى السماء السابعة اقسم الله بها.

অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা শপথ করেছেন সৌন্দর্যমণ্ডিত সুদৃশ্য, সুসামঞ্জস্য ও কক্ষপথ বিশিষ্ট আকাশের। অপর ব্যাখ্যায় শপথ আকাশের যা ভিন্ন ভিন্ন পথ বিশিষ্ট যেমন– পথ বিশিষ্ট জলরাশি। বায়ু-আঘাতে জলরাশির পথগুলো দৃশ্যমান হয়। অথবা পথ বিশিষ্ট বালুকারাশির ন্যায় প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহকালে যা পরিলক্ষিত হয়। অথবা গুচ্ছ গুচ্ছ কোঁকড়ানো কেশদামে সৃষ্ট দৃশ্যমান ফাঁকার ন্যায়। অথবা লৌহ নির্মিত পোশাকের রেখার ন্যায়। অপর ব্যাখ্যায়– (وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ) মানে সপ্তম আকাশ, আল-াহ তা'আলা সপ্তম আকাশের শপথ করেছেন।[৪৯৩] ইবন কাসীর (রহ.) বলেন, উলে-খিত বর্ণনাসমূহের নির্যাস ইহাই যে, সৌন্দর্যময় দীপ্তিমান আকাশের উচ্চতা, তাহার নির্মলতা ও রচনাশৈলী দক্ষতার নিপূণতা এবং তাহার দৃঢ়তা, ব্যাপক বিস্তৃতি ও চাকচিক্যপূর্ণ আলোক

৪৯১ তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড. ৯ম, পৃ. ৭৩।
৪৯২ আল-কুরআন, *সূরা আয-যারিয়াত*, আয়াত: ৭।
৪৯৩ তাফসীরে ইবন আব্বাস (রা.), পৃ. ৫৫৪।

বিকীর্ণকারী তারকা, যার কিছু গতিশীল: কিছু স্থিতিশীল, সন্তরণশীল চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি সব কিছু দিয়েই আমি আল-াহ আকাশকে সজ্জিত করিয়া তাকে মূল্যবান করিয়েছি।[৪৯৪]

আল-াহ তা'আলা বলেন,[৪৯৫]

وَ التِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ ۙ﴿١﴾ وَ طُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ﴿٢﴾

অর্থাৎ শপথ তীন ও যায়তূনের (২) এবং শপথ সিনাই-পর্বতের। অত্র আয়াতে আল-াহ তা'আলা তীন, যায়তূন ও সিনাই পর্বতের শপথ করেছেন। আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

(وَ التِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ) يقول اقسم الله بالتين تينكم هذا والزيتون زيتونكم هذا ويقال مسجدان بالشام.

ويقال هما جبلان بالشام, ويقال التين هو جبل النور عليه بيت المقدس والزيتون هو جبل النور عليه دمشق (وَ طُوْرِ سِيْنِيْنَ) واقسم بجبل بمدين الذى كلام الله عليه السلام وكل جبل هو الطور بلسان الضبط وهو جبل الحسن الشجرة.

অর্থাৎ (১) আল-াহ তোমাদের এ তীনের এবং এ যায়তুনের শপথ করে বলেন। আরো বলা হয় যে, তা শাম দেশের দুটি মসজিদ বা শামদেশের দুটি পাহাড়, আরো বলা হয় ত্বীন সেই পর্বত, যেখানে বাইতুল মাকদাস অবস্থিত এবং যাইতুন সেই পর্বত, সেখানে দামেশক শহর অবস্থিত। (২) শপথ সিনাই পর্বতের অর্থাৎ শপথ করেন সাকীর পর্বতের। আর তা হলো মাদায়েন দেশের একটি পর্বত, যেখানে আল-াহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে কথাবার্তা বলেছেন এবং প্রত্যেক পর্বতকেই নাবতী ভাষায় তূর বলা হয় এবং সিনীন হলো প্রত্যেক সুন্দর সুন্দর বৃক্ষরাজী শোভিত পর্বত।[৪৯৬] মুহাম্মাদ বিন কাব বলেন,

التين: مسجد اصحاب الكهف، والزيتون: مسجد ايلياء

অর্থাৎ তীন বলা হয় আসহাবে কাহাফের মসজিদকে আর যাইতূন হলো মসজিদে ইলিয়াকে। ক্বাব আহবার, কাতাদা, ইকরামা এবং ইবন যায়েদ বলেন–

التين: دمشق والزيتون: بيت المقدس.

অর্থাৎ তীন হলো দামেশক আর যাইতূন হলো বাইতুল মুকাদ্দাস। আর ইকরামার মতে, طور হলো–

৪৯৪ তাফসীরে ইবন কাসীর, খ. ১০, পৃ. ৪৫৩।
৪৯৫ আল-কুরআন, *সূরা আত-তীন*, আয়াত: ১-২।
৪৯৬ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৫২।

الجبل الذى نادى الله جل ثناءه منه موسٰى

অর্থাৎ তূর হলো সেই পাহাড়, যেখানে আল-াহ তা'আলা মূসা (আ.)-কে ডেকেছিলেন। মুকাতিল আর কালবী (রহ.) বলেন, আর (سنين) হলো–

كل جبل فيد شجر مثمر

অর্থাৎ প্রত্যেক সেই পাহাড়কে سنين বলো যেগুলো বৃক্ষরাজি দ্বারা সুশোভিত থাকে।[৪৯৭]

ইমাম জারীর আত-তাবারী (রহ.) বলেন, তীন ও যাইতূন সম্পর্কে যত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, তার মধ্যে আমার নিকট গ্রহণীয় মতবাদ এই যে, তীন হলো সেই ফল যা লোকেরা খায় আর যাইতূন সেই ফল যা থেকে ঐ নামের তেল বের করা হয়। এটাই শব্দ দুটির বাহ্যিক মর্মার্থ। কেউ কেউ শব্দ দুটির অর্থ সম্পর্কে দামেশক শহর এবং বাইতুল মুকাদ্দাস বা অন্যান্য যে সমস্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন বাস্তবতার দৃষ্টিতে এর কোনটাই গ্রহণীয় নয়। অবশ্য যে ফল যে অঞ্চলে বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই ফলের নামে গোটা অঞ্চলের নামে নামকরণ করা আরব বাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই প্রচলন অনুযায়ী তীন ও যাইতূন শব্দদ্বয় হতে তীন ও যাইতূন ফল উৎপাদনের গোটা অঞ্চল বুঝাতে পারে। আর তা সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অঞ্চল। কেননা তদানিন্তন আরব সমাজে আনজীর ও যাইতূন উৎপাদনের কারণে এই দুইটি অঞ্চল সাধারণভাবে পরিচিত ছিল্ ইবন তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়ুম, যামাখশারী ও সায়্যিদ মাহমুদ আলূসী (রহ.) প্রমুখ তাফসীরবিদগণ এমন মতই গ্রহণ করেছেন।[৪৯৮]

এরপর আল-াহ বায়ুর শপথ করে বলেন,[৪৯৯]

والمرسلات عرفًا، فالعاصفات عصفًا، والناشرت نشرًا، فالفارقات فرقًا.

অর্থাৎ (১) কল্যাণের জন্যে প্রেরিত বায়ুর শপথ (২) সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ (৩) মেঘ বিস্ড়তকারী বায়ুর শপথ (৪) মেঘপুঞ্জ বিতরণকালীন বায়ুর শপথ।

জালালুদ্দীন মাহাল-ী (রহ.) বলেন:

المرسلات عرفًا اى: الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضًا ونصبه على الحال.

অর্থাৎ ধারাবাহিক বাতাস প্রবাহিত হওয়া। যেমন ঘোড়া একটি অপরটির পিছনে বলে। عرفًا শব্দটি نصب হওয়ার কারণ হলো, ইহা حال হয়েছে।[৫০০]

---

৪৯৭ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ৩৫৩-৫৪।
৪৯৮ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ. পৃ. ২৩৭-৩৮।
৪৯৯ আল-কুরআন, *সূরা মুরসালাত*, আয়াত: ১-৪।

আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন:

(وَ الْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا) يقول اقسم الله بالملائكة كثيرًا كعرف الفرس ويقال هم الملائكة الذين ارسلوا بالمعروف يعنى جبريل ميكائيل واسرافيل (فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا) واقسم بالرياح العواصف الشديدة والعصف ماذرت من منازل القوم. (وَّ النّٰشِرٰتِ نَشْرًا) بالمطر يعنى واقسم بالمطر ويقال بالسحاب الناشرات بالمطر ويقال هم الملائكة الذين ينشرون الكتاب (فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا) واقسم بالملائكة الذين يفرقون بين الحقح والباطل ويقال هى ايات القران التى تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام ويقال هؤلاء الثلاث هى الرياح.

অর্থাৎ (১) আল-াহ শপথ করছেন অশ্বকেশের ন্যায় প্রচুর ফিরিশতাদের। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয় কল্যাণসহ প্রেরিত ফিরিশতা অর্থাৎ জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের। (২) আল-াহ শপথ করছেন কঠোর ঝঞ্ঝা বায়ুর। (৩) সঞ্চালনকারী বায়ূর শপথ, বা বৃষ্টি সঞ্চালন করে অর্থাৎ বৃষ্টির শপথ অপর ব্যাখ্যায় মেঘের শপথ, যা বৃষ্টি সঞ্চালন করে, অপর ব্যাখ্যায় সে সকল ফিরিশতাদের শপথ যারা কিতাব খুলে দেয়। আল-াহ শপথ করছেন সে সকল ফিরিশতাদের যারা সত্য ও অসত্যর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে– এ পার্থক্যকারী হচ্ছে কুরআনের আয়াতসমূহ। এগুলো সত্য-অসত্য, হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করে অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে উপরোক্ত তিনটি আয়াত দ্বারা বায়ু বুঝানো হয়েছে।[৫০১]

কাজী সানাউল-াহ পানিপথী (রহ.) উলে-খ করেছেন, মুজাহিদ ও কাতাদা (রহ.) বলেন, মুরসালাতের প্রথম পাঁচটি আয়াতের সবগুলোর আয়াতের অর্থ বায়ু।

وَ الْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا অর্থ সেইসব বায়ুর শপথ, যা অনবরত চালানো হয়। কারো মতে عُرْفًا অর্থ সেইসব বায়ু যা অধিক পরিমাণে চালানো হয়। فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا তীব্রবেগে প্রবাহমান- বায়ুসমূহ। وَّ النّٰشِرٰتِ نَشْرًا মেঘমালাকে শূন্যে উত্তোলনকারী বায়ুসমূহ। فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا মেঘমালাকে চেপে নিংড়ানোকারী বায়ুসমূহ কিংবা বৃষ্টির পর মেঘকে বিক্ষিপ্তকারী বায়ুসমূহ। فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا অন্তরসমূহে আল-াহর স্মরণ সৃষ্টিকারী বায়ুসমূহ। বুদ্ধিমান লোক যখন বায়ুর প্রবাহ অবলোকন করে এবং তার নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করে, তখন আল-াহকে স্মরণ করে এবং তার পূর্ণ ক্ষমতা স্বীকার করে। মানুষের নিরাশ হওয়ার পর বৃষ্টির কৃতজ্ঞতা আদায় করে। এইভাবে বায়ুসমূহ আল-াহকে স্মরণ করার

---

৫০০ তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৫৬০।
৫০১ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬২৯।

কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৫০২] উপরোক্ত আয়াতসমূহের জওয়াবে কসম হলো:

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ

নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কিয়ামতের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী।[৫০৩]

৫০২ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১২, পৃ. ৬৩৪।
৫০৩ আল-কুরআন, *সূরা মুরসালাত*, আয়াত: ৭।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চন্দ্র-সূর্য, উদয়াচল-আস্তাচল, শহর-নগর, সৃষ্টি, আত্মা, পুর"ষ-নারী, ধাবমান অশ্ব, সময় নিয়ে শপথ

আল-াহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে অনেক কিছুর শপথ করেছেন, তার মধ্যে সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলে আসা মানুষের জন্য নানা নিদর্শন কুরআনে উলে-খ করে শপথ করা হয়েছে। নিম্নে উপরোক্ত শিরোনামের আলোকে শপথমূলক আয়াতগুলোর বিশে-ষণ তুলে ধরা হলো।

যেমন মানুষের দৃষ্টিগোচর ও দৃষ্টির অগোচর-এর শপথ করে আল-াহ বলেন,

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَ مَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾

অর্থাৎ (১) আমি শপথ করছি তা যা তোমরা দেখতে পাও (২) আর শপথ করছি যা তোমরা দেখতে পাও না।[৫০৪]

ইমাম কুরতুবী উলে-খ করেছেন,

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ. وَ مَا لَا تُبْصِرُوْنَ يعنى اقسم بالاشياء كلها ما ترون منها ولا ترون و (لا) صلة. وقال مقاتل: سبب ذلك ان الوليد بن المغيرة. قال: ان محمد سامرًا. وقال ابو جهل: شاعر وقال عقبة: كما هن فقال الله عز وجل فلا اقسم قيد (لا) ههنا نفر للقسم. وعلى فجوابه كجواب القسم (انه) يعنى القران لقول رسول كريم يريد جبريل.

অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা উক্ত আয়াত দ্বারা প্রত্যেক ঐ সমস্ত বস্তুর শপথ করেছেন যেটা তোমরা (মানুষ) যা দেখ আর যা দেখ না। এখানে لا টি হচ্ছে صلة। মুকাতিল (রহ.) বলেন: আল-াহ এটা উলে-খ করার কারণ হলো ওয়ালিদ ইবন মুগীরা মুহাম্মাদ +-কে বলেছিল সে একজন যাদুকর, আবূ জেহেল বলেছিল 'কবি', উকবা বলেছিল 'গণক'। তাদের কথার জবাব দেয়ার জন্য আল-াহ তা'আলা উক্ত আয়াত উলে-খ করেন। এখানে (لا)টা হলো قسم نفى বা না বোধক শপথ।

শপথের জবাব হলো–

انه لقول رسول كريم

---

৫০৪ আল-কুরআন, *সূরা হাক্কাহ*, আয়াত: ৩৮-৩৯।

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিবত রাসূলের বাহিত বার্তা। এখানে সম্মানিত বাহক হলেন জিবরাঈল।[৫০৫] কেউ কেউ বলেন এখানে لا-এর সম্পর্ক قسم-এর সাথে নয়। বরং এটা পৃথক এবং এর অর্থ কাফিররা যা বলে তা সত্য নয়। মুহাম্মাদ +কে কাফিররা বলতো কুরআন তোমার রচনা করা, অথবা তুমি কবি অথবা গণক। তাদের এ কথার জবাবে আল-াহ তা'আলা فلا দ্বারা প্রত্যাখ্যান করার পর বলা হয়েছে: اقسم অর্থাৎ আমি শপথ করছি তার যা তোমরা দেখতে পাও আর যা দেখতে পাও না।[৫০৬]

আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) তাফসীর করেছেন,[৫০৭]

(فَلَآ أُقْسِمُ) يعنى يقول اقسم (بِمَا تُبْصِرُوْنَ) من شئ (وَ مَا لَا تُبْصِرُوْنَ) من شئ يا اهل مكة ويقال بما تبصرون يعنى السماء والارض وما لا تبصرون يعنى الجنة والنار ويقال بما تبصرون يعنى الشمس والقمر وما لا تبصرون العرش والكرسى ويقال بما تبصرون بعنى محمدًا عليه الصلاة والسلام وما لا تبصرون يعنى جبريل اقسم الله بهؤلاء الأشياء.

অর্থাৎ আল-াহ বলেন, আমি শপথ করছি যে বস্তুর যা তোমরা দেখতে পাও তোমাদের দৃশ্যমান বস্তুর। আর যা তোমরা দেখতে পাওনা, তোমাদের অদৃশ্য বস্তুর হে মক্কার অধিবাসীগণ! অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তোমরা যা দেখতে পাও অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী এবং তোমরা যা দেখতে পাওনা অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামের। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যা তোমরা দেখতে পাও অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যের এবং যা তোমরা দেখতে পাওনা অর্থাৎ আরশ ও কুরসী। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যা তোমরা দেখতে পাও অর্থাৎ মুহাম্মাদ +-এর আর যা তোমরা দেখতে পাওনা অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.)-এর। আল-াহ এগুলোর শপথ করে বলেছেন–

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ

নিঃসন্দেহে এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা।

এরপর আল-াহ তা'আলা উদয়াচল ও অস্তাচলের শপথ করে বলেন,

فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَ الْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ

অর্থাৎ আমি শপথ করিতেছি, উদয়াচল ও আস্তাচলের অধিপতির– নিশ্চয়ই আমি সক্ষম।[৫০৮]

---

৫০৫ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৯ম, পৃ. ৪৮২।
৫০৬ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১২, পৃ. ৪০৭।
৫০৭ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬১৩।

উক্ত আয়াতটি بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَ الْمَغٰرِبِ এবং حميد এই তিনজন ابو حيان وابن محيصن-এর পরিবর্তে بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ পড়তেন। তবে ইবন আতিয়া এই ক্বিরাআতকে غير متواتر বলে উলে-খ করেছেন। আয়াতের فلا-এর لا টি صلة।[৫০৯] জালালুদ্দীন মাহাল-ী ব্যাখ্যা করেছেন–

فَلَآ لا زائدة أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَ الْمَغٰرِبِ للشمس والقمر وسائر الكواكب اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ على ان نبدل ناتى بدلهم. خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ.

অর্থাৎ (অনন্তর) فلا-এর لا কোন অর্থ হবে না। এটি অতিরিক্ত। (আমি শপথ করিতেছি উদয়াচল ও আস্তাচলের অধিপতির) অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য ও সকল নক্ষত্রের উদয়াচল ও আস্তাচল উদ্দেশ্য। নিশ্চয়ই আমি সক্ষম উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবগোষ্ঠীকে উহাদের স্থলবর্তী করতে।[৫১০]

আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) উলে-খ করেছেন,

(فَلَآ أُقْسِمُ) يقول اقسم (بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ) مشارق الشتاء والصيف (وَ الْمَغٰرِبِ) مغارب الشتاء والصيف مائة وسبعة وسبعون منزلا وكذالك للمغربين تطلع الشمس فى سنة يومين فى منزل واحد ولذالك تغرب فى يومين فى منزل واحد (اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ) ولهذا كان القسم.

অর্থাৎ আল-াহ বলেন, আমি শপথ করছি উদয়াচলসমূহ ও আস্তাচলসমূহের অধিপতির অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে এটি আবার দুই উদয়াচল ও আস্তাচল। শীত ও গ্রীষ্মকালের জন্য মোট ১৮০টি উদয়পথ ও ১৮০টি অস্তপথ রয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় মোট ১৭৭টি উদয়পথ ও অস্তপথ রয়েছে। বৎসরে দুইদিন করে একপথে উদিত হয় এবং দুই দিন করে এক পথে অস্ত যায়, নিশ্চয়ই আমি সক্ষম এটি শপথের বিষয়বস্তু।[৫১১]

ইবন কাসীর ব্যাখ্যা করেছেন

فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَ الْمَغٰرِبِ

অর্থাৎ তাহার শপথ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া পূর্ব, পশ্চিম ইত্যকার দিক নির্ধারণ করেছেন এবং গ্রহ-নক্ষত্র, উপগ্রহ সৃষ্টি করে পূর্বাচলে উদয় ও পশ্চিমাচলে অস্তগামী করেছেন। অর্থাৎ হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা যে ভাবছ, পরকাল বলতে কিছু নাই, হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে না এবং

---

৫০৮ আল-কুরআন, *সূরা মাআরিজ*, আয়াত: ৪০।
৫০৯ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৯, পৃ. ৪৯৮।
৫১০ তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৫৪৬-৪৭।
৫১১ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬১৬।

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটবে না, এটা ঠিক নয়। সেসব অবশ্যই হবে। এখানে আল-াহ তা'আলা শপথ করার প্রাক্কালে কাফিরদের ভ্রান্ত ধারণাগুলো অস্বীকার করলেন এবং সেগুলোকে নিজ পরিপূর্ণ কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে ভ্রান্ত প্রমাণ করলেন। যেমন– আকাশ ও পৃথিবীকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব প্রদান, তার ভিতরে বিভিন্ন প্রাণী ও বস্তুসহ নানাবিধ সৃষ্টির উপস্থিতি দ্বারা তিনি কাফিরদের অমূলক ধারণা অসারতা প্রমাণ করলেন।[৫১২]

এরপর আল-াহ তা'আলা মুমিনের আত্মার শপথ করে বলেন,

وَ لَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

অর্থাৎ, আরও শপথ করি সেই আত্মার, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।[৫১৩] হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

النفس اللوامة هى والله نفس المؤمن. ما يرى المؤمن الا يلوم نفسه.

অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা নফসে লাওয়ামার শপথ করেছেন এখানে نفس اللوامة হলো মুমিনের আত্মা। কেননা মুমিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে তার নিজের আত্মাকে ধিক্কার দেয় না।[৫১৪]

আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) ব্যাখ্যা করেন,

(وَ لَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) اى: واقسم بكل نفس برة او فاجرة انها تلوم نفسها يوم القيامة. ام المحسنة فتقول يا ليتنى ازددت احسانا واما السيئة يا ليتنى نزعت من الذنوب وذلك عند المعاينة الثواب والعقاب ويقال هى النفس النادمة ويقال هى النفس اللائمة النادمة التى تتوب من الذنوب ولا من نفسها على ذلك ويقال هى النفس الكافرة والفاجرة.

অর্থাৎ এবং শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার, পুন্যবান ও পাপী সকল আত্মার শপথ করছি। সকল আত্মাই কিয়ামতের দিবসে নিজেকে তিরস্কার করবে, পুণ্যবান আত্মা বলবে, আহ! যদি আরো অধিক পুন্য অর্জন করতে পারতাম, আর পাপীরা বলবে হায়! আমি যদি পাপাচার পরিত্যাগ করতাম! তিরস্কার পর্ব আরম্ভ হবে পুরস্কার ও শাস্তি দর্শন করলে। তিরস্কারকারী আত্মার অপর ব্যাখ্যা, অনুতপ্ত আত্মা। অপর ব্যাখ্যায় যে, আত্মা পাপাচার থেকে তাওবা করে এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়ায় নিজেকে তিরস্কার করে। অপর ব্যাখ্যায় এটি কাফির ও পাপাচারী আত্মা।[৫১৫]

আল-াহ তা'আলা চাঁদের শপথ করে বলেন,

---

৫১২ তাফসীরে ইবন কাসীর, খণ্ড. ১১, পৃ. ২৭৪।
৫১৩ আল-কুরআন, *সূরা ক্বিয়ামাহ*, আয়াত: ২।
৫১৪ তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড. ১০, পৃ. ৭৯।
৫১৫ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬২৫।

وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ

অর্থাৎ এবং শপথ, যখন তা পূর্ণ হয়[৫১৬] অত্র আয়াতে চাঁদের পূর্ণতা বলতে চাঁদনী রাতে যখন চাঁদের আলো জমা হয় এবং লাভ করে সেটিকে বুঝানো হয়েছে। এখানে اتسق ক্রিয়াটি, الوسق হতে বাবে اِفْتِعَالْ-এর ক্রিয়া, এর অর্থ জমা হওয়া।[৫১৭]

আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) ব্যাখ্যা করেন,

(وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ) واقسم بالقمر اذا اجتمع وتكامل ثلاث ليال ليلة ثلاث عشرة وليلة اربع عشرة وليلة خمس عشرة.

অর্থাৎ (এবং চাঁদের শপথ যখন তা পূর্ণ হয়) অর্থাৎ যখন তা পূর্ণ চাঁদে পরিণত হয় আর তা তিন রাতে হয় অর্থাৎ ১৩, ১৪, ১৫ই রাত।[৫১৮]

জালালুদ্দীন মাহাল-ী বলেন,

وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ اى: اجمع وتم نوره وذلك فى الليالى البيض.

অর্থাৎ চাঁদ যখন পরিপূর্ণ হয় এবং তার আলোকরশ্মি পূর্ণভাবে বিকিরণ করে। আর এই অবস্থার সৃষ্টি হয় মাসের মধ্যবর্তী কয়েকটি রাত্রে।[৫১৯]

মুফতী শফী (রহ.) বলেন, وسق অর্থ একত্রিত করা। চন্দ্রের একত্রিত করার অর্থ তার আলোকে একত্রিত করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রাত্রিতে হয়, যখন চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ্র প্রথমে খুবই সর- ধনুকের মতো হয়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণ চাঁদ হয়ে যায়।[৫২০] এখানে আল-াহ তা'আলা পূর্ণ চাঁদের শপথ করেছেন।

আল-াহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের আরো শপথ করে বলেন,

وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰهَا ﴿۱﴾ وَ الْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ﴿۲﴾

৫১৬ আল-কুরআন, *সূরা ইনশিক্বাক্ব*, আয়াত: ১৮।
৫১৭ তাফসীরে মাজহারী, খ-. ১৩, পৃ. ১৪৭।
৫১৮ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৪১।
৫১৯ তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৫৭১।
৫২০ *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন*, পৃ. ১৪৪৫।

অর্থাৎ শপথ সূর্যের ও তার কিরণের এবং শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে।[৫২১]

অত্র আয়াতে ضحٰى শব্দটি شمس-এর বিশেষণ। অর্থাৎ শপথ সূর্যের যখন তা উর্ধ্বগগনে থাকে। সূর্য উদয়ের পর যখন কিছু উর্ধ্বে উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার কিরণ ছাড়িতে পড়ে সে সময়কে ضحٰى বলা হয়।[৫২২] মুকাতিল (রহ.) বলে না ضحها অর্থ সূর্যের তাপ।

الضحية এটি العشية-এর ওযনে যার অর্থ দিন চড়ে ওঠা। এটাকে পুংলিঙ্গ ও ক্ষুদ্রতা করতে গিয়ে 'ة'-কে লোপ করে বলা হয় ضحى আর শেষে হামযা যোগ করে ضحاء করলে তার অর্থ হবে– দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়।[৫২৩]

وَ الْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا-এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহ.) বলেন: تلها অর্থ تبعها অর্থাৎ শপথ চন্দ্রের, যখন উহা সূর্যের অনুগমন করে। মালিক (রহ.) যায়দ ইবন আসলাম (রহ.) হতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ, শপথ চন্দ্রের যখন উহা বদরের রাত্রিতে সূর্যের অনুগমন করে।[৫২৪] আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) ব্যাখ্যা করেন

(وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰهَا) اقسم الله بالشمس وضوئها (وَ الْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا) تبعها يقول تبع الشمس اول ليلة رئى الهلال.

অর্থাৎ শপথ সূর্যের ও তার কিরণের এবং শপথ চন্দ্রের যখন তা আবির্ভূত হয় অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয় যখন প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র দৃশ্যমান হয়।[৫২৫]

আল-াহ তা'আলা মক্কানগরী ও আদম এবং বনী আদমের শপথ করে বলেন,

لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ﴿۱﴾ وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ﴿۲﴾ وَ وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ ۙ﴿۳﴾

অর্থাৎ (১) আমি শপথ করছি এই নগরের (২) আর আপনি এই নগরের অধিবাসী (৩) শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে।[৫২৬] অত্র আয়াতে لا ন্যর্থবোধক অব্যয়টি অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে শপথকে বলিষ্ঠ করার জন্য। এর মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বিষয়ে শপথ করা হয়েছে, তা এতই সুস্পষ্ট যা শপথের অপেক্ষা রাখে না। وهذا البلاد অর্থাৎ আমি শপথ করছি এই নগরের অর্থাৎ

---

৫২১ Avj-KziAvb, *m~iv Avk-kvgm*, AvqvZ: 1-2|
৫২২ *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন*, পৃ. ১৪৫৮।
৫২৩ Zvdmx‡i gvRnvix, LÊ. 13, c„. 228|
৫২৪ Zvdmx‡i Beb Kvmxi, LÊ. 11, c„. 515|
৫২৫ Zvdmx‡i Beb AveŸvm, c„. 649|
৫২৬ Avj-KziAvb, *m~iv evjv`*, AvqvZ: 1-3|

পবিত্র মক্কার وانت حل بهذا البلادا (আর আপনি এই নগরের অধিবাসী) এ বাক্যটি যার দ্বারা শপথ করা হয়েছে, যার حال (অবস্থা) আল-াহ তা'আলা রাসূল +-এর বসবাসকে যুক্ত করে মক্কা নগরীর শপথ করেছেন, যা দ্বারা মক্কার বাড়তি মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য। কেননা অবস্থানকারীর মর্যাদার কারণে অবস্থান স্থলের মর্যাদা বেড়ে যায়, যদিও মক্কা নগরী নিজেই মহিমাময়।[৫২৭]

وَ وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দেয়। এর ব্যাখ্যায় আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

قالوا اٰدم وما ولد بنوه ويقال الوالد الذى يلد فى الرجال والنساء وما ولد الذى لا يلد من الرجال والنساء اقسم الله بهؤلاء الاشياء.

অর্থাৎ এখানে والد হলেন হযরত আদম (আ.) এবং ولد হল তাঁর সন্তানরা। আরো বলা হয়– والد অর্থ যে সকল পুর"ষ ও স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হয় তারা এবং وألد অর্থ যারা স্ত্রী ও পুর"ষের মাধ্যমে জন্ম হয় না। আল-াহ তা'আলা এই সমস্ত বস্তুর শপথ করেছেন।[৫২৮]

وَ اَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ

وَ আর اعتراض বা مقسم به ও উহার معطوف-এর মাঝখানে পূর্বাপর সম্পর্কহীন এই বাক্যটি وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ-এর ما অব্যয়টি من অর্থে ব্যবহৃত।[৫২৯] উপরোক্ত আয়াতের জওয়াবে قسم হলো পরবর্তী আয়াত:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ كَبَدٍ

অর্থাৎ আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি কষ্ট ও ক্লেশের মধ্যে।[৫৩০] যেহেতু মানুষ দুনিয়ার বিপদাপদ ও আখিরাতের দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হবে এটাই আল-াহ বুঝাতে চেয়েছেন।

আল-াহ তা'আলা পুর"ষ ও নারীর শপথ করে বলেন,

وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰٓى

অর্থাৎ শপথ তার, যিনি পুর"ষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন।[৫৩১]

---

৫২৭ Zvdmx‡i gvRnvix, LÊ. 13, c„. 218|
৫২৮ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৪৮।
৫২৯ তাফসীরে জালালাঈন, পৃ. ৫৭৭।
৫৩০ আল-কুরআন, *সূরা বালাদ*, আয়াত: ৪।

হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

معناه والذى خلق الذكر والانثى فيكون قد اقسم بنفسه عز وجل.

অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা নিজের কসম করে বলেন, মহান সত্ত্বা তিনি, যিনি পুর"ষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন।[৫৩২] আল-াহ উপরোক্ত শপথে এমন দুটি জিনিসের নাম উলে-খ করেছেন, যাদের সৃষ্টি উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এই আয়াতে ما-এর দুটি অবস্থা (১) হয়ত ما-টি من-এর অর্থ দেবে, তখন আয়াতের অর্থ এরূপ হবে যে, আল-াহর তরফ হতে কসম, যিনি পুর"ষ ও স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। (২) ما শব্দটির সাথেও অতঃপর অর্থে ব্যবহৃত হবে, তখন আয়াতের অর্থ হবে: অতঃপর শপথ সেই সত্তার, যিনি পুর"ষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। হযরত আবদুল-াহ ইবন মাসউদ (রা.) ও হযরত আবূ দারদা উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন:

والذكر والانثى

হযরত আবূ দারদা এটা রাসূল + হতে বর্ণনা করেন।[৫৩৩]

মক্কা নগরীর শপথ করে আল-াহ আরো বলেন,

وَ هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ

অর্থাৎ আর শপথ এই শান্তিপূর্ণ মক্কা নগরীর।[৫৩৪]

وَ هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ يعنى: مكة سماه امينا لانه امن كما قال الله اخر الايات (اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا) الامين: بمعنى الامن.

অর্থাৎ অত্র আয়াতে আল-াহ তা'আলা শপথ করেছেন নিরাপদ নগরী মক্কার, যাকে امينًا বলে নামকরণ করা হয়েছে, কিন্তু মক্কা হচ্ছে নিরাপদ জায়গা। যেমন– আল-াহ অন্য এক আয়াতে বলেন, নিশ্চয়ই আমি হেরেমকে অর্থাৎ মক্কাকে নিরাপদ করেছি। অতঃপর الامين-কে الامن বা নিরাপদ হিসাবে বলা হয়েছে।[৫৩৫] এই মক্কা নগরী প্রত্যেকের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান রয়েছে। সেখানে

---

৫৩১ আল-কুরআন, *সূরা লাইল*, আয়াত: ৩।
৫৩২ তাফসীরে কুরতুবী, খ". ১০, পৃ. ৩২৬।
৫৩৩ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ", পৃ. ২১৩।
৫৩৪ আল-কুরআন, *সূরা তীন*, আয়াত: ৩।
৫৩৫ তাফসীরে কুরতুবী, শেষ খ", পৃ. ৩৫৪।

কোনরূপ মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি ও রক্তারক্তি যুদ্ধ-বিগ্রহ শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। যেমন– কবির ভাষায়,

الم تعلمى يا امم ويحك اننى * خلفت يمينا لا اخون امينى

অর্থাৎ হে ব্যক্তি তোমার সর্বনাশ হোক তুমি কি জাননা আমি শান্তি আর নিরাপত্তার জন্য শপথ করেছি এবং আমি আমার এই চুক্তি কখনও ভঙ্গ করব না।[৫৩৬] আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) ব্যাখ্যা করেন,

واقسم بهذا البلاد بلد مكة الامين من ان يهاج فيه على من دخل فيه.

অর্থাৎ শপথ এই নিরাপদ নগরীর অর্থাৎ মক্কা নগরীর শপথ যেখানে প্রবেশকারী পেরেশানী থেকে নিরাপদ থাকে।[৫৩৭]

আল-াহ তা'আলা ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির শপথ করে বলেন,

وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ﴿۱﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ﴿۲﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ﴿۳﴾

অর্থাৎ (১) শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির (২) যারা খুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে (৩) যারা অভিযান করে প্রভাতকালে।[৫৩৮]

প্রথম আয়াতে ضبحًا শব্দটি মাসদার (تضبح صبحًا) যা الصاديان-এর কর্তার অবস্থা জ্ঞাপক (حال) বাক্যের স্থানে অবস্থিত। এর অর্থ ধাবমান ঘোড়ার শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ (হাঁপানো)। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, ঘোড়া, কুকুর ও শিয়াল ছাড়া কোন প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ হয় না। এদেরও আওয়াজ হয় কেবল সেই সময়, যখন এরা প্রচুর পরিশ্রমের কারণে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। আলী (রা.) বলেন: العاديات অর্থ আরাফা হতে মুযদালিফা এবং মুযদালিফা হতে মিনাগামী হজ্জের উট। দ্বিতীয় আয়াত– فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا এখানে قدحًا শব্দটি تقدح-এর মাসদার, যার অর্থ খুরাঘাতে পাথর ভেঙ্গে ফেলা। তৃতীয় আয়াত– فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا আবূ আমর ও খাল-াদ ت এবং ص-এর মাঝে ইদগাম করে পড়েন। المغيرات শব্দটি الاغارة হতে নির্গত, যার অর্থ সবেগে ধাবিত হওয়া। কাজেই المغيرات অর্থ যে অশ্ব তার আরোহী নিয়ে সবেগে শত্র"র উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

صبحًا শব্দটি المغيرات-এর কালাধিকরণ। অর্থাৎ যে ঘোড়া প্রভাতকালে সবেগে ধাবিত হয়।[৫৩৯]

---

৫৩৬ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ", পৃ. ২৩৯।
৫৩৭ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৫২।
৫৩৮ আল-কুরআন, *সূরা আদিয়াত*, আয়াত: ১-৩।

আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

(وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا) وذلك ان النبى ﷺ بعث سرية الى بنى كنانة فأبطا عليه خيرهم فاغتم بذلك النبى ﷺ فاخبر الله نبيه عن ذلك على وجه القسم فقال العاديات ضبحًا يقول اقسم الله بخيول الغزاة ضبحت انفسهن من العدو.

অর্থাৎ শপথ ঊধ্বাকাশে ধাবমান অশ্বরাজির। এখানে ঘটনা ছিল যে, নবী + এক মুজাহিদ বাহিনীকে বনু কিনানার সাথে জিহাদের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাদের সংবাদ জানতে খুব বিলম্ব হল। নবী + খুবই চিন্তাযুক্ত হলেন। তখন আল-াহ তা'আলা তার নবীকে শপথ করে এ সংবাদ জানালেন এবং বললেন, শপথ ঊধ্বাকাশে ধাবমান অশ্বরাজির। অর্থাৎ আল-াহ শপথ করেন যোদ্ধাদের সেই সকল অশ্বরাজির, যেগুলো শত্র"র মোকাবেলায় ঊধ্বশ্বাসে নিঃশ্বাস ফেলে ধাবমান হয়েছিল।[৫৪০]

কুরআনুল কারীম সাজানোর ক্রমধারা অনুযায়ী সর্বশেষ কসম আল-াহ তা'আলা করেছেন সূরা আসরে। তিনি বলেন, وَ الْعَصْرِ বা অনন্তকালের শপথ।[৫৪১]

আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

اقسم الله بنواجذ الدهر يعنى شدائده ويقال بصلاة العصر.

অর্থাৎ কালের দূর্যোগপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের শপথ! আরো বলা হয় আসরের নামাযের শপথ।[৫৪২]

কাতাদা (রহ.) বলেন,

هو اخر ساعة من ساعات النهار

অর্থাৎ দিনের শেষ অংশের সময়কে عصر বলা হয়।[৫৪৩]

মুকাতিল (রহ.) বলেন,

هو قسم بصلاة العصر وهى الوسطى. لانها افضل الصلوات

অর্থাৎ এখানে আসরের নামায দ্বারা শপথ করা হয়েছে। আর এটা কুরআনুল কারীমে বর্ণিত মধ্যবর্তী সালাত (صلوة الوسطى) কেননা এটা উত্তম সালাত।[৫৪৪] ইমাম জারীর আত-তাবারী বর্ণনা

---

৫৩৯ তাফসীরে মাজহারী, খ". ১৩, পৃ. ৩৩৬-৩৭।
৫৪০ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৫৬।
৫৪১ আল-কুরআন, *সূরা আসর*, আয়াত: ১।
৫৪২ তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ৬৫৮।
৫৪৩ তাফসীরে কুরতুবী, খ". ১০, পৃ. ৪১০।

এনেছেন যে, والعصر শব্দের অর্থ সন্ধ্যার সময়। এখানে যে কালের শপথ করা হয়েছে, এতে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সবই গণ্য। কেননা কাল বা সময় স্রোত বলতে যেমন অতীতকালকে বুঝায়, তেমনি বুঝায় চলমান সময় স্রোতকেও। এতে বর্তমান বলতে কোন দীর্ঘ সময় নাই বরং প্রতিটি মুহূর্তেই অতিবাহিত হয়ে অতীতের গর্ভে পুঞ্জীভূত হয়। আর অনাগত প্রতিটি মুহূর্ত আগত হয়ে ভবিষ্যতকে বর্তমান এবং বর্তমানকে অতীত বানিয়ে দেয়। কাজেই সব ধরনের কালই এর মধ্যে গণ্য। আর এই চলমান সময় স্রোতের শপথ করার সঠিক তাৎপর্য এই যে, কালের যে অংশ এখন চলছে, তা আসলে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য এক এক ব্যক্তি ও এক এক জাতিকে আল-াহর দেয়া সময় বা অবকাশ মাত্র।[৫৪৫]

পরবর্তী আয়াতগুলো উক্ত কসমের قسم جواب বা শপথের উত্তর। যেমন আল-াহ বলেন,

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۬ۙ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾

অর্থাৎ (২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত (৩) কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একে অন্যকে হক উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যধারণের উৎসাহ প্রদান করেছে।[৫৪৬]

---

৫৪৪ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ৪১০।
৫৪৫ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ, পৃ. ২৮৪।
৫৪৬ আল-কুরআন, *সূরা আসর*, আয়াত: ২-৩।

চতুর্থ অধ্যায়

আল-কুরআনে বর্ণিত শপথমূলক শব্দাবলীর ভাষা বিশে-ষণ ও ভাষালংকার

মহান আল-াহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (الفرقان) তথা আল-কুরআন নাযিল করেছেন। মুহাম্মাদ +-কে যে সকল মু'জিযা বা অলৌকিকতা দান করা হয়েছিল তন্মধ্যে কুরআনের অলৌকিকতা সর্বাপেক্ষা গুর"ত্বপূর্ণ। মক্কার কুরাইশরা কুরআনের ভাষাশৈলী ও অলংকারের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে কুরআন বারবার তার অলৌকিকতা চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বেও তারা এর মোকাবেলায় কোন নযীর পেশ করতে সক্ষম হয়নি।[৫৪৭] আল-কুরআনের ভাষায়,

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

অর্থাৎ আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল-াহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।[৫৪৮]

তৎকালে আরবে এতো বক্তা, কবি, যোদ্ধা থাকা সত্ত্বেও যখন তারা অক্ষম হয়ে গেল এবং একের পর এক কুরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে তারা অক্ষমতা স্বীকার করে নিল। কারণ তারা অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার কথা জানত যে, এ সকল চ্যালেঞ্জের একটিও গ্রহণ করা কারো পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হবে না।[৫৪৯]

কুরআনের গ্রন্থনা এমন অভিনব পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত যে, বাক্যের বিন্যাস, ছন্দের সাবলীর গতিময়তা, বিষয়বস্তুর হৃদয়গ্রাহী আবেদন ও শব্দাবলীর অপূর্ব দ্যেতনায় এটি অতুলনীয়। সুদীর্ঘ তেইশ বছরে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে, বিশেষ পদ্ধতিতে ও অনুপম শৈলীতে কুরআন অবতীর্ণ হয়। এর ভাব ও ভাষার উৎকর্ষতা, শব্দচয়ন এবং আলংকারিক বৈশিষ্ট্য এতই উন্নত যে, এটি সর্বকালের আরবী ভাষা সাহিত্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত। এজন্য আরবী ভাষাভাষী হওয়া এবং কুরআন অবতরণের কাল ও

---

৫৪৭ কুরআন পরিচিতি, ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫/আষাঢ় ১৪০২/ যিলহজ্জ ১৪১৫), পৃ. ২৫২।

৫৪৮ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ২৩।

৫৪৯ ড. মুহাম্মদ ইবন লুতফী আস-সাব্বাগ, লামহাতু *ফী উলূমিল কুরআন* (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪১০হি./১৯৯০খ্রি.), পৃ. ৮৫-৮৬।

প্রেক্ষিত সরাসরি প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও এর অনেক আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করা অনেক সাহাবীর পক্ষেও দুরহ হয়ে পড়ত। তাই তারা জটিল বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য মুহাম্মাদ + সমীপে উপস্থিত হতেন। মুহাম্মাদ + সাহাবীদেরকে কুরআনের আয়াতের জটিল বিষয়ের অন্তর্নিহিত ভাব ও তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিতেন।[৫৫০] আল-কুরআনের আয়াতের ভাষালংকার অত্যন্ত উঁচুমানের। শপথমূলক আয়াতের মধ্যেও ভাষালংকার চোখে পড়ার মতো। অত্র অধ্যায়কে দুটি পরিচ্ছেদে বিন্যাস্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে কুরআনের শপথমূলক শব্দাবলীর ভাষা বিশে-ষণ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শপথমূলক আয়াতের ভাষালংকার বিষয়ে আলোচনা।

৫৫০ ড. এস.এম. রফিকুল আলম, মুহাম্মদ ইবন উমর আর রাযী ও তার তাফসীর মাফাতিহুল গায়ব (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০১২খ্রি.), পৃ. ১৩।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনে বর্ণিত শপথমূলক শব্দাবলীর ভাষা বিশে-ষণ

আল-কুরআনে ত্রিশটিরও বেশি সূরায় শপথমূলক আয়াত বর্ণিত হয়েছে, যা আরবী ভাষার গুর"ত্বপূর্ণ স্থান ও ভাষা বৈচিত্রের প্রমাণ বহন করে। শপথ সংক্রান্ত আয়াতের ভাষা বিশে-ষণের মাধ্যমে শপথের গুর"ত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধির সাথে সাথে আরবী ভাষার মর্ম ও গাম্ভীর্যতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। সুবিশাল পরিসরে শপথের আয়াতসমূহের ভাষাতাত্ত্বিক বিশে-ষণ দুরহ ব্যাপার। তাই আমরা শপথের আয়াতের শুধুমাত্র উদ্দিষ্ট শব্দটির ভাষা বিশে-ষণ স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। এক্ষেত্রে কুরআনের সূরাসমূহের যে সূরাগুলোতে শপথের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর ক্রমিক অনুসরণ করা হবে। যেমন– সূরা হিজরে আল-াহ তা'আলা তার হাবীব মুহাম্মাদ +-এর বয়সের শপথ করে বলেন,

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٢﴾

তোমার জীবনের শপথ, তারাতো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে।[৫৫১] অত্র আয়াতের العمر শব্দটি আরবী, একবচন। বহুবচনে الاعمار-এর অর্থ হলো বয়স, জীবন।[৫৫২]

আল-উমর (العُمر) শব্দটি কুরআনে বিভিন্নভাবে সাতবার এসেছে। العَمْرُ এবং العُمْرُ একই অর্থবোধক, তবে العَمْرُ শব্দটি قسم বা শপথের জন্য নির্দিষ্ট।[৫৫৩]

বয়স হলো الم لمدة عمارة البدن بالحياة, অর্থাৎ জীবনকালের দেহ গঠনের সময়ের নাম। এ কারণে আরবরা বলে থাকে,

طال عمره فمعناه عمارة بدنه بروحه

অর্থাৎ আত্মার মাধ্যমে তার দেহ টিকে আছে।[৫৫৪] আলী (রা.) বলেন,

ارذل العمر خمس وسبعون سنة

---

৫৫১ আল-কুরআন, *সূরা হিজর*, আয়াত: ৭২।

৫৫২ মুহাম্মদ ফু'আদ আব্দুর বাকী, আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আল-ফাজিল হাদীসিন নাববী (মদীনা: মাকতাবাতু বারীল ফী মাদীনাহ, ১৯৬২খ্রি.), খ". ৪, পৃ. ৩৫৮।

৫৫৩ মুহাম্মদ ফু'আদ আব্দুর বাকী, আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আল-ফাজিল হাদীসিন নাববী (মদীনা: মাকতাবাতু বারীল ফী মাদীনাহ, ১৯৬২খ্রি.), খ". ৪, পৃ. ৩৫৬।

৫৫৪ আয-যাবিদী, তাজুল আর"স মিন জাওয়াহিরিল কামূস (বৈরূত: দার"ল ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি), খ". ১৩, পৃ. ১২৩।

হীনতম বয়সের সীমা ৭৫ বছর।[৫৫৫] হীনতম বয়সকে আরবরা আরযালুল উমর বলত। আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল + এই বলে দু'আ করতেন,

اعوذبك من البخل والكسل والهرم وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات.

অর্থাৎ হে আল-াহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি– কৃপণতা, অলসতা, হীনতম বয়স, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে।[৫৫৬]

(২) এরপর আল-াহ আরো বলেন, وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿١﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿٢﴾ – শপথ তাদের, যারা সরিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, অতৎপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের।[৫৫৭] উলে-খিত আয়াত দুটিতে– وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا এবং فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا শব্দ দুটির শপথ করা হয়েছে। صَفًّا শব্দটির মূল صف একবচন, বহুবচনে صفوف, এটি باب نصر থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে صف শব্দের অর্থ নিয়ে অভিধানবেত্তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইবন মানজুরের মতে, صف শব্দের অর্থ হলো– প্রত্যেক বস্তুর সমান লাইন, পরিচিত প্রত্যেক বস্তুর সমান লাইনকে صف বলা হয়।[৫৫৮] যেমন আল-াহ বলেন,

وَ عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ

আর তাদেরকে তোমার রবের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে।[৫৫৯]

অন্যমতে লুইস যালুফ বলেন, সাফ্ফান (صف) শব্দটির অর্থ হল– কোন জিনিসকে সমান দৈর্ঘ্য শৃঙ্গলিত করা বা যুদ্ধক্ষেত্রে কোন বাহিনীকে সারিবদ্ধ করা।[৫৬০] ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, صفًّا শব্দটি চারটি অর্থে এসেছে (১) সবাই এক কাতারে দাঁড়াবে। যেমন– সূরা তা-হা (طه)-এ এসেছে– ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও। (২) তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে

---

৫৫৫ কাযী মুহাম্মদ সানাউল াহ আল-উসমানী, আত-তাফসীর ল মাজহারী (দেওবন্দ: যাকারিয়া বুক ডিপো, তা.বি), খ. ৭, পৃ. ১৪১।

৫৫৬ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আদ-দুরর ল মানসুর ফিত তাফসীরিল মাসুর (বৈরূত: দার ল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০খ্রি.), খ. ৪, ১স সংস্করণ, পৃ ৩৩৩।

৫৫৭ আল-কুরআন, *সূরা সফ্ফাত*, আয়াত: ১-২।

৫৫৮ ইবন মানজুর, *লিসানুল আরাব* (ইরান: নাশর আদাবিল হাওযাহ, ১৪০৫হি.), খ. ৯, পৃ. ১৯৪।

৫৫৯ আল-কুরআন, *সূরা কাহফ*, আয়াত: ৪৮।

৫৬০ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০১৫খ্রি./শাবান ১৪৩৬হি.), খ. ৫ম, পৃ. ৩১৯-২০

কাতারে কাতারে দাঁড়াবে (৩) একজনের পর আরেকজনকে সাজিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হবে। (৪) তারা এমনভাবে দ ায়মান হবে যে, কেউ আল-াহর কাছ থেকে অনুপস্থিত থাকবে না।[৫৬১]

দ্বিতীয় আয়াতে الزاجرات শব্দটির زاء (যা) বর্ণে আলিফসহ ফাতহা বা যবর এবং جيم (জীম) বর্ণে كسرة বা যের দিয়ে পড়া হয়। শব্দটি جمع বা বহুবচন এবং اسم مشتق। একবচনে زاجرة এবং باب نصر থেকে উদগত। এর অর্থ– নিষেধ করা, বিরত রাখা, ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া। তিনটির অর্থের শেষ অর্থ আয়াতের অর্থের সাথে ধর্তব্য।[৫৬২]

ইমাম কুরতুবী বলেন,

لانها تزجر السحاب وتسوقه واما لانها ترجر الزاجرات هى الملائكة عن المعاص بالمواعظ والنصائح.

অর্থাৎ الزاجرات দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফিরিশতাম লী। কেননা তারা মেঘমালাকে প্রবাহিত করেন ও হাঁকিয়ে নিয়ে যান এবং তারা উপদেশ ও ভাল কথার মাধ্যমে মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখেন।[৫৬৩]

এরপর আল-াহ তা'আলা বলেন,

فَوَ رَبِّ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾

নভেম ল ও ভূম লের পালনকর্তার শপথ তোমাদের কথাবার্তার মতোই এটা সত্য।[৫৬৪]

অপর আয়াতে আল-াহ বলেন,

فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَ الْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾

আমি শপথ করছি উদয়াচল এবং অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার, নিশ্চয়ই আমি সক্ষম।[৫৬৫]

---

৫৬১ ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসির ফী ইলমিত তাফসীর, (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪২৩হি.), ১ম সংস্করণ (নতুন),পৃ. ৮৫৫।

৫৬২ হুসাইন ইবন মুহাম্মদ রাগিব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (মিসর: আল-মাতবাআতুত তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৩১৭।

৫৬৩ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি আ'হকামিল কুরআন, (বৈরূত: দার ল ফিকর, ১৪১৫হি./ ১৯৯৫খ্রি.), খ . ১৫, পৃ. ৫৮।

৫৬৪ আল-কুরআন, *সূরা আয-যারিয়াত*, আয়াত: ২৩।

৫৬৫ আল-কুরআন, *সূরা মাআরিজ*, আয়াত: ৪০।

উলে-খিত দুই আয়াতেই আসমান-জমীন, উদয়াচল ও অস্তাচলের প্রতিপালক (رب) আল-াহ নিজেই নিজের শপথ করেছেন। অর্থাৎ উক্ত কসমই رب কেন্দ্রিক। রাব্ব (رب) শব্দটির ر বর্ণে ফাতহা বা যবর, باء বর্ণে তাশদীদসহ পড়া হয়। এটি আল-াহর গুণবাচক নাম। এটি একবচন, বহুবচনে اَرْبَابُ বা اُرْبُوْبْ। এটি اضافة বা সম্বন্ধকারী পদ। যেমন– رب العالمين। رب শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো– مالك الشئ বা কোনকিছুর মালিক। শব্দটিকে التربية ক্রিয়ামূল থেকে গ্রহণ করা হলে এর অর্থ হবে প্রতিপালনকারী। এছাড়া رب-এর আরেকটি অর্থ হল–

ورب كل شيئ مالكه ومستحقه اوصاحبه

অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর রব এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বস্তুটির মালিক, বস্তুটির হকদার অথবা বস্তুটির অধিকারী।[৫৬৬] رب শব্দের সংজ্ঞায় ইবন মানজুর বলেন,

الرب هو الله عز وجل هو رب كل شيئٍ اى مالكه وله والربوبية على جميع الخلق لا شريك له وهو رب الارباب مالك الملوك والاملاك ولا يقال الرب فى غير الله الا بالاضافة.

رب তিনি কেবল মহান আল-াহ। তিনি প্রতিটি বস্তুর রব। অর্থাৎ মালিক। সকল সৃষ্টির উপর তাঁর প্রভূত্ব ও অভিভাবকত্ব রয়েছে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি সকল রবেরও রব এবং সকল সাম্রাজ্য ও সম্রাটের মালিক। আল-াহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে এককভাবে 'রব' শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, তবে সম্বন্ধবাচক পদ হিসাবে করা যাবে।[৫৬৭]

ইবন জারীর আত-তাবারী বলেন, رب (প্রভু) হচ্ছেন এমন মহান পরিচালক, যিনি অতুলনীয় এবং যার কোন উপমা নেই। তিনি এমন মহান সংশোধনকারী, যিনি তার সৃষ্টিজগতের প্রতি নি'আমাত পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে তাদের সংশোধন করেছেন। আর তিনি এমন পরাক্রমশালী মালিক যে, সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই এবং সকল আদেশই তাঁরই।[৫৬৮] একারণেই আল-াহ বলেছেন,

---

৫৬৬ হুসাইন ইবন মুহাম্মদ রাগিব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (মিসর: আল-মাতবাআতুত তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ১৯০; আল-ফির"যাবাদী, আল-কামূসুল মুহিত (বৈরূত: মুআস্সাতুর রিসালাহ, ১৯৮৬খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৯৪।

৫৬৭ ইবন মানজুর, *লিসানুল আরাব* (বৈরূত: মুআস্সাতুত-তারীখিল আরাবী, ১৪১৩হি./১৯৯৩খ্রি.), খ". ৫, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৯৪।

৫৬৮ মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, তাফসীর"ত-তাবারী (বৈরূত: দার"ল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২০হি./১৯৯৯খ্রি.), ১ম খ", ২য় সংস্করণ,পৃ. ৮৯।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সকল প্রশংসা তার, যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক।[৫৬৯] এ অর্থেই আল-াহ প্রতিপালক, অন্য কেউ প্রতিপালক নয়।

(৪) এরপর আল-াহ বলেন, ﴿١﴾ وَ الطُّوْرِ ۙ﴿٢﴾ وَ كِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۙ শপথ তূর পর্বতের এবং শপথ লিখিত কিতাবের।[৫৭০] উলে-খিত দুটি আয়াতের প্রথমটিতে তূর পর্বত এবং দ্বিতীয়টিতে ভাগ্যলিপির শপথ করা হয়েছে। ইবন মানজুর বলেন, الطور হলো– বিখ্যাত পর্বতের নাম।[৫৭১] রাগিব আল-ইস্পাহানী বলেন,

الطور اسم جبل مخصوص وقيل اسم كلل جبلٍ وقيل هو جبل محيط بالارض.

তূর হলো নির্দিষ্ট একটি পাহাড়ের নাম, অথবা প্রত্যেক পাহাড়কে তূর বলা হয়, অথবা এটি এমন একটি পাহাড়, যা পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে।[৫৭২] তূর সায়না হলো বর্তমান মিসরের সায়না নামক এলাকার উলে-খযোগ্য পাহাড়। যেমন কুরআনে এসেছে–

وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢٠﴾

এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় তৈল এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন।[৫৭৩]

وَ كِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ এই আয়াতের مَّسْطُوْرٍ শব্দটি سطر ধাতু থেকে নির্গত। আরবীতে سطر বলা হয় বইয়ের সারি, গাছের সারি ইত্যাদিকে। আবার سطر শব্দটি লেখার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, سطر من كتب অর্থাৎ বইয়ের কিছু লাইন। যেমন– পবিত্র কুরআনে এসেছে,

نٓ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ اى تكتب الملائكة

নূন ও কলমের শপথ এবং ওরা (ফিরিশতারা) যা লিখে তার শপথ।[৫৭৪] আল-ামা আলূসী বলেন, উলে-খিত আয়াতে আল-াহ তা'আলা وَ كِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ দ্বারা পরিচালনার জন্য লিখত কিতাবকে বুঝিয়েছেন। কেননা, مَّسْطُوْرٍ বলা হয়, লিখিত বর্ণসমূহকে বিন্যাস্ত করাকে। ইমাম বাগাবী বলেন,

---

৫৬৯ আল-কুরআন, *সূরা ফাতিহা*, আয়াত: ১।
৫৭০ আল-কুরআন, *সূরা আত-তূর*, আয়াত: ১-২।
৫৭১ *লিসানুল আরাব*, খ. ৮, পৃ. ২১৭।
৫৭২ আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ৩১২।
৫৭৩ আল-কুরআন, *সূরা মু'মিনূন*, আয়াত: ২০।
৫৭৪ আল-কুরআন, *সূরা ক্বালাম*, আয়াত: ১; *লিসানুল আরাব*, খ. ৪, পৃ. ৩৯৩।

এ দ্বারা সেই কিতাব উদ্দেশ্য, যাতে মানুষের কৃতকর্ম লেখা হয় এবং তা কিয়ামতের দিবসে মানুষের ডান হাতে বা বামহাতে দেয়া হবে।[৫৭৫] যেমন– কুরআনে এসেছে,

وَ نُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾

এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব যা সে উন্মুক্ত পাবে।[৫৭৬]

(৫) এরপর আল-াহ বলেন, وَ النَّجْمِ اِذَا هَوٰى নক্ষত্রের শপথ, যখন তা অস্তমিত হয়।[৫৭৭] نجم শব্দটি একবচন, বহুবচনে نجوم, انجم অর্থ– নক্ষত্র, তারকা। نجم. ينجم، نجما، نجومًا অর্থ– প্রকাশ হওয়া, উদিত হওয়া। যেমন– نجمت الكواكب তারকারাজি উদিত হয়েছে। نجم له رأى তার মত প্রকাশ হয়েছে। نجم النبات তৃণলতা উৎপন্ন হয়েছে। نجم فيهم شاعرًا তাদের মাঝে একজন কবি আত্মপ্রকাশ করেছে। অর্থাৎ স্থান-কাল পাত্রভেদে نجم শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। জ্যোতির্বিদকে المنجم বলা হয়। যে নক্ষত্র নিয়ে গবেষণা করে এবং তার গতিবিধি ও সময় নির্ধারণ করে, নক্ষত্র দেখে জগতের অবস্থা অনুমান করে।[৫৭৮] যারা আকাশে বিমান চালায় এবং যারা নৌপথে লঞ্চ-স্টিমার দিয়ে মাছ ধরে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়ার জন্য বিস্তীর্ণ সাগর পাড়ি দেয়, তখন রাতের অন্ধকারে তাদের জন্য পথ চেনা কঠিন হয়ে যায়। তখন তারা নক্ষত্রের সাহায্যে দিক নির্ণয় করে। তারকারাজি দেখে তারা নিজেদের গন্তব্য সম্পর্কে সহজে ধারণা অর্জন করে এবং বিনা ভোগান্তিতে লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পৌঁছে যায়। যেমন– আল-াহ বলেন,

وَ اَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَ اَنْهٰرًا وَّ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥﴾ وَ عَلٰمٰتٍ ؕ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾

অর্থাৎ এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরি করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও এবং তিনি পথ নির্ণায়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন এবং তারকা দ্বারাও মানুষ পথের নির্দেশ পায়।[৫৭৯]

(৬) আল-াহ তা'আলা বলেন,

---

৫৭৫ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০১৫খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৫৮।

৫৭৬ আল-কুরআন, *সূরা বানী ইসরাঈল*, আয়াত: ১৩।

৫৭৭ আল-কুরআন, *সূরা নাজম*, আয়াত: ১।

৫৭৮ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০১৫খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৫৭।

৫৭৯ আল-কুরআন, *সূরা নাহল*, আয়াত: ১৫-১৬।

نٓ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ

নূন। শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে।[৫৮০] অত্র আয়াতে প্রথমেই القلم-এর শপথ করা হয়েছে। القلم শব্দটি একবচন, বহুবচনে الاقلام। এর অর্থ ফলাহীন তীর, যা লটারির সময় সম্প্রদায়ের মাঝে প্রয়োগ করা হয়।[৫৮১] যেমন– কুরআনের অন্যত্র এসেছে,

وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

যখন মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর জন্য তারা তাদের কলম (ফলাহীন তীর) নিক্ষেপ করেছিলো তখন আপনি তাদের নিকট ছিলেন না।[৫৮২] কলম শব্দটি

قلمت اظفارى او قلمت الشيئ

(আমি আমার নখ কেটেছি অথবা আমি বস্তুটি চেঁছেছি) কথা থেকে উদ্ভূত। যেহেতু কলমকে বারবার চাঁছা হয় এজন্য কলমকে কলম বলা হয়।[৫৮৩] অতএব এর অর্থ হলো লেখনী।

অত্র আয়াতের কলমের ব্যাখ্যায় আল-ামা বাগাবী বলেন, এই কলম নূরের তৈরি। এর দৈর্ঘ্য আসমান-যমীনের দূরত্বের সমান। এও বলা হয়েছে যে, কলম দ্বারা সকল কলমকে বুঝানেবা হয়েছে। কলমের উপকারিতা বহুবিধ, তাই সেটির শপথ করা হয়েছে।[৫৮৪] ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اول ما خلق الله القلم، قال اكتب قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى بما يكون من ذلك اليوم الى قيامة الساعة.

সর্বপ্রথম আল-াহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করেন, এবং ওকে বলেন, লিখো। কলম বললো, কী লিখবো? উত্তরে আল-াহ তা'আলা বলেন, তাকদীর লিখে নাও। সুতরাং ঐ দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবার আছে সব কিছুই লেখা হয়েছে।[৫৮৫]

---

৫৮০ আল-কুরআন, *সূরা ক্বলম*, আয়াত: ১।
৫৮১ *লিসানুল আরাব*, খ. ১১, পৃ. ২৯০-২৯১।
৫৮২ আল-কুরআন, *সূরা আলে-ইমরান*, আয়াত: ৪৪।
৫৮৩ আল-মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ. ৭৫৭।
৫৮৪ আত-তাফসীরুল মাজহারী, খ. ১২, পৃ. ৩৫২।
৫৮৫ আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪১৬হি.), খ. ১৬, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৯৭।

(৭) এরপর আল-াহ বলেন, كَلَّا وَ الْقَمَرِ কখনই নয়। চন্দ্রের শপথ।[৫৮৬] অত্র আয়াতে القمر বা চন্দ্রের শপথ করা হয়েছে। قمر শব্দটির শব্দমূল ق،م،ر, একবচন, বহুবচনে الاقمار। এর অর্থ– চাঁদ, উপগ্রহ। কৃত্রিম উপগ্রহকে قمر الصناعى বলা হয়। قمر হলো– আকাশের চাঁদ, তৃতীয় বা চতুর্থ তারিখের পর হতে মাসের শেষ পর্যন্ত রাতের চাঁদকে সাধারণত বুঝানো হয়।[৫৮৭] নতুন চাঁদকে هلال আর পূর্ণিমার চাঁদকে بدر বলা হয়। যেমন আল-াহ বলেন,

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا

তিনিই আল-াহ যিনি সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময় এবং চাঁদকে স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় করে সৃষ্টি করেছেন।[৫৮৮]

কুরআনুল কারীমে قمر শব্দটি ২৭বার এসেছে। চাঁদ হল এমন একটি ছোট উপগ্রহ, যা তার চেয়ে বড় একটি গ্রহের অধীনে তার চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে। চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। এমন বহু উপগ্রহ আছে যা বিভিন্ন নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে নিজ নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে। এছাড়া অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ (মানব তৈরি) পৃথিবীর আকাশে প্রদক্ষিণ করছে যেগুলো মহাশূন্যের বিভিন্ন তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ, রেডিও, টেলিভিশনের শব্দ, ছবি প্রেরণের মত গুর"ত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয়।[৫৮৯]

আল-াহ বলেন,

وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾

আর চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্দিস্ট করে দিয়েছি। অবশেষে (দৃশ্যমানতায়) তা শুষ্ক, বক্র, পুরাতন খেজুর ডালের মতো হয়ে যায়।[৫৯০] সূর্যের ন্যায় চন্দ্র এক জায়গায় থাকে না, তার জন্য ২৮টি মনযিল নির্ধারিত আছে। মাসের শুর" থেকেই চাঁদের আলো বৃদ্ধি পায় এবং চৌদ্দ তারিখ চাঁদের আলো পূর্ণ হয়ে যায়। একে পূর্ণিমা বলা হয়। এরপর ঐ আলো কমতে থাকে এবং মাসের শেষে অত্যন্ত সর" হয়ে শুষ্ক, বক্র, খেজুর ডালের মতো হয়ে যায়। এমনকি দু'রাত একেবারে লুকিয়ে

৫৮৬ আল-কুরআন, *সূরা মুদ্দাস্সির*, আয়াত: ৩২।
৫৮৭ সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮খ্রি.), খ". ২, সংস্করণ-২, পৃ. ২২১।
৫৮৮ আল-কুরআন, *সূরা ইউনুস*, আয়াত: ৫।
৫৮৯ সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮খ্রি.), খ". ২, সংস্করণ-২, পৃ. ১৬৩।
৫৯০ আল-কুরআন, *সূরা ইয়াসীন*, আয়াত: ৩৯।

থাকে। একে অমাবস্যা বলা হয়। এরপর এক তারিখ থেকে এর পুনরায় আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং ধারাবাহিকভাবে তার আলো বৃদ্ধি পায়।[৫৯১]

(৮) এরপর আল-াহ বলেন,

وَ الَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ

শপথ রাত্রির, যখন তার অবসান হয়।[৫৯২] অত্র আয়াতে রাতের শপথ করা হয়েছে। لام শব্দটি الليل বর্ণে যবর এবং ياء বর্ণে সুকূন দিয়ে পড়া হয়। এটি اسم جامد (ইসমে জামেদ) একবচন, বহুচনে ليالى, এছাড়াও ليلات ও ليائل শব্দ দু'টি ليل শব্দের বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কারো কারো মতে, ليلة শব্দটি ليلاة ছিল। কেননা, এর تصغير হলো لييلة। আল-ফিরোযাবাদী বলেন,

الليل من مغرب الشمس الى طلوع او فجر الصادق او الشمس

সূর্যাস্ত থেকে প্রকৃত ভোর তথা সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে الليل বা রাত বলা হয়।[৫৯৩] ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন,

الليل والنهار كل واحد منهما حادث بعد ان لم يكن وزائل بعد ان كان

দিন ও রাত, এর প্রত্যেকটি এমন সৃষ্টি, যা একটু পূর্বে ছিল না, এখন আছে; আবার এখন আছে একটু পরে থাকবে না।[৫৯৪]

মাহমুদ উমর আয-যামাখশারী বলেন,

واختلاف الليل والنهار واعتقابهما لان كل واحد منهما يعقب الاخر

রাত্রি ও দিনের পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– উভয়ের পালাক্রমে চলা। কেননা তারা প্রত্যেকে একে অপরের পিছু পিছু চলে।[৫৯৫]

---

৫৯১ সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮খ্রি.), খ. ২, সংস্করণ-২, পৃ. ১৬৫।

৫৯২ আল-কুরআন, *সূরা মুদ্দাস্সির*, আয়াত: ৩৩।

৫৯৩ *লিসানুল আরাব*, খ. ১২, পৃ. ৩৭৮; লুইস মালুফ আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ (বৈরূত: দারুল মাশরিক, ১৯৮৯খ্রি.), খ. ১ম, পৃ. ৭৪২।

৫৯৪ আব্দুর রহমান ইবন আলী ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪২২হি/২০০১খ্রি.), খ. ১ম, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১২৮-২৯।

৫৯৫ মাহমুদ ইবন উমর আর-রাযী যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ (মিসর: মাকতাবাতুল মিসর, তা.বি), ১ম খ, পৃ. ১৯৩।

(৯) আল-াহ বলেন, لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ– আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের।[৫৯৬] অত্র আয়াতে قيامة-এর শপথ করা হয়েছে। القيامة শব্দটি ক্রিয়ামূল, অর্থ– দ াঁয়মান হওয়া। يوم القيامة শেষ বিচারের দিবষ। আল-াহ তা'আলার সামনে কৃতকর্মের হিসাব প্রদান ও ফলপ্রাপ্তির জন্য يوم القيامة শব্দযোগে সকলের দ াঁয়মান হওয়ার দিনকে বলা হয়। قيام শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ قيامة। আল-কুরআনে القيامة শব্দটি يوم-এর স্থলে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার কর্মের গুর ত্ব প্রকাশক।[৫৯৭] আল-াহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বাতিলপন্থী ও হকপন্থী উভয়ের মাঝে বিচার ফায়সালা করবেন। বাতিলদেরকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী হিসাবে জাহান্নামে আর হকপন্থীদের সত্যবাদী হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যেমন আল-াহ বলেন,

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

সুতরাং যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে কিয়ামতের দিন আল-াহ এর মীমাংসা করবেন।[৫৯৮] القيامة শব্দটি আল-কুরআনে ৭০ বার এসেছে।

(১০) এরপর আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ الْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا শপথ কল্যাণরূপে প্রেরিত বায়ুর।[৫৯৯] المرسلات শব্দটি ارسال মাসদার থেকে গঠিত। এর আভিধানিক অর্থ হলো– ত্যাগ করা, ছেড়ে দেওয়া। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয়–

اى تقول كان لى طائر فارسلته اى حليته واطلقته

আমার একটি পাখি ছিল সেটি আমি ছেড়ে দিয়েছি।[৬০০]

লিসানুল আরাব গ্রন্থে এসেছে–

والمرسلات فى التنزيل الرياح وقيل الخيل وقال ثعلب الملائكة

কুরআন মাজীদে এটি বাতাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মতান্তরে ঘোড়া অর্থে। সা'লাবার মতে, এটি ফিরিশতাদের অর্থে ব্যবহার হয়েছে।[৬০১]

---

৫৯৬ আল-কুরআন, *সূরা ক্বিয়ামাহ*, আয়াত: ১।
৫৯৭ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ . ২, পৃ. ২৯২।
৫৯৮ আল-কুরআন, *সূরা বাক্বারা*, আয়াত: ১১৩।
৫৯৯ আল-কুরআন, *সূরা মুরসালাত*, আয়াত: ১।
৬০০ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ . ৪, পৃ. ২৫৪।
৬০১ *লিসানুল আরাব*, খ . ১১, পৃ. ২৮১।

ইমাম কুরতুবী উলে-খ করেছেন,

وعن ابن عباس وابن مسعود: انها الرياح كما قال تعالى: وارسلنا الرياح وقال (وهو الذى يرسل الرياح) معنى عرفا يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس

ইবন আব্বাস এবং ইবন মাসঊদ হতে বর্ণিত, এটা হলো বায়ু। যেমন আল-াহ বলেছেন,

وَ اَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ

আমি বায়ু প্রেরণ করেছি। আরও বলেছেন–

وَ هُوَ الَّذِیۡ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ

অর্থাৎ এমন বাতাস, যা দ্বারা বাহ্যিকভাবে চলে ঘোড়ার কেশরের মত।[৬০২] মুসনাদে হুমাইদিতে এসেছে,

قال رسول الله ﷺ ان الله خلق فى الجنة ريحًا بعد الريح بسبع سنين، وان من دونها بابا مغلقًا وانما يأتيكم الريح من ذلك الباب. ولو فتح لاذرت ما بين السماء والارض من شيئ وهو عند الله الا زيب وهى فيكم الجنوب.

রাসূল + বলেন, নিশ্চয়ই আল-াহ তা‘আলা জান্নাতে এক সুশীতল বাতাসের পর সাত বছরে সৃষ্টি করেন আরেক সুশীতল বাতাস, যার পেছনে রয়েছে বন্ধ দরজা। আর যে দরজা দিয়ে তোমাদের কাছে বাতাস আসে। যখন দরজা খোলা হয় তখন আসমান-যমীনের সর্বত্র তা পৌঁছে যায়। আল-াহর কাছে এর নাম আয্যাব আর তোমাদের নিকট দক্ষিণা বাতাস।[৬০৩]

(১১) আল-াহ বলেন, وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا– শপথ সেই ফিরিশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে।[৬০৪] এখানে النازعات শব্দটি বহুবচন, এক বচনে نازعة। এটি اسم فاعل (কর্তাবাচক), النزع মাসদার থেকে নির্গত। نازعة শব্দের অর্থ প্রবণতা, ঝোঁক, আগ্রহ, উৎপাটনকারী, অপসারক, বিবাদ সৃষ্টিকারিনী। نازعات শব্দটি نزع ধাতু থেকে উদ্ভূত। অর্থ– কোন কিছুকে উৎপাটন করা। اغراق ও غرق-এর অর্থ– কোন কাজ নির্মমভাবে করা। যেমন–

৬০২ তাফসীরে কুরতুবী, ৭ম খ-. পৃ. ১৫৪।
৬০৩ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ-. ৪, পৃ. ২৫৪।
৬০৪ আল-কুরআন, *সূরা নাযিআত*, আয়াত: ১।

বাকরীতিতে বলা হয়– اغرق النازع فى القوس তীর নিক্ষেপকারী ধনুকে পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করেছে। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝায়, কাফিরদের আত্মা টেনে হিঁচড়ে বের করে নেওয়া হয়, তারপর জাহান্নামে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এটা মৃত্যুর সময়ের আলোচনা।[৬০৫]

(১২) আল-াহ তা'আলা বলেন, وَّ النّٰشِرٰتِ نَشْرًا – মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ূর শপথ।[৬০৬]

الناشرات শব্দটি ن.ش.ر মাদ্দাহ (শব্দমূল) থেকে গঠিত اسم فاعل। শব্দটি বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ। একবচনে الناشرة বাবে نصر، ينصر থেকে। আভিধানিক অর্থ– ছড়িয়ে পড়া বায়ু, মৃদু বেগে প্রবাহিত হওয়া বায়ু। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, যে বায়ূপ্রবাহ বৃষ্টির শুভসংবাদ প্রদান করে তাকে الناشرات বলে।[৬০৭]

(১৩) এরপর আল-াহ বলেন,

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾

আমি শপথ করি, যেসব নক্ষত্র পশ্চাতে সরে যায় তার, যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়। অত্র আয়াতের الخنس শব্দটি বহুবচন, একবচনে خانس, এটি বাবে نصر، ينصر থেকে اسم فاعل-এর শব্দ। الخنوس শব্দমূল থেকে নির্গত। অর্থ– পচাঁদপসরণকারী নক্ষত্র।[৬০৮] আর الكنس শব্দটি কতৃকারক বিশেষ্য। এটি বহুবচন, একবচনে كانس (কানিস) শব্দমূল الكَنَسُ অর্থ– আশ্রয় গ্রহণকারী, আত্মগোপনকারী, লুকায়িত তারকা।[৬০৯] যে জঙ্গলে হরিণ থাকে, তাকে كُنَّاسْ বলা হয়। আবার যে জঙ্গলে হরিণ লুকিয়ে থাকে তাকে كِنَاسْ বলে। আলী (রা.)-এর মতে, সমস্ত নক্ষত্র দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে এবং রাতের বেলায় নিজেদের কক্ষপথে চলে।[৬১০]

কাজী সানাউল-াহ পানিপথীর মতে, الكناس-এর আরেক অর্থ হলো– অস্তাচলের সময় কিংবা মাসের শেষ রাতে নক্ষত্রপুঞ্জের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।[৬১১]

(১৪) আল-াহ বলেন,

---

৬০৫ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ্র. ৩, পৃ. ৩৭১।
৬০৬ আল-কুরআন, *সূরা মুরসালাত*, আয়াত: ৩।
৬০৭ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০১৫খ্রি.), খ্র. ৩, পৃ. ৪৯৭-৯৮।
৬০৮ আল-কুরআন, *সূরা তাকওয়ীর*, আয়াত: ১৫-১৬।
৬০৯ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ্র. ২, পৃ. ৪২৬।
৬১০ আল-কুরআন, *সূরা মুজামুল ওয়াসিত*, আয়াত: ৮০০।
৬১১ তাফসীরে মাজহারী, খ্র. ১৩, পৃ. ১০২।

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ

আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার।[৬১২] অত্র আয়াতে الشفق শব্দটি বিশেষ্য, একবচন; বহুবচনে اشفاق। অর্থ– পশ্চিম আকাশে সান্ধ্য-লালিমা। আরবীতে একে الحمرة (আল-হুমরা) বলা হয়। শব্দটি نهار বা দিন এবং البياض বা শুভ্রতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেননা, আকাশে অন্ধকার দেখা দিলে পশ্চিম আকাশের লালিমা চলে যায় এবং শুভ্রতা দেখা দেয়। আর এই শুভ্রতা চলে যাওয়ার পর ইশার নামায আদায় করা হয়।[৬১৩] ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর একমতে, আশ-শাফাক্ব অর্থ– الابياض বা শুভ্রতা। এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে– الشفق, যার অর্থ পশ্চিম আকাশের লালিমা।[৬১৪]

পরিভাষায় الشفق বলা হয়–

الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها فى اول الليل ترى فى المغرب الى صلاة العشاء

আশ-শাফাক্ব হচ্ছে– রাতের প্রথমাংশে (সূর্যাস্তের পরে) সূর্যের ঐ আলো ও লালিমা, যা মাগরিবের নামায থেকে ইশার নামায পর্যন্ত দেখা যায়।[৬১৫]

সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়কালে আকাশের দিগন্তে লালিমা ফুটে উঠে। কারণ সূর্য থেকে আসা দৃশ্যমান আলোতে সাতটি রং থাকে। ঊনিশ শতকে লর্ড র‌্যালে (খড়ৎফ জধুষবরময) আবিষ্কার করেন যে, বায়ুম—লস্থ ধুলিকণা এবং বিভিন্ন গ্যাস ভিন্ন ভিন্নভাবে আলো ছড়ায়। ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ দীর্ঘনীল রং ছড়ায় সর্বাধিক, আর দীর্ঘতম তরঙ্গসমূহ লাল রং ছড়ায় সবচাইতে কম। সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়কালে যখন সূর্যরশ্মিকে দীর্ঘতম বায়ূপথ অতিক্রম করতে হয় তখন ক্ষুদ্রতম তঙ্গসমূহ ছড়ায় সর্বাধিক, যে কারণে আমাদের নিকট যে সকল রশ্মি পৌঁছে যায় সেগুলোতে লাল রং-এর প্রাধান্য থাকে। এ কারণেই সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় কালে আকাশের দিগন্ত লাল দেখায়।[৬১৬]

আল-াহ তা'আলা বলেন,

---

৬১২ আল-কুরআন, *সূরা ইনশিক্বাক্ব*, আয়াত: ১৬।

৬১৩ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০১৫খ্রি.), খ—. ৫, পৃ. ৪৮।

৬১৪ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিমল কুরআন (বৈরূত: ইহইয়া ইত-তুরাসিল আরাবী, তা.বি), খ—. ১৯, পৃ. ১৯৬।

৬১৫ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ—. ৫, পৃ. ৪৮।

৬১৬ Scientific Indication in Holy Quran, (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 3rd Edition, September 2004), P. 570.

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ

শপথ বহু গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের।[৬১৭] السماء অর্থ গগন, আকাশ, আসমান, মেঘ, বৃষ্টি, প্রতিটি বস্তুর ছাদকে বুঝায়। এটি একবচন, বহুবচনে سموات, প্রত্যেক বস্তুর যা উঁচু তাই سماء। বৃষ্টিকেও سماء বলা হয়, কারণ এ থেকে বৃষ্টি পড়ে। শব্দটি পুং ও স্ত্রী লিঙ্গ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। যেমন– পুং السماء منفطر به; আর যদি স্ত্রীলঙ্গ হয় সেটা হল اذا السماء انفطرت। তবে سماء শব্দটির অর্থ যদি বৃষ্টি ধরা হয়, তবে এটি পুংলিঙ্গ হিসাবেই ব্যবহৃত হবে, এক্ষেত্রে এর বহুবচন হবে اسمية। ইবন খালবিয়া বলেন, আভিধানিক অর্থ– প্রত্যেক উঁচু বস্তুকে سماء বলে, এজন্য ঘরের ছাদকে سماء বলা হয়। ইমাম নববী تهذيب الاسماء واللغة গ্রন্থে লিখেছেন سماء শব্দটি سمو থেকে নির্গত। যার অর্থ উচ্চ, যা পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত। কেউ কেউ বলেন, আসমান নিচের সম্পর্কে سماء, আর উপরের সম্পর্কে الارض। শুধু আসমানকে سماء বলে, যার কোন ارض নেই।[৬১৮]

যেমন আল-াহ বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ

আল-াহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং এর অনুরূপ পৃথিবীও।[৬১৯] আর بروج শব্দটি বহুবচন, এক বচনে برج। এর মাদ্দাহ ج ، ر، ب। শাব্দিক অর্থ– প্রাসাদ, দালান, দুর্গ, টাওয়ার।[৬২০]

(১৬) এরপর আল-াহ বলেন, وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর।[৬২১] অত্র আয়াতে الطارق শব্দটি কতৃকারক একবচন, পুংলিঙ্গবাচক শব্দ। طرق. يطرق বাবে نصر. ينصر থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ– পদচারণা করা। الطارق অর্থ পথিক, তবে রাতে আগমনকারী বুঝাতে বিশেষভাবে طارق শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া রাতে উদিত নক্ষত্রের ব্যাপারেও ব্যবহার করা হয়। যেমন– ইবন কুতাইবা বলেন,

الطارق النجم سمى بذلك لانه يطرق اى يطلع ليلا

অর্থাৎ আত-তারিক অর্থ হল নক্ষত্র তারিক নাম করণের কারণ হলো– এটি রাতে উদিত হয়।[৬২২]

---

৬১৭ আল-কুরআন, *সূরা বুরূজ*, আয়াত: ১।

৬১৮ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ. ৫, পৃ. ১৭৬-৭৭।

৬১৯ আল-কুরআন, *সূরা আত-তালাক্ব*, আয়াত: ১২।

৬২০ ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা অভিধান (আল-কামূসুল ওয়াজীয) (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৫৪।

৬২১ আল-কুরআন, *সূরা আত-তারিক্ব*, আয়াত: ১।

৬২২ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ. ৩, পৃ. ২১২।

কারো কারো মতে, الطروف শব্দটি الطراق থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ– দরজায় কড়া নাড়া। রাতের বেলায় আগন্তুককে الطارق বলা হয়। করেন সে দরজায় কড়া নাড়া দিতে বাধ্য হয়। যেমন– হাদীসে এসেছে, اعوذبك من طوارق الليل الا طارقًا بخيرٍ

হে আল-াহ তোমার কাছে আশ্রয় চাই রাতে আগমনকারী বিপদ থেকে। তবে রাতের এমন আগমনকারী থেকে নয়, যা কল্যাণ নিয়ে আসে।[৬২৩]

(১৭) এরপর আল-াহ তা'আলা বলেন, وَّ الْفَجْرِ শপথ ফজরের, وَ لَيَالٍ عَشْرٍ শপথ দশ রাতের وَّ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ, যা জোড় ও যা বিজোড়।[৬২৪] الفجر শব্দটি প্রভাত বা ঊষা অর্থে কুরআনুল কারীমে পাঁচটি সূরার ছয় জায়গায় এসেছে। শব্দটি মাসদার। আভিধানিক অর্থ– প্রভাতের আলো, ঊষা, প্রত্যুষ, সকাল, ভোর। যেমন বলা হয়– طريق الفجر সুস্পষ্ট রাস্তা। فجر-কে এজন্য ফজর বলা হয় সে সময় প্রভাতের আলো দ্বারা রাতের আঁধার দূর হয়। যেমন কুরআনে এসেছে, اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا– নিশ্চয়ই ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।[৬২৫] পরবর্তী আয়াতে وَ لَيَالٍ عَشْرٍ দশরাতের শপথ করা হয়েছে। সর্বশেষ وَّ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ জোড় ও বিজোড়ের শপথ করা হয়েছে। অত্র আয়াতের الشفع শব্দটি ক্রিয়ামূল (مصدر) বহুবচনে اشفاع ও شفاع অর্থ জোড় সংখ্যা, জোড়, যুগল ইত্যাদি। আর الوتر শব্দটির অর্থ বিজোড় বা অসম। الشفع আর الوتر উভয়েই বিপরীত।[৬২৬] الشفع দ্বারা একটি বিষয়কে আরেকটির মিল আর الوتر দ্বারা একটি বিষয়কে আরেকটির অমিল বুঝায়। হযরত আবূ আইউব (রা.) হতে বর্ণিত,

وعن ابو ايوب قال: سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وَّ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ. فقال: الشفع: يوم عرفة. والوتر ليلة يوم النحر.

রাসূল +-কে وَّ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, الشفع হচ্ছে– আরাফাতের দিন এবং কুরবানীর দিন। আর الوتر হচ্ছে কুরবানীর রাত।[৬২৭]

(১৮) এরপর আল-াহ বলেন, وَالشَّمْسِ وَ ضُحٰهَا শপথ সূর্যের ও তার কিরণের।[৬২৮] الشمس শব্দটি বিশেষ্য, একবচন, বহুবচনে شموس যার অর্থ সূর্য। পৃথিবী ও অন্যান্য সৌরজগতীয় গ্রহগুলো যে

---

৬২৩ ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, খ. ৪, পৃ. ৪৯।
৬২৪ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ. ৩, পৃ. ৫০৬।
৬২৫ আল-কুরআন, *সূরা বনী ইসরাঈল*, আয়াত: ৭৮।
৬২৬ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ. ৫, পৃ. ৪৫।
৬২৭ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ২০, পৃ. ২৯।

নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় সেটাই الشمس বা সূর্য।[৬২৯] পৃথিবীবাসীর আলোর উৎস হলো এই সূর্য। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহকে আলোকিত করতেই তাকে নিয়োজিত করা হয়েছে। যেমন– আল-াহ বলেন,

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا

তিনি সূর্যকে আলোকজ্জ্বল করেছেন আর চাঁদকে করেছেন স্নিগ্ধ আলোকময়।[৬৩০] الشمس শব্দটি পবিত্র কুরআনে ৩২ বার এবং আলিফ-লাম বিহীন شمس আকারে একবার মোট ৩৩বার এসেছে। ৩২ জায়গায় শব্দটি দ্বারা নির্দিষ্ট নক্ষত্রকে বুঝিয়েছেন এবং এক স্থানে তা দ্বারা উষ্ণতা বা তাপ বুঝিয়েছেন। পৃথিবীর নিকটবর্তী ছায়াপথে একটি চোখ জলসে দেয়া ক্ষমতার অধিকারী মহাউজ্জ্বল নক্ষত্র হচ্ছে সূর্য। ১১টি গ্রহ (চষধহবঃং), উপগ্রহ (ঝধঃবষষরঃবং), হাজার হাজার ধুমকেতু (ঈড়সবঃং), লক্ষ লক্ষ গ্রহানু (অংবৎড়রফং), উল্কা (গবঃবড়ৎ), নিহারিকা (ঘবনঁষধ) প্রভৃতি জ্যোতিস্ক নিয়ে কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্য এবং সৌরজগতের পরিবারের সকল সদস্য এর তার পাশে ঘুরছে।[৬৩১]

১১টি গ্রহের সমন্বয়ে গঠিত এ সৌরজগতের কথা আল-কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে। সূরা ইউসুফে বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের বিবরণীতে,

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَعَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سٰجِدِيْنَ ﴿৪﴾

যখন ইউসুফ তার পিতাকে বললেন, হে পিতা! আমি স্বপ্নে ১১টি গ্রহ, সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরও দেখেছি সেগুলোকে আমাকে সিজদা করতে।[৬৩২]

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১৪,৮৮,১৪,৪০০ কি.মি.। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।[৬৩৩] আলোর বেগ শূন্য মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে ২,৯৯,৭৯২,৪৫৮ মিটার। আলোর বেগকে ঈ দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঙউ=গপ্ই।

(১৯) আল-াহ তা'আলা বলেন,

---

৬২৮ আল-কুরআন, *সূরা আশ-শামস*, আয়াত: ১।
৬২৯ আল-মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ. ৪৯৪।
৬৩০ আল-কুরআন, *সূরা ইউনুস*, আয়াত: ৫।
৬৩১ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ. ৫, পৃ. ৬৫।
৬৩২ আল-কুরআন, *সূরা ইউসুফ*, আয়াত: ৪।
৬৩৩ Scientific Indication in Holy Quran, (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 3rd Edition, September 2004), P. 82.

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ

শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের।[৬৩৪] অত্র আয়াতে الحبك শব্দের অর্থ বহুপথ। ইমাম কুরতুবী বলেন, الحبك শব্দটি حباك শব্দটির বহুবচন এবং الحبكة শব্দটির বহুবচন হলো– الحبائك (আল-হাবায়েক)। ইকরামার মতে, যদি الحبك বলা হয় তবে এর একবচন হবে الحبكة, যেমন– البركات থেকে البرك।[৬৩৫] ইমাম বাগাবীর মতে, বালুতে প্রশান্তির বাতাস প্রবাহিত হলে সব বালুকণা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়াকে حبك বলা হয়। ইবনুল আরাবী বলেন, الحبك অর্থ– রাস্তা। মহান আল-াহ الحبك বলতে আসমানকে বুঝিয়েছেন। কেননা আসমানে তারকারাজির বিভিন্ন কক্ষপথ বা রাস্তা রয়েছে।[৬৩৬] অনেক বিজ্ঞানী ধারণা করেন যে, এটি বহু নক্ষত্র ও ছায়াপথ সজ্জিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুপথ সৃষ্টি করেন। আবার অনেকে মনে করেন যে, এটি বোধগম্য দৃশ্যমান বহুপথ বিশিষ্ট।[৬৩৭] মহাকাশের সবকিছুই নিজস্ব কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান। সূর্য মিল্কি ওয়ে (গরষশু ধ্বি) ছায়াপথের গ্রহসমূহ ২৫০ কি.মি./সেকেন্ড গতিতে ঘুরছে। এছাড়া অন্যান্য ছায়াপথগুলোও ২০০০কি.মি./ সেকেন্ড থেকে ৫০,০০০ কি.মি./ সেকেন্ড-এর মতো প্রচ- গতিতে ঘূর্ণায়মান রয়েছে। মহাজাগতিক বস্তুসমূহ তথা কোয়াসারগুলো (ছঁধংধৎ) আরো অধিক বেগে ধাবমান, এদের কতকগুলোর গতি আলোর গতির ৯০% পর্যন্ত।[৬৩৮] আল-ামা মাহমুদ আলূসী বলেন,

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ– দ্বারা মনকে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা আল-াহর নিকট মনের বহুপথ রয়েছে।[৬৩৯]

(২০) এরপর আল-াহ বলেন,

وَ النَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا– শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয়।[৬৪০] অত্র আয়াতে النهار শব্দটি ডবিশেষ্য, অর্থ– দিবসের আলো। অর্থাৎ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত ও আলোকময় সময়কে نهار বলা হয়। শরী'আতের পরিভাষায় সুবহি সাদিক অর্থাৎ ফজরের উদয় থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়কে

৬৩৪ আল-কুরআন, *সূরা আয-যারিয়াত*, আয়াত: ৭।
৬৩৫ আল-কুরতুবী, তাফসীর আল-কুরতুবী, খ-. ১৭, পৃ. ২৭-২৮।
৬৩৬ *লিসানুল আরাব*, খ-. ১০, পৃ. ৪০৭।
৬৩৭ আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ১১৪।
৬৩৮ গবেষণা বোর্ড কর্তৃক রচিত আল-কুরআনে বিজ্ঞান, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৬।
৬৩৯ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ-. ৫ম, পৃ. ৩৭৬।
৬৪০ আল-কুরআন, *সূরা আশ-শামস*, আয়াত: ৩।

نهار বলা হয়। نهار-এর আরো ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। যেমন– ছোট পদক্ষেপে চলা, মোরগ সদৃশ জলচর প্রাণীর বাচ্চা। এই পাখিটি সাধারণত মোরগ থেকে আরো বড় হয়।

نهار-এর মূল শব্দ, ن، ه، ر।[৬৪১]

نهر-এর আরেক অর্থ হলে– ভৎর্সনা করা, তিরস্কার করা। যেমন আল-াহ বলেন,

وَ اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ –অর্থাৎ ভিক্ষুককে ভর্ৎসনা করো না।[৬৪২] আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় نهار শব্দটি দিন অর্থে ৫৭বার এসেছে।

(২১) এরপর আল-াহ বলেন,

وَ كِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ. فِیْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ –অর্থাৎ আর শপথ লিখিত কিতাবের, যা লিপিবদ্ধ আছে উন্মুক্ত পত্রে।[৬৪৩] উক্ত আয়াতে رق বা উন্মুক্তপত্র শব্দটি একবচন। অর্থ– কোমল, মসৃণ, নরম, পাতলা চামড়া বিশেষ, যাতে লেখা যায়। সাদা কাগজের তখতি বিশেষ বা ফলক, কুমির সদৃশ জলজ প্রাণী বিশেষ, বড় কচ্ছপ বা বানর। এর বহুবচন رقوق।[৬৪৪]

রাগিব আল-ইস্পাহানী বলেন,

ما يكتب فيه شبه الكاغذ –কাগজের ন্যায় এমন কিছু যার উপর লেখা হয় তাকে رق বলা হয়।[৬৪৫] তবে رق শব্দের আসল অর্থ: লেখার জন্য কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। এ কারণেই رق-এর অনুবাদ করা হয় 'পত্র'। কোন কোন তাফসীরবিদের মতে, رق বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।[৬৪৬] যেমন– সাইয়্যিদ মাহমুদ আলূসী বলেন,

للاشارة الى صحة الكتاب وسلامته من الخطأ حيث جعل معروضًا لنظر كل ناظر

৬৪১ *লিসানুল আরাব*, খ. ১৪, পৃ. ৩৬৭।
৬৪২ আল-কুরআন, *সূরা আদ-দুহা*, আয়াত: ১০।
৬৪৩ আল-কুরআন, *সূরা আত-তূর*, আয়াত: ২-৩।
৬৪৪ সম্পাদনা পরিষদ, আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬খ্রি.), ১ম খ, পৃ. ১০৪৬।
৬৪৫ আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ২০০।
৬৪৬ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৫হি.), খ. ৮, সংস্করণ ৬, পৃ. ১৭০-৭১।

এ শপথের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিতাব (কুরআন) বিশুদ্ধতার ও ভুল থেকে মুক্তির, যাতে প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারীর নিকট পেশ করা যায়।[৬৪৭]

(২২) আল-াহ বলেন, وَ الضُّحٰى পূর্বাহ্নের শপথ।[৬৪৮] الضُّحٰى শব্দটি ضُحَّ থেকে গঠিত এবং তা হল সূর্যের জ্যোতি।

ضُحَّ-এর দুটি حاء-এর মধ্যে দ্বিতীয় حاء-কে الف দ্বারা পরিবর্তন করে ضحا গঠন করা হয়েছে। আবুল হাইসাম (রহ.) বলেন,

ضُحُّ الضُّحُّ نقيض الظل وهو نور ضُحُّ على وجهِ الارض

অর্থাৎ شمس-এর বিপরীত শব্দ ظل অর্থ যমীনের উপর পতিত সূর্যের জ্যোতি।[৬৪৯] সূর্য উদয়ের পরবর্তী সময়কে ضحوة النهار বলা হয় এবং এর পরবর্তী সময়কে الضحى বলা হয়। সূর্য যখন উজ্জ্বল হয় সে সময়টিই দুহা। ضحى শব্দটি (مدة) মাদ্দাহ বিহীন হলে পুংলিঙ্গ বলে অভিহিত করা হরে তা হবে ضُحْوَةٌ-এর বহুবচন। সূর্য অনেক উর্ধ্বে উঠলে সে সময়কে الضَّحَاءُ এবং তখন এটিকে টেনে পড়তে হবে (ممدود) এবং তখন শব্দটি হবে পুংলিঙ্গ। আবার সকালের নাস্তাকেও الضُّحَاءُ বলা হয়।[৬৫০] ইমাম কাতাদা বলেন, الضحى বলা হয় صدر النهار বা দিবসের বক্ষাংশ বা মধ্যাংশকে। বাগাবীর মতে, الضحى বলতে বুঝায়– النهار كله বা দিনের পরিপূর্ণ অংশকে।[৬৫১]

আল-াহ বলেন,

وَ التِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ– তীন ও যাইতূন বৃক্ষের শপথ।[৬৫২] আত-তীন (التين) হল ডুমুর বা ডুমুরের গাছ।[৬৫৩] ইবন মানজুর বলেন, সাধারণত এ জাতীয় বৃক্ষ গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জন্মে। হুলুওয়ান ও হামাদানের মাঝখানে অবস্থিত পর্বত শ্রেণিকেও তীন বলা হয়।[৬৫৪] ডুমুরের বিচি নেই, জান্নাতের ফলসমূহ হবে এ রকম বীজ বিহীন। এ দিক দিয়ে তীন হল জান্নাতী ফল সদৃশ্য।[৬৫৫] التين শব্দটি কুরআনে একবারই এসেছে। আর الزيتون একটি বিখ্যাত গাছের নাম, যাইতূন, জলপাই। কুরআনে

৬৪৭ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ. ৪, পৃ. ৫২৬।
৬৪৮ আল-কুরআন, *সূরা আদ-দুহা*, আয়াত: ১।
৬৪৯ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ. ৩, পৃ. ৩২৫।
৬৫০ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ. ৩, পৃ. ৩২৪।
৬৫১ *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, খ. ১২, পৃ. ৫৯৯।
৬৫২ আল-কুরআন, *সূরা আত-তীন*, আয়াত: ১।
৬৫৩ আরবী-বাংলা অভিধান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ২, পৃ. ৩০৫।
৬৫৪ *লিসানুল আরাব*, খ. ১৩, পৃ. ৭৫।
৬৫৫ তাফসীরে মাজহারী, খ. ১৩, পৃ. ২৭৮।

এ গাছের শপথ করার মাধ্যমে এর মর্যাদা প্রমাণিত হয়। কুরআনে পাঁচ জায়গায় যাইতূন শব্দের উলে-খ রয়েছে। যেমন আল-াহ বলেন,

وَ هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡشَاَ جَنّٰتٍ مَّعۡرُوۡشٰتٍ وَّ غَیۡرَ مَعۡرُوۡشٰتٍ وَّ النَّخۡلَ وَ الزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا اُکُلُهٗ وَ الزَّیۡتُوۡنَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّ غَیۡرَ مُتَشَابِهٍ ؕ کُلُوۡا مِنۡ ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثۡمَرَ وَ اٰتُوۡا حَقَّهٗ یَوۡمَ حَصَادِهٖ ۫ۖ وَ لَا تُسۡرِفُوۡا ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الۡمُسۡرِفِیۡنَ ﴿۱۴۱﴾

আর তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন বাগানসমূহ যেগুলো মাচা বিশিষ্ট এবং মাচাবিশিষ্ট নয়, খেজুর বৃক্ষ, শস্যক্ষেত যা থেকে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হয়, যাইতূন ও আনার যা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণও হয় আবার বিসাদৃশ্যও হয়। এগুলি ভক্ষণ কর, যখন ফল ধরে, আর তা কর্তনের সময় এর হক আদায় কর এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই আল-াহ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।[৬৫৬] যাইতূন একটি বৃক্ষ। যার ফল-ঢাল মানুষের জন্য বিশেষ উপকারী। এর তৈল অর্শ রোগের মহৌষধ। এসব কারণে আরবদের মনে যাইতূন বৃক্ষের একটি বিশেষ অবস্থান ছিল। তাই তাদেরকে বুঝানোর জন্য আল-াহ তা'আলা যাইতূন বৃক্ষের নামে কসম করেছেন, যাইতূনের গুণাগুণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল-াহ তার অসীম অপার কর ণার কথা মনে করে দিয়েছেন।[৬৫৭]

(২৪) এরপর আল-াহ বলেন,

وَ الۡعٰدِیٰتِ ضَبۡحًا ۙ﴿۱﴾ فَالۡمُوۡرِیٰتِ قَدۡحًا ۙ﴿۲﴾ فَالۡمُغِیۡرٰتِ صُبۡحًا ۙ﴿۳﴾ فَاَثَرۡنَ بِهٖ نَقۡعًا ۙ﴿۴﴾ فَوَسَطۡنَ بِهٖ جَمۡعًا ۙ﴿۵﴾

শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির, যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে, যারা অভিযান করে প্রভাতকালে এবং সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে; অতঃপর শত্র দলের অভ্যন্ড়রে ঢুকে পড়ে।[৬৫৮] অত্র শপথমূলক আয়াতে العاديات শব্দটি عدو থেকে উদ্ভূত। (রা.)টি বহুবচন, একবচনে عادية। এর অর্থ হল– অত্যাচার, অন্যায়, ধাবমান, অশ্ব, বাধা, দুর্ব্যবহার, বিপদ ইত্যাদি।[৬৫৯] ধাবমান অশ্বরাজির কিছু বিবরণ আল-আদিয়াত সূরায় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। عاديات-এর অর্থ ধাবমান অশ্বরাজি, ضبحًا বলা হয়, ঘোড়া দৌড় দেয়ার সময় তার বক্ষ থেকে নির্গত আওয়াজকে। موريات শব্দটি ايراء থেকে নেয়া হয়েছে, অর্থ– অগ্নি নির্গত করা। যেমন চকচকে পাথর ঘঁষে অগ্নি বের করা

৬৫৬ আল-কুরআন, *সূরা আনআম*, আয়াত: ১৪১।
৬৫৭ আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, খ . ৪, পৃ. ৫৫৪।
৬৫৮ আল-কুরআন, *সূরা আল-আদিয়াত*, আয়াত: ১-৫।
৬৫৯ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৭খ্রি.), পৃ. ৫৫২।

হয়। قدح অর্থ ক্ষুরাঘাত করা। লৌহ জুতা পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া যখন প্রস্ড়রময় ভূমিতে ক্ষুরাঘাত করতে করতে দৌড় দেয়, তখন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। مغيرات শব্দটি اغارة ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হামলা করা, হানা দেয়া। ضبحًا শব্দটি আরবদের প্রথা অনুযায়ী প্রভাতকালের হানাকে বুঝায়। اثرن শব্দটি اثر ক্রিয়ামূল থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ ধূলি উড়ানো। نقع অর্থ ধুলি। অর্থাৎ ঘোড়াগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে এত দ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا অর্থাৎ এসব ঘোড়া শত্রুদলের ভেতরে নির্ভয়ে ঢুকে পড়ে। এভাবেই আল-াহ তা'আলা সূরা আল-আদিয়াতে ধাবমান অশ্বের বর্ণনা দিয়েছেন।[৬৬০]

আল-াহ বলেন, العصر অনন্ড়কালের শপথ।[৬৬১] العصر শব্দটি একবচন এবং বিশেষ্য। বহুবচনে – اَعْصاَر। اعصر، عُصُوْر، عُصْرَ-এর অর্থ যুগ, সময়, কাল, অপরাহ্ন, দিনরাত, দিনের শেষভাগ-সূর্যের লালিমা বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ড়।[৬৬২] আল-াহ তা'আলা এখানে সময়ের শপথ করেছেন। সময় কি অসীম বা সার্বভৌম, না অন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভরশীল? সময়ের কি শুরু বা শেষ আছে? সাধারণ মানুষ সময়কে সার্বভৌম ও অসীম বলে মনে করে। আপেক্ষিক তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, অদ্বিতীয় সার্বভৌম সময় বলতে কিছু নেই। কিন্তু বাস্ড়বে তা সঠিক বলা যায় না। এর বিপরীতে প্রত্যেক ব্যক্তির সময় পরিমাপের নিজস্ব পন্থা রয়েছে এবং তা নির্ভর করে তিনি কোথায় এবং কিভাবে চলাচল করেছেন। অন্যদিকে ব্যাপ্তি ও সময় হচ্ছে গতিশীল শক্তির পরিমাণ। যখন একটি বস্তুর চলমান হয় অথবা একটি শক্তি কাজ করে, তখন কেবল আপেক্ষিকভাবে বর্ণনাযোগ্য অনাচ্ছেদ ব্যপ্তিকালের বক্রতাকে প্রভাবান্বিত করে। পালাক্রমে ব্যাপ্তিকালের গঠন কাঠামো যে পথে বস্তু চলাচল করে ও শক্তি কাজ করে তা প্রভাবান্বিত করে বিশ্বকে।[৬৬৩]

৬৬০ তাফসীরে মু'আরিফুল কুরআন, খ. ৮, পৃ. ৮৪৫-৪৬।
৬৬১ আল-কুরআন, *সূরা আল-আসর*, আয়াত: ১।
৬৬২ আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৫৬৮।
৬৬৩ আল-কুরআনে বিজ্ঞান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৫৮৫-৮৬।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনে বর্ণিত শপথমূলক আয়াতের বালাগাত বা ভাষালংকার

علم البلاغة-এর সম্পর্ক মূলক কালাম-এর ভাব ও মর্মের সুন্দর-সঠিক প্রকাশের সঙ্গে, সে কথার যথার্থতা প্রমাণের জন্য علم البلاغة-এর তিনটি শাখা– علم المعانى، علم البيان ও علن المبديع-এর প্রায় সকল সূত্রের সহজ-সরল ভাষায় সংজ্ঞা উপস্থাপন করে এবং সেগুলোর অধীনে আল-কুরআন থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়াত পেশ করে আয়াতগুলোর অলংকার পূর্ণ বিশে-ষণ করা হয়েছে। বস্তুত যে বিজ্ঞান অনুসরণ করলে মনের ভাব ও মর্ম শুদ্ধ, সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রকাশ করা যায় তাকে علم البلاغة বলা হয়।[৬৬৪] পূর্বে পরিচ্ছেদে আমরা কুরআনের শপথমূলক আয়াতের শাব্দিক, পারিভাষিক ও ভাব বিশে-ষণ করেছি। অত্র পরিচ্ছেদে শপথমূলক আয়াতের علم البلاغة বা ভাষালংকার বিষয়ে আলোচনা করব। এক্ষেত্রে مقابلة، الاستعارة، الاعتراض، الجناس، ايجاز এবং السجع বিষয়ে আলোচনা করার সাথে সাথে علم البلاغة গুর‍ুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর আলোচনা উত্থাপিত হবে।

প্রথমত আমরা الايجاز সম্পর্কে আলোচনা করবো:

علم البلاغة বা অলংকার শাস্ত্রের গুর‍ুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– الايجاز বা সংক্ষিপ্ত বাকরীতি। الايجاز শব্দের আভিধানিক অর্থ হল: [৬৬৫]

(اوجز): ايجاز الكلام: قل. و والكلام وفى الكلام: اختصره

(أوجز الكلام) : ঃড় নৎরফমব, ঃুহড়ঢ়ংরুব, ংঁসঢ়, ধনংঃৎধপঃ, ফরমবংঃ, নৎরবভ, পড়হফবহংব, ড়ঁঃষরহব, ংঁসসধৎরুব.

(أوجز. ايجاز) : সংক্ষিপ্ত করা, সংযোজন করা, সংক্ষেপে বর্ণনা করা।[৬৬৬]

অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায়: ايجاز-এর পরিচয় সম্পর্কে অলংকার শাস্ত্র বিশারদগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কিন্তু সবার বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তুর প্রায় একই।

---

৬৬৪ ড. মোঃ গোলাম মওলা, আল-কুরআনুল কারীম এর আলংকারিক বৈশিষ্ট্য, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় মুদ্রণ, ২০১৮খ্রি.), পৃ. ২৬।

৬৬৫ লুয়িস মালুফ, আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল-আলাম, (বৈরূতঃ দারুল মাশরিক্ব, তা.বি.), ২৭সংস্করণ পৃ. ৮৮৮।

৬৬৬ ড. মোঃ গোলাম মওলা, আল-কুরআনুল কারীম এর আলংকারিক বৈশিষ্ট্য, পৃ. ৯৮।

যেমন:

الايجاز هو اداء المعانى الكثيدة بالالفاظ يسيرة مع الوفاء بالمعنى المراد

অর্থাৎ الايجاز হল সহজবোধ্যতার সাথে অধিক ভাব ও মর্মকে স্বল্প শব্দে প্রকাশ করা। অর্থাৎ ভাব ও মর্ম-এর তুলনায় শব্দ সংখ্যা হবে কম। তবে এতে শ্রোতার বুঝতে অসুবিধা হবে না।[৬৬৭]

ايجاز-এর একটি প্রকার হলো ايجاز الحذف বা অনুক্তিবাচক সংক্ষিপ্ত বাকরীতি। পরিভাষায় ايجاز الحذف বলা হয়–

هو ما يحذف منه كلمة[৬৬৮] او جملة او اكثر[৬৬৯] مع قرينة تعين المحذوف

অর্থাৎ একটি শব্দ কিংবা একটি বাক্য একাধিক বাক্য আলামত বিদ্যমান থাকার শর্তে অনুরক্ত রেখে সংক্ষেপণ করাকে الايجاز الحذف বলে।[৬৭০]

ايجاز الحذف– অনুক্তিবাচক সংক্ষিপ্ত বাকরীতি: এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আয়াতগুলোর উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের তুলনায় শব্দের পরিমাণ কম, তবে তাতে শ্রোতার বুঝতে কোন অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়নি এবং সহজবোধ্যতা ও স্পষ্টতারও কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। আয়াতগুলোতে শব্দ স্বল্পতার উৎস হল حذف (অনুক্তি)। অনুক্তির পরিমাণ কোথাও একটি শব্দ, কোথাও একটি বাক্য, আবার কোথাও একাধিক শব্দ বা বাক্য। আর এ কারণেই অলংকার শাস্ত্রবিদগণ এ ধরনের ايجاز الحذف-কে يجاز বলেছেন। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এ বর্ণনারীতিটি প্রযুক্ত হয়ে আল-াহর কালামের ভাষাশৈলী, অলৌকিকতা ও আলংকারিতা প্রকাশ করেছে।[৬৭১]

উদাহরণস্বরূপ কতিপয় قسم বা শপথমূলক আয়াত তুলে ধরা হল:

(১) قٓ ۟ۚ وَ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۚ . بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ

৬৬৭ সৈয়দ আহমদ হাশেমী, জাওয়াহির‍্ল বালাগাহ, (বৈরূত: দার‍্ল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৭৬-১৭৮।

৬৬৮ আলী আল-জারিম ও মুস্ত্ফা আমীন, আল-বালাগাহ আল-ওয়াদিয়াহ, (দেওবন্দ: আশরাফী বুকক ডিপো, ১৯৯১খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৪২।

৬৬৯ ড. আব্দুল কুদ্দূস আবূ সালেহ ও আহমাদ তাওফীক কুলাইব, কিতাবুল বালাগাহ, (ইলমুল মা'আনী ওয়াল বাদী), (সৌদিআরব: ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০২হি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৮৯।

৬৭০ ড. আব্দুল কুদ্দূস আবূ সালেহ ও আহমাদ তাওফীক কুলাইব, কিতাবুল বালাগাহ, (ইলমুল মা'আনী ওয়াল বাদী), (সৌদিআরব: ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০২হি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৮৯।

৬৭১ ড. মোঃ গোলাম মওলা, আল-কুরআনুল কারীম এর আলংকারিক বৈশিষ্ট্য, পৃ. ১০৯।

ক্ব-ফ, শপথ সম্মানিত কুরআনের; বরং তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের ভিতর একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হয়েছে।[৬৭২] এখানে جواب القسم অনুক্ত রয়েছে। কেননা পরবর্তী বক্তব্য থেকে তা বুঝা যায়। জবাব قسم এরূপ: لتبعثن بعد الموت– উলে-খ্য যে, جواب القسم-এর অনুক্তি আল-কুরআনে অনেক পাওয়া যায়।[৬৭৩] যেমন–

صٓ وَ الۡقُرۡاٰنِ ذِی الذِّکۡرِ ؕ﴿۱﴾ بَلِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا فِیۡ عِزَّۃٍ وَّ شِقَاقٍ ﴿۲﴾

অর্থাৎ সোয়াদ। শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের। বরং যারা কাফির তারা অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত।[৬৭৪] এ শপথের জবাবটি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি এমন নয়, যেমন মক্কার কাফিরগণ অসংখ্য ইহার উক্তি করছে।

(২) সূরা আন-নাযিয়াতে এসেছে,

وَ النّٰزِعٰتِ غَرۡقًا ۙ﴿۱﴾ وَّ النّٰشِطٰتِ نَشۡطًا ۙ﴿۲﴾ وَّ السّٰبِحٰتِ سَبۡحًا ۙ﴿۳﴾ فَالسّٰبِقٰتِ سَبۡقًا ۙ﴿۴﴾ فَالۡمُدَبِّرٰتِ اَمۡرًا ۘ﴿۵﴾ یَوۡمَ تَرۡجُفُ الرَّاجِفَۃُ ۙ﴿۶﴾

অর্থাৎ শপথ তাদের, যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে এবং মৃদুভাবে বন্ধন মুক্ত করে দেয় এবং যারা তীব্র গতিতে সন্ড়রণ করে, আর যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়, অতপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। সেইদিন প্রথম শিঙ্গা-ধ্বনি প্রকম্পিত করবে।[৬৭৫]

এখানে جوال القسم এরূপ:[৬৭৬]

لتبعثن او لتحشرن

(৩) সূরা মায়েদায় এসেছে,

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَۃً لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوا الۡیَهُوۡدَ وَ الَّذِیۡنَ اَشۡرَکُوۡا ۚ

অর্থাৎ অবশ্য মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে।[৬৭৭] এর মর্ম হলো: والله لتجدن এখানে قسم অনুক্ত রয়েছে।[৬৭৮]

---

৬৭২ আল-কুরআন, *সূরা ক্বাফ*, আয়াত: ১।
৬৭৩ কাজী আবূ বকর আল-বাকিল্লানী, ইজাযুল কুরআন, (বৈরূত: আলামুল কুতুব, ১৪০৮হি./১৯৮৮খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৩৯।
৬৭৪ আল-কুরআন, *সূরা সোয়াদ*, আয়াত: ১-২।
৬৭৫ আল-কুরআন, *সূরা আন-নাযিয়াত*, আয়াত: ১-৬।
৬৭৬ মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী, সাফওয়াতুত তাফাসীর, (বৈরূত: দারুল কুরআন আল-কারীম, ১৯৮১খ্রি./১৪০২হি.), খন্ড. ৩, পৃ. ২৪২
৬৭৭ আল-কুরআন, *সূরা মায়েদা*, আয়াত: ৮২।

উপরোক্ত আলোচনায় ايجاز الحذف বা অনুক্তিবাচক সংক্ষিপ্ত বাকরীতির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

ايجاز বা সংক্ষিপ্ত বাক্যরীতির বিপরীত হলো الاطناب বা প্রলম্বিত বাকরীতি। পরিভাষায় الاطناب বলা হয়–

الاطناب هو اداء المعنى باكثر مما يستحق من الالفاظ شريطة ان تكون الزيادة لفائدة.

অর্থাৎ বিশেষ অর্থ প্রদানের শর্তে মনের ভাব ও মর্মকে অতিরিক্ত শব্দে প্রকাশ করা। অর্থাৎ ভাব ও মর্মের তুলনায় শব্দ সংখ্যা হবে অতিরিক্ত।[৬৭৯]

الاطناب বা প্রলম্বিত বাকরীতির একটি পন্থা হল الاعتراض বা গতিরোধকরণ। পরিভাষায় الاعتراض বলা হয়–

هو ان يؤتى فى اثناء الكلام او بين كلامين متصلين فى المعنى بجملة او اكثر لا محل لها من الاعراب.

অর্থাৎ কোন একটি বাক্যের দুটি অংশের মাঝে ভিন্ন একটি বাক্য কিংবা একাধিক বাক্য ব্যবহার করা, পূর্বাপরের সাথে যে বাক্যটির ব্যাকরণগত কোন সম্পর্ক নেই। অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় এরূপ প্রলম্বিতকরণকে الاعتراض বলে। الاعتراض বাক্য অলংকরণের অত্যন্ড় সূক্ষ্ম ও চমৎকার একটি প্রলম্বিতকরণ রীতি।[৬৮০] যে সকল উদ্দেশ্যে الاعتراض-এর মাধ্যমে اطناق করা হয়, তার মধ্যে উলে-খযোগ্য একটি কারণ হলো–

التنبيه على سبب امر فيه غرابة অর্থাৎ কোন বিষয়ে বিস্ময়কর কারণ উলে-খ করে সতর্ক করা।[৬৮১] যেমন আল-াহ বলেন,

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿۷۵﴾ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿۷۶﴾ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿۷۷﴾

অর্থাৎ আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্ড়াচলের, অবশ্যই এটা এক মহা-শপথ, যদি তোমরা জানতে; নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন।[৬৮২] এ আয়াতে কারীমায় لَّوْ تَعْلَمُوْنَ বাক্যটি

---

৬৭৮ সাফওয়াতুত তাফসীর, খ. ১, পৃ. ৩৬১।
৬৭৯ আলী আল-জারিম ও মুস্ড়ফা আমীন, আল-বালাগাহ আল-ওয়াদিয়াহ, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৫০।
৬৮০ কিতাবুল-বালাগাহ, পৃ. ২০২।
৬৮১ ইমাম খতীব আল-কাযবীনী, আল-ঈদাহ ফী উলূমিল বালাগাহ, (বৈরূত: দারুল কিতাব আল-লুবনানী, ১৩৯৫হি./১৯৭৫খ্রি.), পৃ. ৩১৫।
৬৮২ আল-কুরআন, *সূরা আল-ওয়াক্বিয়াহ*, আয়াত: ৭৫-৭৭।

الاعتراضية। এ আয়াতে মূলত দুটি বাক্য الاعتراضية, যথা– (১) وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ عَظِيْمٌ (২) لَّوْ تَعْلَمُوْنَ এগুলোর আলংকারিক উদ্দেশ্য হল– بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ-এর শপথের গুরুত্ব প্রকাশ এবং مقسم عليه-এর। অর্থাৎ আল-কুরআনের শান ও মর্যাদা প্রকাশ করা।[৬৮৩]

ইলমুল বালাগাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো– مجاز বা রূপালংকার। আর এই مجاز-এর একটি প্রকার হলো– المجاز العقلى বা যুক্তিনির্ভর রূপালংকার। পরিভাষায় المجاز العقلى বলা হয়–

هو اسناد الفعل او ما فى معناه الى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من ارادة الاسناد الحقيقى.

অর্থাৎ الاسناد الحقيقى (প্রকৃত সম্পর্ক) গ্রহণে বাধা দানকারী ইঙ্গিত থাকার কারনে فعل (ক্রিয়া) বা معنى الفعل (ক্রিয়ার অর্থ)-কে উহার উপযুক্ত বিষয় ব্যতিরেকে অন্য কোন কিছুর প্রতি সম্পর্ক করে দেওয়াকে المجاز العقلى বলে।[৬৮৪] উলে-খ্য فعل-এর সম্পর্ক যখন নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর সাথে হয় তখনই الاسناد المجازى গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন– (১) سبب الفعل (ক্রিয়ার কারণ) (২) جنام الفعل (ক্রিয়ার কাল)। (৩) مكان الفعل (ক্রিয়ার স্থান)। (৪) مصدر الفعل (ক্রিয়ার মাসদার) (৫) اسناد المبنى للفعل الى المفعول (ক্রিয়ার কর্তার জন্য গঠিত শব্দ রূপকে ক্রিয়ার কর্মের সাথে সম্বন্ধ করে দেওয়া)। (৬) اسناد المبنى للمفعول الى الفاعل (ক্রিয়ার কর্মের জন্য গঠিত শব্দ রূপকে ক্রিয়ার কর্তার সাথে সম্বন্ধ করে দেওয়া)।[৬৮৫]

এবার আল-কুরআনের قسم বা শপথ সংক্রান্ড় আয়াত المجاز العقلى বা যুক্তিনির্ভর রূপালংকার তুলে ধরা হলো, যেটির علاقة হলো الحالية, যেমন– والتين والزيتون (শপথ, তীন ও যাইতূনের)[৬৮৬] আয়াতটিতে الحال বলে المحل বুঝানো হয়েছে। কেননা সুপ্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে এখানে الزيتون ও التين-এর কথা বলে মূলত দুটি স্থান শাম ও বাইতুল মাকদিসকে বুঝানো হয়েছে। অতএব এটি المجاز العقلى বা যুক্তিনির্ভর রূপালংকার।[৬৮৭]

---

৬৮৩ আল ঈদাহ ফী উলূমিল বালাগাহ, পৃ. ৩১৫।

৬৮৪ আল-বালাগাহ আল-ওয়াদিহাহ, পৃ. ১১৭।

৬৮৫ আল-কুরআনুল কারীম-এর আলস্ফারিক বৈশিষ্ট্য, পৃ. ২৪২।

৬৮৬ আল-কুরআন, *সূরা আত-তীন*, আয়াত: ১।

৬৮৭ অধ্যাপক ড. ওহবাহ আল-যুহাইলী, আত-তাফসীর আল-মুনীর, (বৈরূত: মাতাবি আল-মুসতাকবিল), খণ্ড. ৩০, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩০৩।

এ পর্যায়ে আমরা مجاز اللغوى-এর অন্যতম প্রকার الاسعارة সম্পর্কে আলোচনা করব। এতে قسم বা শপথমূলক রূপালংকার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

الاستعارة-এর আভিধানিক হল হলো:[৬৮৮]

استعار الشئ من فلان واستعار فلانا الشئ: طلب منه ان يعيره اياه. يقال (ارى الدهر يستعيرنى ثيابى) اى يأخذها منى (يقول له الرجل اذا كبر وخشى الموت)

استعارة: اقتراض নড়ৎৎড়রিহম

استعارة: রূপালংকার, কর্জগ্রহণ, ধার করা।

استعارة: কোন কিছু এক স্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া, আরবীতে এরূপ বলা হয়– استعارة فلان سهما من كنانه –সে তার থলে থেকে তীর বের করল এবং হাতে নিল।[৬৮৯]

অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় الاستعارة-এর সংজ্ঞা:

الاستعارة تشبيه حذف احد طرفيه، فعلاقتها المتشابهة دائمًا

অর্থাৎ রূপালংকার হল উপমাদানের দুটি অংশ مشبه به ও مشبه به-এর কোন একটিকে অনুক্ত রেখে উপমা প্রদান করা। এক্ষেত্রে সদা-সর্বদা সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে সম্পর্করূপে বিবেচিত হবে।[৬৯০] বিজ্ঞ অলংকার শাস্ত্রবিদগণ নানা সময়ে الاستعارة (রূপকতা)-এর যে সকল সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেগুলোর শাব্দিক কিছু কিছু পার্থক্য থাকওে বিষয়বস্তু ও অর্থগত দিক থেকে এগুলো খুব কাছাকাছি।[৬৯১]

আর এই الاستعارة দুই প্রকার।

(১) الاستعارة التصريحية বা বর্ণনামূলক রূপালংকার।

(২) الاستعارة المكنية বা ইঙ্গিতবাচক রূপালংকার।

الاستعارة التصريحة: وهى صرح فيها بلفظ المشبه به.

৬৮৮ আল-মুনজিদ, পৃ. ৫৩৭।
৬৮৯ আল-কুরআনুল কারীম-এর অলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য, পৃ. ২৪৯।
৬৯০ আল-বালাগাহ আল-ওয়াদিহাহ, পৃ. ৭৭।
৬৯১ আল-কুরআনুল কারীম-এর অলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য, প্রাগুক্ত।

অর্থাৎ রূপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি به مشبه শাব্দিকভাবে উলে-খ থাকে, তবে সেটাকে الاستعارة التصريحية বলে।[৬৯২] যেমন আল-াহর বাণী– وَ الصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ (আর শপথ ঊষার যখণ তার আবির্ভাব হয়)।[৬৯৩] আয়াতটিতে দিনের আগমনকে ও প্রভাতে আলোকজ্জ্বল হয়ে যাওয়াকে মৃদ্যু বাতাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং التنفس শব্দটিকে ঘন অন্ধকারের পরে দিনের আগমনের রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অত্যন্ড় সূক্ষ্ম একটি রূপক বর্ণনা এবং অলংকারপূর্ণ চিত্রায়ন। এখানে দিনের আগমনকে ঊষার শ্বাস গ্রহণ করা বুঝানো হয়েছে।[৬৯৪] আল-ামা যারকাশী (রহ.) বলেন, بدأ انتشارة-এর রূপকার্থে تنفس শব্দটি ব্যবহার অত্যন্ড় অলংকারপূর্ণ্ কেননা, পূর্বাকাশে ধীরে ধীরে সূর্যের কিরণ থেকে আলোর প্রকাশ এবং শ্বাস বের হওয়া এ দুটির মধ্যে অত্যন্ড় ঘনিষ্ঠতা সাদৃশ্য বিদ্যমান।[৬৯৫]

الاستعارة مكنية: وهى ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيئ من لوازمه

অর্থাৎ রূপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি به مشبه উহ্য থাকে এবং به مشبه-এর জন্য আবশ্যকীয় কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করে, তবে এটিকে ইঙ্গিতবাচক, রূপালংকার বা الاستتعارة مكنية বলা হয়।[৬৯৬] যেমন কুরআনে এসেছে وَ اِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, আর যখন নক্ষত্রম-লী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।[৬৯৭] আয়াতটিতে الْكَوَاكِبُ (তারকারাজি)-কে সুতা কাটা বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তাদানার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং به مشبه-কে অনুলে-খ রেখে উহার জন্য অপরিহার্য বিষয় الانتثار (ছড়িয়ে যাওয়া) শব্দটিকে الاستتعارة مكنية পন্থায় ইঙ্গিতস্বরূপ উলে-খ করা হয়েছে।[৬৯৮]

অলংকার শাস্ত্রের গুর-ত্বপূর্ণ আরেকটি প্রকার হলো: الطباق বা বিরোধালংকার– অহঃরঃযবংরং। পরিভাষায় طباق বলা হয়:

الطباق الجمع بين الشئ وضده فى الكلام

---

৬৯২ তদেব।

৬৯৩ আল-কুরআন, *সূরা তাকওয়ীর*, আয়াত: ১৮।

৬৯৪ মাহমুদ সাফী, ইয়াবুল কুরআন ওয়া সরফুহূ ওয়া বয়ানুহূ, (ইনতিশারাতু মাদইয়ান, স্থা.বি. ১৯৯০খ্রি.), খ-. ১৫, পৃ. ২৫৬।

৬৯৫ ইমাম বদর-দ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল াহ আল-যারকাশী, *আল-বুরহান* ফী উলূমিল-কুরআন, (কায়রো: মাকতাবা দার-ত-তুরাস, তা.বি.), খ-. ৩, পৃ. ৪৩৫।

৬৯৬ আল-বালাগাহ আল-ওয়াদিহাহ, পৃ. ৭৭।

৬৯৭ আল-কুরআন, *সূরা ইনফিতার*, আয়াত: ২।

৬৯৮ ড. আব্দুর রহমান 'উতবাহ, ফী রিহাবিল লাগাহ আল-আরাবিয়্যাহ, (বৈরূত: দার-ল-আওযাঈ, ১৪০৯ হি. ১৯৮৯খ্রি.), পৃ. ১২৬।

অর্থাৎ বাক্যে দুটি বিপরীতার্থক শব্দ একত্রিত করে বক্তব্যদানের ফলে যে অলংকারিত্ব সৃষ্টি হয় তাকে বিরোধমূলক অলংকার طباق বলে।

আর এই طباق-এর একটি প্রকার হলো: طباق الايجاز, পরিভাষায় طباق ايجاز বলা হয়–

هو مالم يتخلف فيه الضدان ايجابا وسلبا

বিপরীতার্থক শব্দ দুটতে হ্যাঁ-সূচক এবং না-সূচক হওয়ার ক্ষেত্রে না বিরোধ না থাকাই طباق ايجاز।[৬৯৯] যেমন কুরআনে এসেছে–

وَّ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ– (শপথ জোড় এবং বিজোড়ের)।[৭০০] ইমাম জারীর আত-তাবারী বলেন, আল-াহ তা'আলা জোড় ও বিজোড়ের শপথ করে প্রকৃত পক্ষে সমস্ড় জিনিসেরই শপথ করেছেন। কেননা দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস জোড় না হয় বেজোড়। দ্বিতীয় যুক্ত নয়তো একক ও অনন্য হবে। কাজেই তিনি জোড় ও বিজোড়কে কোন কিছুর সাথে নির্দিষ্ট করেননি।[৭০১] আবূ বকর (রা.)-কে الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে– তিনি বলেন: الشفع (জোড় হচ্ছে সৃষ্টিরাজীর পরস্পর বিরোধ গুণাবলী, যেমন হায়াত ও মওত, সম্মান ও অসম্মান, ক্ষমতা ও অক্ষমতা, শক্তি ও দুর্বলতা, জ্ঞান ও মূর্খতা ইত্যাদি। আর الوتر (বিজোড়) হচ্ছে আল-াহ তা'আলার একক গুণরাজি, যেমন– মৃত্যুহীন জীবন, লাঞ্ছনাহীন মর্যাদা, অব্যর্থ ক্ষমতা, দুর্বলতাহীন শক্তি, মূর্খতাবিহীন জ্ঞান, নীরবতামুক্ত কথা এবং অভাবহীন ঐশ্বর্য।[৭০২] অত্র আলোচনায় طباق বা বিরোধালঙ্কর সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

অলংকার শাস্ত্রের আরেকটি আলোচিত বিষয় হলো المقابلة। এ পর্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

المقابلة-এর আভিধানিক অর্থ:

قابل: واجهه، والشئ بالشئ عارضة به ليرى وجه التماثل او التخالف بينهما.

ঙঢ়ঢ়ড়ংরঃরড়হ, ড়ঢ়ঢ়ড়ংরঃব, ড়ঢ়ঢ়ড়ংরহম ড়ৎ ধমধরহংঃ ড়ঢ়ঢ়ড়ংরঃরড়হ.

---

৬৯৯ আল-কুরআনুল কারীম-এর অলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য, পৃ. ২৯১।

৭০০আল-কুরআন, *সূরা ফজর*, আয়াত: ৩।

৭০১ আল□ামা আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী (রহ.) তাফসীরে জামিউল বয়ান (অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮), শেষ খ, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৭২।

৭০২ আল□ামা কাযী মুহাম্মদ সানাউল□াহ পানিপথী, আত-তাফসীরূল মাজহারী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ১৯৭।

مقابلة: وضع الشئ تجاه شئ اخر.

مقابلة: সামনা-সামনি অবস্থান, বিপরীত অবস্থান।[৭০৩]

অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায়,

هى ان يأتى المتكلم بالفظين متوافقين فاكثر ثم باضرادها او غيرها على الترتيب.

অর্থাৎ: বক্তা কর্তৃক দুই বা দুইয়ের অধিক শব্দ ব্যবহার করে ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর বিপরীতার্থক কিংবা ভিন্নার্থক শব্দ ব্যবহার করাকে مقابلة বলা হয়।[৭০৪]

الطباق ও مقابلة প্রায় একই রকম হলেও এগুলোর মাঝে দু'ধরনের পার্থক্য বিদ্যমান।[৭০৫] যথা–

ক) الطباق শুধুমাত্র বিপরীতার্থক শব্দের মাধ্যমে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে المقابلة বিপরীতার্থক ও ভিন্নার্থক উভয় প্রকার শব্দ দ্বারা হয়ে থাকে। যদিও বিপরীতার্থক শব্দের মাধ্যমেই مقابلة-এর অধিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

খ) الطباق শুধুমাত্র বিপরীতার্থক দুটি শব্দের মাঝে হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে المقابلة দুয়ের অধিক চার থেকে দশ শব্দের মাঝেও হতে পারে। المقابلة-এর ক্ষেত্রে শব্দ বৃদ্ধির সাথে সাথে المقابلة-এর গুরুত্বও বেড়ে যায়।[৭০৬] যেমন আল-াহ তা'আলা বলেন,

ক) وَ الَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ –(শপথ) রাত্রির, যখন তার অবসান ঘটে।[৭০৭]

وَ الصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ (শপথ) প্রভাতকালের, যখন তা হয় আলোক-উজ্জ্বল।[৭০৮] উলে-খিত আয়াত দুটিতে مقابلة বিপরীতার্থক অলংকার লক্ষ্যণীয়।

وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا (শপথ) রজনীর, যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে)।[৭১০] উলে-খিত দুটি আয়াতের প্রথম আয়াতে جَلّٰىهَا-এর

---

৭০৩ আল-কুরআনুল কারীম-এর অলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য, পৃ. ৩১৪।
৭০৪ ড. আব্দুল কাদির হাসান, ফাননুল বাদী (বৈরূত: দারুশ-শুরুক, তা.বি), পৃ. ৪৯।
৭০৫ প্রাগুক্ত।
৭০৬ ফাননুল বাদী, পৃ. ৪৯-৫০।
৭০৭ আল-কুরআন, *সূরা আল-মুদ্দাস্সির*, আয়াত: ৩৩।
৭০৮ আল-কুরআন, *সূরা আল-মুদ্দাস্সির*, আয়াত: ৩৪।
৭০৯ আল-কুরআন, *সূরা আশ-শামস*, আয়াত: ৩।
৭১০ আল-কুরআন, *সূরা আশ-শামস*, আয়াত: ৪।

কর্মবাচক সর্বনাম দ্বারা বুঝানো হয়েছে সূর্যকে। যেহেতু দিন বেড়ে উঠলে সূর্যও পুরোপুরিভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। অথবা সর্বনাম দ্বারা বুঝানো অনুক্ত কোন বিষয়কে, যথা– অন্ধকারের স্বরূপ বা পৃথিবী কিংবা দুনিয়া। পরবর্তী আয়াত– وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا মূলে ছিল وحدوك الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا অর্থাৎ শপথ রাতের আবির্ভাবের, যখন তা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী কালাধিকরণ হয়তো مضاف-এর বিশেষণ, যেহেতু অর্থগত দিক থেকে তা বিশেষ্য অথবা তার সাথে সম্পৃক্ত متعلق। এরূপও বলা যেতে পারে যে, اذا-এর স্থলে অধিকরণ ব্যতিরেকে সময়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ঠিক يقوم زيد يعقد عمرو اذا-এর পদ্ধতিতে। তখন এটা হবে পূর্বের بدل اشتمال এবং এটাই হবে مقسم به (অর্থাৎ যার শপথ করা হয়েছে)।[৭১১] উভয় আয়াতেই مقابلة বা বিপরীতার্থক অলংকার ফুটে উঠেছে।

এরপর আল-াহ বলেন,

وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ﴿১﴾ وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ﴿২﴾ وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰۤى ۙ﴿৩﴾ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ؕ﴿৪﴾ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ اتَّقٰى ۙ﴿৫﴾ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ﴿৬﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ؕ﴿৭﴾ وَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۙ﴿৮﴾ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ﴿৯﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ﴿১০﴾ وَ مَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَا لُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ﴿১১﴾ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ﴿১২﴾ وَ اِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَ الْاُوْلٰى ﴿১৩﴾ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴿১৪﴾ لَا يَصْلٰىهَاۤ اِلَّا الْاَشْقَى ﴿১৫﴾ الَّذِىْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ﴿১৬﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿১৭﴾ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴿১৮﴾ وَ مَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰۤى ﴿১৯﴾ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿২০﴾ وَ لَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿২১﴾

শপথ রাতের, যখন উহা আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন তা উদ্ভাসিত হয় এবং শপথ তার, যিনি নর-নারী সৃষ্টি করেছেন, অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন রকম। সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা অস্বীকার করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠিন পথ। এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে। আমার কাজ তো কেবল পথনির্দেশ করা, আমি তো ইহলোক ও পরলোকের মালিক। আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। তাতে প্রবেশ করবে সে-ই যে

৭১১ আল-ামা কাযী মুহাম্মদ সানাউল-াহ পানিপথী (রহ.), তাফসীরে মাযহারী, খ. ১৩, পৃ. ২২৯।

নিতান্ড় হতভাগ্য, যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তা হতে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে, যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মধুদ্ধির জন্য এবং তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়, সে তো অচিরেই সন্ড়োষ লাভ করবে।[৭১২] এ সূরাটিতে একের পর এক ধারাবাহিকভাবে বিপরীতার্থক অলংকার-সূত্রটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যথা– وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ও وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى– আয়াত দুটি সর্বদিক থেকে বিপরীতার্থক, আবার بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰى ,اَعْطٰى وَ اتَّقٰى শ্রেণিগত ও জন্মগত স্বভাবে বিপরীতার্থক এবং الانثى ও الذكر لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا ,فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ও فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ,كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ,صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ও الْاَشْقَى– এ সবগুলোই পারস্পরিক বিপরীতার্থক। কেননা মানুষের প্রচেষ্টা ও কর্মপন্থা নানামুখী হয়ে থাকে। কারণ, মানুষের মধ্যে কেউ মুমিন কেউ কাফের, কেউ অনুগত কেউ অবাধ্য, কেউ জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যস্ড়, আবার কেউ নিজেকে সে পথেই ঠেলে দিচ্ছে। এখানে মুমিন ও কাফির এবং তাদের নি'আমাত ও শাস্ড়ি তথা বিপরীতার্থক অলংকার সূত্র প্রয়োগে অতি চমৎকার ও বিস্ময়ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।[৭১৩] আবার কখনো কখনো কালাম এর অন্ড়মিল ঠিক রাখতে বাহ্যিকভাবে مقابلة-এর আকৃতিতে বিঘ্ন ঘটে। তবে একটু চিন্ড়া-ভাবনা করলেই বুঝা যায়, এগুলোও পূর্ণাঙ্গতর বিপরীতার্থক অর্থালংকার পূর্ণ কালাম।[৭১৪] যেমন আল-াহর বাণী–

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَ لَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾ وَ اَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَ لَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾

তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না আবার নগ্নও হবে না এবং সেথায় পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না।[৭১৫]

আরবী ভাষালংকার শাস্ত্রের যে সব সূত্রের মাধ্যমে শব্দগত সৌন্দর্য ও অলংকারিত্ব সৃষ্টি হয় তার মধ্যে الجناس বা শে-ষালংকার অন্যতম গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়। جناس-এর মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে এতদসংশি-ষ্ট কয়েকটি বিষয়ের উপর ধার না নেওয়া আবশ্যক। বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

جناس শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো:

(جانس): حناسا ومجانسة: شاكله واتحد معه فى الجنس.

---

৭১২ আল-কুরআন, *সূরা আল-লাইল*, আয়াত: ১-২১।
৭১৩ আল-কুরআনুল কারীম-এর অলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য, পৃ. ৩৩১।
৭১৪ প্রাগুক্ত।
৭১৫ আল-কুরআন, *সূরা ত্বা-হা*, আয়াত: ১১৮-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

مائل ،شاكل :مانس ঃড় ৎবংবসনষব, পড়ৎৎবংঢ়ড়হফ ঃড়; ঃড় নব ংরসরষধৎ ঃড়, ষরশব, যড়সড়মবহবড়ঁং ঃড়, ধহধষড়মড়ঁং ঃড়, ড়ভ ঃযব ংধসব শরহফ ড়ৎ হধঃঁৎব ধং.

অলংকার শাস্ত্রে: বাক্যের দুই অংশের মধ্যে মিল, শে-ষ, শে-ষবাক্য, শে-ষালংকার।[৭১৬]

অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায়:

الجناس هو اتفاق اللفظتين فى الحروف واختلافهما فى المعنى

অর্থাৎ হরফ বিবেচনায় দুটি শব্দের শব্দগত মিল আর অর্থগত মিলকে الجناس বা শে-ষালংকার বলা হয়।[৭১৭]

الجناس দু'প্রকার।

(১) পূর্ণ শে-ষবাক্য:

الجناس التام وهو ما اتفقو فيه اللفظان فى اربعة امور هى: نوع الحروف وعددعا وشكلها، وترتيبها.

অর্থাৎ যে, ক্ষেত্রে শব্দ দুটিতে চারটি বিষয়ে মিল রয়েছে, বিষয়গুলো হল (ক) হরফের শ্রেণি, (খ) হরফ সংখ্যা (গ) হরফের আকৃতি এবং (ঘ) হরফ বিন্যাস।

(২) অপূর্ণ শে-ষবাক্য:

الجناس غير التام وهو ما اختلف فيه اللفظان فى واحد من الامور الاربعة.

অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে উক্ত চারটি বিষয়ের কোন একটিতে শব্দ দুটির অমিল রয়েছে।[৭১৮]

উলে-খ্য جناس কে التجنيس, التجانس المجانسةও বলে।[৭১৯] তাফসীরের কিতাবগুলোতে الجناس التام-এর নিম্নোক্ত প্রকারগুলোর ব্যবহার আল-কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় লক্ষণীয়। তাই এগুলোর আলাদা-আলাদা পরিচিতি তুলে ধরা হল (ক) الجناس المماثل (সদৃশ শে-ষবাক্য): উভয়শব্দ একই

---

৭১৬ আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, পৃ. ২৬৫।

৭১৭ Magdi Wahba, A dictionary of Literary terms, (English-French-Arabic), (Beirut: Librairie du liban, Riad Solh Square), New Impression, 1983, P. 269.

৭১৮ কিতাবুল বালাগাহ, পৃ. ২৮৪।

৭১৯ জাওয়াহিরুল বালাগাহ, পৃ. ৩১৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকার হলে (উভয়টি বিশেষ্য কিংবা উভয়টি ক্রিয়া অথবা উভয়টি অব্যয়) সেটিকে الجناس المماثل বলে।[৭২০]

(খ) الجناس المضارع (অনুরূপ শে-ষবাক্য): উভয় শব্দের অমিল যদি নিকটবর্তী উচ্চারণস্থল বিশিষ্ট দুইটি حرف-এ হয় তবে সেটিকে الجناس المضارع বলা হয়।[৭২১]

(গ) الجناس الناقص (অসম্পূর্ণ শে-ষবাক্য): উভয় শব্দের حرف সংখ্যায় বিভিন্নতা থাকলে সেটিকে الجناس الناقصر বলা হয়।[৭২২]

(ঘ) الجناس اللاحق (যুক্ত শে-ষবাক্য): উভয় শব্দের অমিল যদি দূরবর্তী উচ্চারণস্থল বিশিষ্ট দুটি হরফে হয়, তবে সেটিকে الجناس اللاحق বলা হয়।[৭২৩]

প্রাচীনকাল থেকে যে সকল রচনা بديع (আলংকারিক বচন) বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে, جناس তার মধ্যে অন্যতম। যদি প্রথম শব্দটি অক্ষর বিন্যাসে অন্য শব্দের মত হয় তাহলেই تجنيس-এর সৃষ্টি হবে।[৭২৪] جناس সূত্রটি আল-কুরআনের বিশে-ষণ নানা স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। শপথ সংক্রান্ড় আয়াতে الجناس-এর উদাহরণ হল: وَ الَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ (এবং শপথ রাতের, আর তা যা কিছু সমাবেশ ঘটায় এবং শপথ চাঁদের, যখন তা পূর্ণ হয়)।[৭২৫] সাঈদ ইবন জুবায়ের বলেন: যে সকল কাজ-কর্ম রাতে করা হয় প্রথম আয়াতে সেটির কথাই বলা হয়েছে। বিশিষ্ট তাবিঈ ইমাম মুজাহিদ বলেন, وَ الَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ হল: রাত যা কিছু জড়ো করে এবং তাকে আচ্ছন্ন করে অন্ধকার।[৭২৬] আর পরবর্তী আয়াত وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ সম্পর্কে আব্দুল-াহ ইবন আব্বাস হতে বর্ণিত আছে, এর অর্থ হল যখন চন্দ্র পূর্ণচন্দ্রে রূপান্ড়রিত হয় এবং পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।[৭২৭] উলে-খিত আয়াত দুটিতে الجناس الناقص (অসম্পূর্ণ শে-ষবাক্য)-এর ব্যবহার লক্ষণীয়।[৭২৮]

আরবী অলংকার শাস্ত্রের আরেকটি গুর"ত্বপূর্ণ বিষয় হলো السجع বা অন্ড়মিল। পরিভাষায় السجع বলা হয়–

---

৭২০ উলূমুল বালাগাহ, পৃ. ৪২১।
৭২১ আল-ঈদাহ, পৃ. ৫৪০।
৭২২ উলূমুল বালাগাহ, পৃ. ৪২৩।
৭২৩ আল-ঈদাহ, পৃ. ৫৪০।
৭২৪ আল-কুরআনুল কারীম-এর অলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য, পৃ. ৩৭৩।
৭২৫ আল-কুরআন, *সূরা ইনশিক্বাক্ব*, আয়াত: ১৭-১৮।
৭২৬ তাফসীরে মাজহারী, খ". ১৩, পৃ. ১৪৭।
৭২৭ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ", পৃ. ১২৬।
৭২৮ সাফওয়াতুত তাফসীর, খ". ৩, পৃ. ৫৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

السجع توافق الفاصلتين فى الحرف الاخير، وافضله ما تساوت فقره

অর্থাৎ দুইটি বিরাম চিহ্নের শেষাক্ষরের মিল। এটি বিভিন্নভাবে হতে পারে। (১) দুটি বিরাম চিহ্নের মিল হওয়া (২) মাত্রায় মিল হওয়া (৩) বর্ণ ও মাত্রা উভয়টিতে মিল হওয়া। তবে মিলটি যদি শুধুমাত্র বর্ণে, মাত্রায় নয়; তাহলে সেটিকে المطرف বলা হয়।[৭২৯] যেমন আল-াহ তা'আলা বলেন,

وَ الْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ﴿۱﴾ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ﴿۲﴾

শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত বায়ুর, আর প্রলয়ংকারী ঝটিকার।[৭৩০] উলে-খিত দুটি আয়াতেই শেষ বর্ণে মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে। আয়াত, শে-াক বা বাক্যের এমন সামঞ্জস্য ও মিলের কারণে কালামে সৌন্দর্য ও মনোহারিত্ব সৃষ্টি হয়, যে সামঞ্জস্য ও মিলের প্রতি প্রাকৃতিকভাবেই মানবমন দুর্বল দুর্বল থাকে ও আকর্ষণ বোধ করে।[৭৩১] বাক্যে ও শে-াকের বিন্যাস ততক্ষণ পর্যন্ড় সৌন্দর্যমি-ত ও মনোহারিত্ব লাভ করতে পারে না; যতক্ষণ না তা চারটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। বৈশিষ্ট্য চারটি হল–

(১) শব্দগুলো শ্রুতিমধুর হওয়া।

(২) অর্থগতভাবে শব্দগুলো পারস্পরিক অনুগামী হওয়া।

(৩) এক বাক্যের সঙ্গে আরেক বাক্যের কোন অসঙ্গতি ও বিরোধ না থাকা।

(৪) উভয় বাক্য পারস্পরিক ভিন্নার্থক হওয়া।

অন্যথায় এ ক্ষেত্রে অনর্থক পৌনঃপুনিকতা এসে যাবে।[৭৩২] আন্ড়মিলযুক্ত বাক্যে কখনো খাটো, আবার কখনো দীর্ঘ কিংবা এ দুয়ের মাঝামাঝিও হতে পারে। তবে খাটো বাক্যগুলো অধিকতর শ্রুতিমধুর। এরূপ বাক্য রচনা আবার কঠিনতরও বটে। এগুলো হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে, সহজেই বুঝা যায়; কারণ কথা কম হলে তা সুন্দরতর ও সহজতর হওয়া স্বাভাবিক।[৭৩৩] যেমন আল-াহ বলেন,

وَّ النّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ﴿۳﴾ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ﴿۴﴾ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۵﴾ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ﴿۶﴾

---

৭২৯ আল-ামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফিয়ী (রহ.) *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, (রিয়াদ: মাকতাবা নাযার মুস্ড়াফা আল-বায, ১৪১৮হি./১৯৯৮খ্রি.), খ-. ৩, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৯৬১।
৭৩০ আল-কুরআন, *সূরা মুরসালাত*, আয়াত: ১-২।
৭৩১ আল-কুরআনুল কারীম এর আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য, পৃ. ৩৮২।
৭৩২ ফাননুল বাদী, পৃ. ১২৭-২৮।
৭৩৩ তদেব।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর। শপথ অহী নিয়ে অবতরণকারী ফিরিশতাগণের, ওযর আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্য অথবা সতর্ক করার জন্য।[৭৩৪] আবার কখনো কখনো অন্ড়মিলযুক্ত প্রথম বাক্যের শব্দ সংখ্যা দ্বিতীয় বাক্যের সমপরিমাণ হবে, কিংবা দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটির শব্দ সংখ্যা কম হবে; অথবা দ্বিতীয়টির চেয়ে বেশি হবে। এ বিবেচনায় অন্ড়মিলযুক্ত উভয় বাক্যে সমপরিমাণ শব্দ যুক্ত হয়। এরূপ বাক্যে অলংকার শাস্ত্র মতে সবচেয়ে সুন্দর বাক্য।[৭৩৫] যেমন আল-াহ বলেন,

وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ﴿۱﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ﴿۲﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ﴿۳﴾ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ﴿۴﴾

অর্থাৎ শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির, যারা খুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে। যারা অভিযান করে প্রভাতকালে এবং সেই সময়ে ধূলি উৎপক্ষিপ্ত করে।[৭৩৬]

উলে-খিত আয়াতে ضبح শব্দের অর্থ ঘোড়া। কেননা হ্রেষাধ্বনি ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন জন্তু হতে বের হয় না। আর قدحًا হলো যে সমস্ড় ঘোড়া ক্ষুরের আঘাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে। এখানে স্ফুলিঙ্গ কথাটি হতে বুঝা যায় যে, এই ঘোড়াগুলোর রাত্রীকালীন দৌড়ের কথাই এখানে উলে-খ করা হয়েছে। কেননা পাথরের উপর ক্ষুরের ঘর্ষণ লাগা ছাড়া অন্য কোন প্রকারের দৌড়ানোয় এরূপ হতে পারে না। আর এরূপ দৌড় কেবল ঘোড়াই দৌড়াতে পারে।[৭৩৭] উলে-খিত চারটি আয়াতেই সমপরিমাণ শব্দাবলী যুক্ত হয়েছে এবং বাক্যকে সুন্দর করে তুলেছে। এছাড়া দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের চেয়ে দীর্ঘতর হবে। তবে এক্ষেত্রে খুব বেশি দীর্ঘ হলে তা আবার অপ্রশংসনীয় হয়ে যাবে।[৭৩৮] যেমন– আল-াহ বলেন,

وَ النَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ﴿۱﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوٰى ۚ﴿۲﴾

অর্থাৎ শপথ নক্ষত্রের যখন তা হয় অস্ড়মিত, তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও নন।[৭৩৯] উলে-খিত আয়াতটিতে দেখা যাচ্ছে যে, আগের আয়াতের চেয়ে পরের আয়াতটি দীর্ঘতর।

উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে قسم বা শপথ সংক্রান্ত আয়াতের سجع (অন্তমিল) লক্ষণীয়।

---

৭৩৪ আল-কুরআন, *সূরা মুরসালাত*, আয়াত: ৩-৬।
৭৩৫ *আল-ইতকান*, খ. ৩, পৃ. ৯৬৩।
৭৩৬ আল-কুরআন, *সূরা আল-আদিয়াত*, আয়াত: ১-৪।
৭৩৭ তাফসীরে তাবারী, শেষ খ, পৃ. ২৭১।
৭৩৮ ফাননুল বাদী, পৃ. ১২৯।
৭৩৯ আল-কুরআন, *সূরা নাজম*, আয়াত: ১-২।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

কসম বা শপথ হলো কুরআনুল কারীমের খুবই গুর"ত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়। আল-াহ তা'আলা অগণিত আয়াতে যে সমস্ত বিষয়ের শপথ করেছেন তার সবগুলোই মানবজীবনে গুর"ত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। আল-াহ তা'আলা মাখলুকের মধ্যে যারা ইচ্ছা কসম করতে পারেন, কিন্তু মাখলুক আল-াহ ছাড়া অন্য কোনো নামে শপথ করতে পারবে না। কারণ আল-াহ তা'আলা কসম বা শপথের হিকমাত সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত। আল-াহ তা'আলা বলেন,

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿۷۵﴾ وَ اِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿۷۶﴾

অর্থাৎ আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের, অবশ্যই এটা এক মহাশপথ, যদি তোমরা জানতে। (সূরা ওয়াক্বিয়াহ: ৭৫-৭৬)

আল-াহ তা'আলার প্রতিটি কসম বা শপথ চিন্তাশালী ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে শিক্ষা ও সঠিক পথ নির্দেশনা। কুরআনে শপথ বিষয়ক আয়াতসমূহ সবগুলিই বাস্তবসম্মত কেননা অবাস্তব ও অকার্যকর আয়াত কুরআনে নেই।

কুরআনুল কারীমে আল-াহ তা'আলা শুধু মাখলুকের বিষয়েই শপথ করেননি বরং নিজ সত্ত্বারও কসম করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿﴾

সুতরাং আপনার পালনকর্তার শপথ! আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করবো, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করবো। (সূরা মারইয়াম: ৬৮)

তাই আল-াহ তা'আলার শপথের উদ্দেশ্য হলো শপথের পরে বর্ণিত সংবাদটি তাকীদের সাথে পরিবেশন করা। যাতে অস্বীকার কারীদের আর কোনো সুযোগ না থাকে। কেননা মক্কার কাফিরদের নিকট বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে শপথের প্রচলন ছিল। এ স্বভাগত ভাবের কারণেই আল-াহ তা'আলা নিজ সত্ত্বার শপথ করে কাফিরদেরকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তার শপথ অবশ্যই কার্যকর হবেই। এতে শুধু আল-াহর ইচ্ছাই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে আল-াহ তা'আলার কোনো তাড়াহুড়া নেই।

কুরআনুল কারীমের শপথমূলক আয়াতসমূহের আলঙ্কারিক দিক লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকের মতো কুরআন কোনো পুস্তক নয়। কুরআনুল কারীম ভাষাশৈলী, বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত উঁচুমানের। যেমন আল-াহ তা'আলা বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

قٓ ۟ۚ وَ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۚ﴿۱﴾ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ

ক্বাফ, শপথ সম্মানিত কুরআনের। বরং তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের ভিতর একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হয়েছে। (সূরা সোয়াদ: ১-২)

উক্ত আয়াতে ايجاز الحذف অনুক্তিবাচক সংক্ষিপ্ত বাকরীতি লক্ষ্যণীয়। যা বালাগাত শাস্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এভাবে কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এ বর্ণনারীতি প্রযুক্ত হয়ে আল-াহর কালামের ভাষাশৈলী, অলৌকিকতা ও আলঙ্কারিতা প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে এভাবে আমরা দেখতে পাই কুরআনুল কারীমে অসংখ্য আয়াতে বিশেষ করে শপথমূলক আয়াতে বা ভাষালঙ্কারের অপূর্ব সমাহার ঘটেছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, কুরআনুল কারীমে আল-াহ তা'আলার কসম বা শপথ নিছক কোনো অমূলক বিষয় নয়। বরং এ শপথগুলোর দ্বারা আল-াহ তা'আলা তাঁর কথাকে মজবুত, দৃঢ়, শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

শপথমূলক আয়াতে শপথের নানা বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। আল-াহ তা'আলা শপথের বৈচিত্র্য এনেছেন তার কথাকে বলিষ্ঠ ও তাৎপর্যপূর্ণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য জ্ঞানের মহা সম্ভার হিসেবে।

এ সকল আলোচনার উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, শপথমূলক আয়াতসমূহ বিশ্ববাসীর জন্য আল-াহর পক্ষ থেকে মহা চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার সাহস বা ক্ষমতা কারো নেই। তাই আল-কুরআনের শপথগুলোর মধ্যে মানবজাতির জন্য রয়েছে হিদায়াতের চূড়ান্ত দিক-নির্দেশনাও। জ্ঞানের মহা সমুদ্র। হিদায়াত কামনাকারী প্রত্যেকেই এই মহা সমুদ্র হতে মুক্তা আহরণ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআনুল কারীম, হাদীস, তাফসীর, ইসলামিক সাহিত্য, থিসিস, ইতিহাস, ইংরেজি গ্রন্থাবলী, পাণ্ডুলিপি, অভিধান ও ইসলামী বিশ্বকোষ (খণ্ডসহ)

১. অধ্যাপক ড. ওহবাহ আল-যুহাইলী, আত-তাফসীর আল-মুনীর, (বৈরূত: মাতাবি আল-মুসতাকবিল)

২. আব্দুর রহমান ইবন আলী ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী

৩. আব্দুল আযীয আল-যারক্বানী, *মানাহিলুল ইরফান* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭হি./১৯৯৭খ্রি.)

৪. আব্দুল হাফিজ বালিয়াভী, *মিসবাহুল লুগাত* (ঢাকা: থানভী লাইব্রেরি, ১২২৪ হি./২০০৩খৃ.)

৫. আফীফ 'আব্দুল ফাত্তাহ তাববারাহ, *রুহুদ-দীনিল ইসলামী* (বৈরুত: দারুল ইলম লিল-মালাঈন,

৬. আবদুর রহমান ইবন আলী ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী,

৭. আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.), তানভীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস (বৈরূত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২০১৪খ্রি.)

৮. আবূ ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনান তিরমিযী*, *আবওয়াবু সাওয়াবিল কুরআন*, সবশেষ হাদীস, উদ্ধৃতি: *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ইফা, খণ্ড. ১

৯. আবূ বকর জাবির আল-জাযাইরী, *মিনহাজ আল-মুসলিম* (কায়রো: মাকতাবাতুর-রিহাব, ১৪১৮হি./২০০৭খ্রি.), ১ম সংস্করণ

১০. আবু আবদুল-াহ বদরুদ্দীন ইবন বাহাদুর আল-যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, (কায়রো: মাকতাবাতু খানিজী, তা.বি), ১ম খণ্ড

১১. আবু আবদুল-াহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী, আল-জামে' লি আ'হকামিল কুরআন (কায়রো: আল-মাকতাবাতু দারুল হাদীস, ২০১০ খ্রি.), খণ্ড. ৩

১২. আবু জাফর জারীর আত-তাবারী, *তাফসীরে তাবারী*, (অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) খণ্ড. ৩০

১৩. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, (অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), খণ্ড ১১

Dhaka University Institutional Repository

১৪. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাসীর (রহ.), তাফসীরে কুরআনিল আজীম (অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৮), খণ্ড. ১১, চতুর্থ সংস্করণ (উন্নয়ন)

১৫. আয-যাবিদী, তাজুল আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস (বৈরূত: দারুল ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি), খণ্ড. ১৩

১৬. আরবী-বাংলা অভিধান, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি.), খণ্ড. ২

১৭. আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪১৬হি.), খণ্ড. ১৬, ১ম সংস্করণ

১৮. আল-কুরআনে বিজ্ঞান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১৯. *আল-কুরআন বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ২০১৪খ্রি.), খণ্ড. ২য়

২০. *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ২০১৪খ্রি.) খণ্ড. ২

২১. *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০১৫খ্রি./শাবান ১৪৩৬হি.), খণ্ড. ৫ম

২২. *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০১৫খ্রি.), খণ্ড. ৪

২৩. আল-কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিমল কুরআন (বৈরূত: ইহইয়া ইত-তুরাসিল আরাবী, তা.বি), খণ্ড. ১৯

২৪. আল-ামা আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী (রহ.) তাফসীরে জামিউল বয়ান (অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮), শেষ খণ্ড, ১ম সংস্করণ

২৫. আল-ামা মুফতী তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন* (অনূদিত)

২৬. আল-ামা কাযী মুহাম্মদ সানাউল-াহ পানিপথী (রহ.), তাফসীরে মাযহারী (অনুবাদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৫), খণ্ড. ১৩

২৭. আল-ামা কাযী মুহাম্মদ সানাউল-াহ পানিপথী, আত-তাফসীরুল মাজহারী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি.), খণ্ড. ১৩

২৮. আল-ামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফিয়ী (রহ.) *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, (রিয়াদ: মাকতাবা নাযার মুস্ড়াফা আল-বায, ১৪১৮হি./১৯৯৮খ্রি.), খণ্ড. ৩, ২য় সংস্করণ

২৯. আল-ফিরুযাবাদী, আল-কামূসুল মুহিত (বৈরূত: মুআস্সাতুর রিসালাহ, ১৯৮৬খ্রি.), ২য় সংস্করণ

৩০. *আল-হিদায়া*, খণ্ড. ২

Dhaka University Institutional Repository

৩১. আলী আল-জারিম ও মুস্ড়ফা আমীন, আল-বালাগাহ আল-ওয়াদিয়াহ, (দেওবন্দ: আশরাফী বুকক ডিপো, ১৯৯১খ্রি.), ১ম সংস্করণ

৩২. আলী ইবন আবূ বকর আল-ফারগানী আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়া* (দেওবন্দ: মাকতাবাতু থানভী, ১৪০০হি.), খ. ২, পাদটিকা

৩৩. আহমদ মোল-া জিওন, *নুর‍্ল আনওয়ার*

৩৪. আহসানুল ফাতাওয়া, খ. ৫

৩৫. ইবনে মানজুর আল-ইফরিকী, *লিসানুল আরাব* (বৈরূত: মুআস্সাসাতুত-তারীখিল আরাবী, ১৪১৩হি./১৯৯৩খ্রি.), খ. ৩, ৩য় সংস্করণ

৩৬. ইবন কাসীর, তাফসীরে কুরআনিল আযীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৮ খ্রি.), খ ১০

৩৭. ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসির ফী ইলমিত তাফসীর, (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪২৩হি.), ১ম সংস্করণ (নতুন),পৃ. ৮৫৫।

৩৮. ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান আবূ দাউদ* (বৈরূত: দার‍্ল ফিকর, ২০০৫খ্রি.)

৩৯. ইমাম বদর‍্দ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল-াহ আল-যারকাশী, *আল-বুরহান* ফী 'উলূমিল কুরআন (কায়রো: মাকতাবা দার‍্ত-তুরাস, তা.বি), খ. ২

৪০. ইমাম কুরতুবী, *আল-জামে লি আহকামিল কুরআন*

৪১. ইমাম খতীব আল-কাযবীনী, আল-ঈদাহ ফী উলূমিল বালাগাহ, (বৈরূত: দার‍্ল কিতাব আল-লুবনানী, ১৩৯৫হি./১৯৭৫খ্রি.)

৪২. ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১১ খ্রি.), খ ১ম

৪৩. কাযী মুহাম্মদ সানাউল-াহ আল-উসমানী, আত-তাফসীর‍্ল মাজহারী (দেওবন্দ: যাকারিয়া বুক ডিপো, তা.বি), খ. ৭

৪৪. কাযী মুহাম্মদ সানাউল-াহ পানীপথী (রহ.), তাফসীরে মাজহারী (অনুবাদ: ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৫ খ্রি.), খ. ১২

৪৫. কাজী আবূ বকর আল-বাকিল-ানী, ইজাযুল কুরআন, (বৈরূত: আলামুল কুতুব, ১৪০৮হি./১৯৮৮খ্রি.), ১ম সংস্করণ

৪৬. কুরআন পরিচিতি, ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫/আষাঢ় ১৪০২/ যিলহজ্জ ১৪১৫)

৪৭. গবেষণা বোর্ড কর্তৃক রচিত আল-কুরআনে বিজ্ঞান, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭খ্রি.), ২য় সংস্করণ

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. গবেষণা পত্রিকা, কলা অনুষদ (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিয়ম ১৬, নভেম্বর ২০১০খ্রি.)

৪৯. জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, (কায়রো: মাতবাআ হিজাবী, ১৩৬৮ হি.), খ. ১

৫০. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানসুর ফিত তাফসীরিল মাসুর (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০খ্রি.), খ. ৪, ১স সংস্করণ, পৃ ৩৩৩।

৫১. জালালুদ্দিন মাহাল-ী, তাফসীরে জালালাঈন (অনুবাদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০১৭), খ. ৩, প্রথম সংস্করণ

৫২. ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *তুলনামূলক ধর্ম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০২২ খ্রি.)

৫৩. ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা অভিধান (আল-কামূসুল ওযাজীয) (ঢাকা: রিযাদ প্রকাশনী, ২০০৩খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ

৫৪. ড. মোঃ গোলাম মওলা, আল-কুরআনুল কারীম এর আলংকারিক বৈশিষ্ট্য, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় মুদ্রণ, ২০১৮খ্রি.)

৫৫. ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, *কাজী নাসিরুদ্দীন আল-বায়যাবী সমকালীন পরিবেশ জীবন ও তাফসীর চর্চা*, (রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, জুলাই ২০১০খ্রি.)

৫৬. ড. আব্দুর রহমান 'উতবাহ, ফী রিহাবিল লাগাহ আল-আরাবিয়্যাহ, (বৈরূত: দারুল-আওযাঈ, ১৪০৯ হি. ১৯৮৯খ্রি.)

৫৭. ড. আব্দুল কাদির হাসান, ফাননুল বাদী (বৈরূত: দারুশ-শুরুক, তা.বি)

৫৮. ড. আব্দুল কুদ্দূস আবূ সালেহ ও আহমাদ তাওফীক কুলাইব, কিতাবুল বালাগাহ, (ইলমুল মা'আনী ওয়াল বাদী), (সৌদিআরব: ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০২হি.), ১ম সংস্করণ

৫৯. ড. ইব্রাহিম মাদরুক, *আল-মু'জামূল ওয়াসিত* (ভারত: আল-মাকতাবাতু আল-ইসলামিয়া, তা.বি)

৬০. ড. এস.এম. রফিকুল আলম, মুহাম্মদ ইবন উমর আর রাযী ও তার তাফসীর মাফাতিহুল গায়ব (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০১২খ্রি.)

৬১. ড. মরিস বুকাইলী, *বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯খ্রি.)

৬২. ড. মুহাম্মদ ইবন লুতফী আস-সাব্বাগ, লামহাতু *ফী উলূমিল কুরআন* (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪১০হি./১৯৯০খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৭খ্রি.)

৬৪. ড. মুহাম্মদ শফিকুল-াহ, *উলূমুল কুরআন* (রাজশাহী): আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২য় মুদ্রণ ২০০২খ্রি.)

৬৫. ড. মুহাম্মদ হুসাইন যাহবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন*, (মিসর: দারুল কুতুবিল হাদীস, ১৯৭৬ খ্রি.)

৬৬. ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, (বৈরূত: দারুল ইলম্ লিল মালাঈন, ১৯৮৫খ্রি.)

৬৭. ফাতওয়া ও মাসাইল (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯খৃ.) খণ্ড. ৫

৬৮. ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩খৃ.), খণ্ড. ৩

৬৯. মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফি উলুমুল কুরআন* (বৈরুতঃ মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪০৬হি./ ১৯৮৩খ্রি.), ১৯তম সংস্করণ

৭০. মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী, মাআরেফুল কুরআন, বাংলা অনুবাদ মাওলানামুহিউদ্দীন খান (মদীনা: খাদেমূল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.)

৭১. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, *আল-কাউসার* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৫খ্রি.)

৭২. মাহমুদ ইবন উমর আর-রাযী যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ (মিসর: মাকতাবাতুল মিসর, তা.বি), ১ম খণ্ড

৭৩. মাহমুদ সাফী, ইয়াবুল কুরআন ওয়া সরফুহূ ওয়া বয়ানুহূ, (ইনতিশারাতু মাদইয়ান, স্থা.বি. ১৯৯০খ্রি.), খণ্ড. ১৫

৭৪. মাজদুদ্দীন আল-ফিরোজাবাদী, *বাসাইরুযাবিত তামযীয ফী লাতাইফি কিতাবিল আযীম*, খণ্ড. ৪

৭৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৫হি.), খণ্ড. ৮, সংস্করণ ৬

৭৬. মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)– *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন*, অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, মদিনা: খাদেমুল হারামাঈন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.)

৭৭. মুফতী তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, অনুবাদ মুফতী হায়াত মাহমুদ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৮খ্রি.), ৩য় সংস্করণ

৭৮. মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নাইসাবুরী, *সহীহ মুসলিম* (লাহোর: শায়খ গোলাম আলী আইনাদ সানজী পাবলিশার, তা.বি), খণ্ড. ১ম

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. মুহাম্মদ আলী সাবূনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*

৮০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল-াহ আয-যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খ (বৈরূত: দার ল ফিকর, ১৪০৮ হি./১৯৮৮খ্রি.), ১ম সংস্করণ

৮১. মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি আ'হকামিল কুরআন, (বৈরূত: দার ল ফিকর, ১৪১৫হি./ ১৯৯৫খ্রি.), খ. ১৫

৮২. মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *জামিউত্-তিরমিযী*, ২য় খ (ভারত: মুখতার এন্ড কোম্পানি, ১৯৮৫ খ্রি.)

৮৩. মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান আন তাবিলী আয়িল কুরআন (বৈরূত: দার ল ফিকর, ১৪১৫হি./১৯৯৫খ্রি.), খ. ৯, ...সংস্করণ পৃ. ১৮।

৮৪. মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, তাফসীর ত-তাবারী (বৈরূত: দার ল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২০হি./১৯৯৯খৃ.), ১ম খ, ২য় সংস্করণ,পৃ. ৮৯।

৮৫. মুহাম্মদ ফু'আদ আব্দুর বাকী, আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আল-ফাজিল হাদীসিন নাববী (মদীনা: মাকতাবাতু বারীল ফী মাদীনাহ, ১৯৬২খ্রি.), খ. ৪

৮৬. মুহাম্মদ বিন আবদুল-াহ যারকাশী, *আল-বুরহান* ফী *উলূমুল কুরআন* (বৈরূত: দার ল ফিকর, ১৯৮৮খ্রি.), খ. ৩

৮৭. মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামে তিরমিযী*, (ভারত: মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৫খ্রি.), ২য় খ

৮৮. মুহাম্মাদ আলী সাবূনী, *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন* (বৈরূত: মুআস্সাসাতু মানাহিলিল ইরফান, ১৯৮১খ্রি.), ২য় সংস্করণ

৮৯. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল-াহ যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, ৩য় খ

৯০. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, (করাচী: কারিখানাত তিজারাতু কুতুব, ১৩৮১হি./১৯৬১খ্রি.), ১ম খ, ২য় সংস্করণ

৯১. মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন আকীল মুসা, *ইজাযুল কুরআনিল কারীম বায়ানাল ইমাম আস-সুয়ূতী ওয়াল-উলামা: দিরাসাতুন নাকদিয়্যাহ ওয়া মুকারানাহ* (জিদ্দা: দার ল আনদূসুল খারা, ১৪১৭হি./ ১৯৯৭খৃ.), ১ম সংস্করণ

৯২. লুয়িস মালুফ, আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল-আলাম, (বৈরূত: দার ল মাশরিক্ব, তা.বি.), ২৭সংস্করণ পৃ. ৮৮৮।

৯৩. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০১৫খ্রি.), খ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

৯৪. সম্পাদনা পরিষদ, আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬খ্রি.), ১ম খ

৯৫. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮খ্রি.), খ. ২, সংস্করণ- ২

৯৬. সৈয়দ আহমদ হাশেমী, জাওয়াহির্ল বালাগাহ, (বৈরূত: দার্ল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ,

৯৭. *সহীহ বুখারী*, উদ্ধৃতি: মান্না আল-কাত্তান, *মাহবাহিস ফী উলূমিল কুরআন*, (বৈরূত: মাকতাবাতু দার্স সুন্নাহ, ২০১৬ খ্রি.), ২য় সংস্করণ

৯৮. সাফওয়াতুত তাফসীর, খ. ৩

৯৯. হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাতাদত ফী গারীবিল কুরআন* (মিসর: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি)

১০০. গধমফর ডধযনধ, অ ফরপঃরড়হধণু ড়ভ খরঃবৎধণু ঃবৎসং, (উহমষরংয-ঋৎবহপয-অৎধনরপ), (ইবরৎঁঃ খরনৎধরৎরব ফঁ ষরনধহ, জরধফ ঝড়ষয ঝয়ঁধৎব), ঘবি ওসঢ়ৎবংংরড়হ, ১৯৮৩, চ. ২৬৯.

১০১. ঝপরবহঃরভরপ ওহফরপধঃরড়হ রহ ঐড়ষু ছঁৎধহ, (উযধশধ: ওংষধসরপ ঋড়ঁহফধঃরড়হ ইধহমষধফবংয, ৩ উফরঃরড়হ, ঝবঢ়ঃবসনবৎ ২০০৪), চ. ৫৭০.

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র (Contents)

ভূমিকা..... ১

প্রথম অধ্যায়

আল-কুরআন ও আল-কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞানসমূহ ২

প্রথম পরিচ্ছেদ: আল-কুরআনের পরিচয় ৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আল-কুরআনুল কারীম-এর অবতরণ, সংকলন ও সংরক্ষণ ২০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আল-কুরআনের সাথে সংশি-ষ্ট জ্ঞানসমূহ ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনের (قسم) কসম-এর পরিচিতি ও প্রকারভেদ..... ৭৪

প্রথম পরিচ্ছেদ: আক্বসামুল কুরআনের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য ৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কুরআন মাজীদে শপথের পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু ৭৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আল-কুরআনে বর্ণিত শপথের প্রকারভেদ ৮৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইসলামী শরী'আতে القسم বা শপথের প্রকারভেদ ও বিধান..... ৮৬

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনে বর্ণিত শপথের বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য..... ৯২

প্রথম পরিচ্ছেদ: আল-াহ তা'আলার নিজ সত্তা ও রাসূল +-কে নিয়ে (قسم) কসম..... ৯৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কুরআন ও ফেরেশতাদের নিয়ে (قسم) শপথ ১০৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আল-কুরআনে কিয়ামত ও প্রতিশ্র"তি দিবস নিয়ে (قسم) শপথ ১১৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: রাত-দিন ও সকাল-সন্ধ্যা নিয়ে শপথ ১৩০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, ধূলি-মেঘমালা, নক্ষত্র, সমুদ্র-নৌযান নিয়ে শপথ ১৩৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: চন্দ্র-সূর্য, উদয়াচল-আস্তাচল, শহর-নগর, সৃষ্টি, আত্মা, পুর"ষ-নারী, ধাবমান অশ্ব, সময় নিয়ে শপথ..... ১৫১

চতুর্থ অধ্যায়

আল-কুরআনে বর্ণিত শপথমূলক শব্দাবলীর ভাষা বিশে-ষণ ও ভাষালংকার ১৬২

প্রথম পরিচ্ছেদ: আল-কুরআনে বর্ণিত শপথমূলক শব্দাবলীর ভাষা বিশে-ষণ ১৬৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আল-কুরআনে বর্ণিত শপথমূলক আয়াতের বালাগাত বা ভাষালংকার..... ১৮৫

উপসংহার..... ২০০

গ্রন্থপঞ্জি ২০২